বিয়ের হাওয়া

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত, বি. এ.

বীণা লাইব্রেরী
ঢাকা<>কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীসুরেন্দ্রলাল সরকার
বীণা লাইব্রেরী
কলিকাতা

পাঁচ সিকা

প্রিণ্টার
শ্রীনিশিকান্ত দাস
সাধনা প্রেস—ঢাকা

উৎসর্গ

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, ডি. লিট্., মহাশয়

অশেষভক্তিভাজনেষু

গ্রন্থাভাষ

গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত আমার বহুকালের বন্ধু—প্রকৃত হিতকারী সুহৃৎ। তাঁর অনুরোধ, আমার কাছে আদেশ,—আমাকে তাঁর উপন্যাসের সঙ্গে বঙ্গের পাঠক পাঠিকার পরিচয় ঘটিয়ে দিতে হবে। এই ঘটকালি কাজটা আমি স্বীকার করেছি দুই কারণে—প্রথম, ঘটকবিদায় পাব বন্ধুর প্রীতি; আর দ্বিতীয়, ঘটকালি করতে বিশেষ কিছুই কষ্ট করতে হবে না। কার্ত্তিক-বাবু বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে সুদক্ষ ও সুপরিচিত গ্রন্থকার; তাঁর শিশুসন্তোষ গ্রন্থাবলী 'তাই তাই', 'ফুলঝুরি', 'টুলটুল', 'চরকা-বুড়ী', 'তেপান্তরের মাঠ', 'তে-রাত্তিরের তাইরে-নাইরে না', 'সাতরাজ্যের গল্প' 'ময়ূরপঙ্খী', আর 'সাবিত্রী' শিশুমহলের কল্যাণে সকল বাড়ীর বুড়োবুড়ীর কাছে পর্য্যন্ত সুপরিচিত এবং তাঁর কবিত্বরসমধুর 'মালঞ্চের ফুল' বয়স্ক গল্পবিলাসীদের কাছে সমাদৃত; সুতরাং তাঁরই রচিত এই নূতন বইয়ের জন্য কারো কাছে বেশী সই-সুপারিশ করতে হবে না। বস্তুরাজ্যে যেমন inertia আছে,

তেমনি সাহিত্যরাজ্যেও একটা ঝোঁক আছে—যার চলতি পড়্‌তো তার আর কিছুই পড়্‌তে পায় না, সব ঝোঁকের টানে গড়িয়ে আগিয়ে চলে। এই বই 'বিষের হাওয়া' ব'য়ে আন্‌লেও এ বিষ সান্নিপাতিক রোগে— অমৃতের কাজ কর্‌বে, এ সমাজ-দেহের পরম রসায়ন ব'লে সকলের কাছে সমাদৃত হবে। বন্দেমাতরম্‌-মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র বিষবৃক্ষ বিতরণ ক'রে আশা করেছিলেন বঙ্গের ঘরে ঘরে অমৃত ফল্‌বে; কার্ত্তিক-বাবুও বিষের হাওয়া ছেড়ে দিয়ে আশা কর্‌ছেন দেশের দূষিত আবহ শুদ্ধ হ'য়ে অমৃতে পূর্ণ হবে।

'বিষের হাওয়া' উপন্যাস। যে-হেতু আমি গল্প উপন্যাস লিখেছি অগুণ্‌তি, সেই অধিকারে এই প্রবীণ লেখকের নবীন উদ্যমের প্রথম উপন্যাসের পরিচয় দিয়ে দিতে হবে আমাকে।

কিন্তু—

"লেখা তো লিখেছি ঢের, এখন পেয়েছি টের
সে কেবল কাগজের রঙীন ফানুষ।"

এবং "অনেক লেখায় অনেক পাতক"।

সেই পাতকের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আমাকে দুকথা দশজনের কাছে বল্‌তেই হবে ঘটকালি আর ওকালতী পেশার দস্তুর বজায় রাখ্‌তে।

বিয়ের হাওয়া কার্ত্তিক-বাবুর উপন্যাস রচনার প্রথম উদ্যমের ফল। সুতরাং সচ্ছন্দে

"শির নাড়ি কেহ কহে— সব সুদ্ধ মন্দ নহে,
ভালো হতো আরো ভালো হ'লে।

* * *

কেহ বলে—এ বহিটা লাগিতে পারিত' মিঠা
হতো যদি অন্য কোনোরূপ!"

ত্রুটি ও নিন্দার কিছু নেই এমন কোনো পদার্থ জগতে সৃষ্টি হয়নি; সুতরাং নিন্দনীয় ত্রুটির বিচার সমালোচক কর্‌বেন। আমি ঘটক, আমি কেবল গুণের দিকটাই দেখিয়ে খালাস হবো। এই লেখকের অনেক রচনার রসাস্বাদে আমরা তৃপ্ত হয়েছি। পাকা লিখিয়ের এই ভিন্ন ভিয়ানের প্রথম নমুনাও বেশ মুখরোচক হয়েছে, যিনি পড়্‌বেন তিনিই এর ঝরঝরে প্রাঞ্জল ভাষা আর স্বদেশের উচ্চ আদর্শের চিত্র দেখে সন্তুষ্ট হবেন।

'বিয়ের হাওয়া' দৈনিক বঙ্গবাণীর সোমবারের সংস্করণে ১৩৩৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাস থেকে আশ্বিন মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়েছিল'। 'বিয়ের হাওয়া' প্রকাশের অগ্রিম ঘোষণার সঙ্গে বঙ্গবাণী-সম্পাদক লিখেছিলেন—"......যাহারা মিস্ মেয়োর 'মাদার ইণ্ডিয়া' পড়িয়াছেন তাঁহাদিগকে এই উপন্যাসখানি

নিয়মিত পড়িতে অনুরোধ করি।" বঙ্গবাণী-সম্পাদকের এই মন্তব্য অনুসারে 'বিষের হাওয়া'কে 'মাদার ইণ্ডিয়া'র পাল্টা জবাব মনে করবার কোনো কারণ নেই। 'বিষের হাওয়া' বিদেশী সমাজের খুঁতের খোঁজ মাত্র নয় 'বিষের হাওয়া' উপন্যাস উপন্যাসের ঘটনাচক্র এই দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে যে বাঙালী পরিবারের সমাজের ও দেশের আদর্শ আচার ভুলে পাশ্চাত্য নিকৃষ্ট বিলাসের অন্ধ অনুকরণ কর্‌লে দেশ বিষের হাওয়ায় মূর্চ্ছিত অভিশপ্ত হ'য়ে পড়ে।

পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনের ফলে নানা দেশে মানুষের আকৃতি যেমন পৃথক হয়েছে, তাদের স্বভাব চরিত্র আচার অনুষ্ঠানও তেমনি বিভিন্ন হয়েছে। একদেশে যেটি সদাচার, অপর দেশে সেটি কদাচার ব'লে গণ্য হয়, এক দেশের সভ্যতা অপর দেশে বর্ব্বরতা ব'লে ধার্য্য হয়। কিন্তু মানব-সমাজের একটি সার্ব্বভৌমিক সার্ব্বকালিক শাশ্বত সামান্য আদর্শ আছে যা কল্যাণে প্রতিষ্ঠিত। এই কল্যাণময় আদর্শ চিন্‌তে পারা যায় অকল্যাণের কালো কষ্টিপাথরে তাকে ক'সে নিয়ে। কুশ্রীতা সব সমাজে আছে ব'লেই সমাজের সহজ শ্রীটি আবিষ্কার করা সম্ভব হয়। কিন্তু মিস-মেয়ো-শ্রেণীর বিদেশী মক্ষিকাধর্ম্মী লোকেরা ভারতলক্ষ্মীর

পঙ্কজাসনের শোভা ও মাধুর্য্য লক্ষ্য না ক'রে ডুব মেরেছেন নিম্নে পঙ্কের সন্ধানে। 'বিষের হাওয়া'র সৃষ্টি সমাজের সেই পঙ্কোদ্ধারের চেষ্টায়।

শুদ্ধসাত্ত্বিক গোস্বামীবংশের হরিবিলাস পাশ্চাত্য সমাজের বাহির চটক আর জাঁকজমকে মুগ্ধ হ'য়ে যখন হ্যারী-ব্লিস্ রূপ ধারণ কর্‌লে তখনই সে ঠেকে বুঝ্‌তে পার্‌লে

স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।

হ্যারী-ব্লিসের পরাশ্রিত সমাজের ছবির পাশে বাঙ্‌লার পল্লী-সমাজের শান্ত অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার চিত্র সুন্দর ফুটে উঠেছে। আত্মসর্ব্বস্ব বিলাসিনী জুসির চিত্রের পাশে কারখানার কুলিবধূ নন্দরাণীর আত্মবিলোপী সেবা ও কল্যাণীমূর্ত্তি সুন্দর খুলেছে। বাঙ্‌লার মেয়ে সুভদ্রা শোভা নন্দরাণী, বাঙ্‌লার মাতৃমূর্ত্তি যোগমায়া আর দুখোর মা, বাঙ্‌লার ছেলে বিজয়, বাঙ্‌লার দুঃখী কারিগর কামাখ্যা উজ্জ্বল নয়, কিন্তু স্নিগ্ধ মাধুর্য্যে মণ্ডিত; আর হ্যারী-ব্লিসের পরাশ্রিত সমাজের জুসি র‍্যাব্‌রিং উজ্জ্বল উগ্র তীব্র, কিন্তু সমাজের শাশ্বত কল্যাণময় আদর্শের শত্রু, স্বর্গোদ্যানের মধ্যে সর্পরূপী সয়তান। এদের বিষের হাওয়ায় বাঙ্‌লা সমাজ আচ্ছন্ন হ'য়ে না যায় এই সাধুসঙ্কল্প মনে নিয়ে এই বই লেখা হয়েছে।

বিদেশী সমাজের যে কুৎসিত বিকৃত চিত্রের অবতারণা ক'রে আমাদের সমাজের অনাড়ম্বর কল্যাণময় আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়েছে সেই কুশ্রী চিত্র লেখকের কল্পনাপ্রসূত নয়, বাস্তব ঘটনার প্রতিচ্ছবি মাত্র। কৌতূহলী পাঠক-পাঠিকা পরিশিষ্টে পরিপোষক প্রমাণ দেখ্‌তে পাবেন।

লেখকের সাধু উদ্দেশ্য সিদ্ধ হোক্। দেশের নরনারী এই বিয়ের হাওয়ার ভিতর দিয়ে স্বদেশের অমৃত আদর্শকে হৃদয়ে উপলব্ধি ও পরিবারে সমাজে দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত করুন, সর্ব্বান্তঃকরণে এই কামনা করি।

রমণা—ঢাকা

১ অক্টোবর ১৯৩০

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

বিষের হাওয়া

— ১ —

ট্রেন্ হইতে নামিয়াই বিজয় একরকম ছুটিয়া গোঁসাই-বাড়ীর দিকে চলিল।

গোঁসাইদের দরজায় শান-বাঁধানো তুলসীতলায় সুভদ্রা সন্ধ্যা-প্রদীপ দেখাইতেছিল। বিজয় হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া পিছন হইতে বলিল—'সুভা, সুভা, পিসিমা কই ?'

সুভদ্রা বিজয়ের দিকে ফিরিয়া বলিল—'কেন গো, বিজু-দা ?—ব্যাপার কি ?...অমন হাঁপাচ্ছ কেন ?'

বিজয় বলিল—'সু-খবর গো সু-খবর। সব শুন্‌বে'খন। আগে পিসিমাকে ডেকে দাও।'

সুভদ্রার মা যোগমায়া ঠাকুর-ঘর হইতে বাড়ীর ভিতরে যাইতেছিলেন। তুলসীতলায় কথা শুনিয়া তিনি ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। হাতের প্রদীপের সল্‌তাটা উস্কাইয়া দিয়া তাহা চোকের সাম্‌নে উঁচু করিয়া ধরিতেই বিজয়ের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। যোগমায়া তুলসীতলায় আগাইয়া গিয়া বলিলেন—'কে রে ?—বিজয় নাকি রে ?...এই এলি নাকি ? ...হাতে দেখ্‌চি পোঁট্‌লা-পুঁট্‌লি,—বাড়ী যাস্‌নি বুঝি এখনো ? ...কি ব্যাপার, বল্‌ দেখি ?'—বলিয়াই জবাবের অপেক্ষা না করিয়া আবার বলিলেন—'আয়, ভেতরে আয়।'

মায়ের সঙ্গে সুভদ্রাও বাড়ীর ভিতর গিয়া তাড়াতাড়ি একটা মাদুর পাতিয়া দিয়া বলিল—'বোসো, বিজু-দা।'

বিষের হাওয়া

বিজয় বসিতে বসিতে বলিল—'আর বস্‌ব কি ! যে খবর দিতে ছুটে এলুম তাই বল্‌চি,—হরি-দা ফিরে এসেচে ।'

'অ্যাঁ !...বলিস্‌ কি !'—বলিয়া যোগমায়া আকস্মিক আগ্রহে একেবারে বিজয়ের গায়ের কাছে গিয়া ঘেঁসিয়া দাঁড়াইলেন ।

সুভদ্রা বলিল—'হরি-দা ফিরে এয়েচে ?—কে বল্‌লে, বিজু-দা ?'

বিজয় বলিল—'আমি স্বচক্ষে দেখে এসেচি। আপিসের বরাত নিয়ে বিকেলে আমাকে যেতে হয়েছিল —লিলুয়ায় ; তাকে সেখানেই দেখেচি ।'

যোগমায়ার মুখে হর্ষ-ব্যাকুলতার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। তিনি উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিতে লাগিলেন—'সত্যি-সত্যিই তুই হ'রেকে দেখে এয়েছিস্‌, বিজয় ?......কেমন দেখ্‌লি তাকে ?......ভালো আছে তো ?......তোকে দেখেই সে চিন্‌তে পার্‌লে ?—

না?......কিছু জিজ্ঞেস কর্‌লে না?—এই......বাড়ীর কথা?......'

যোগমায়ার কথা শেষ না হইতেই বিজয় বলিল—'কথাবার্ত্তা হবে কোত্থেকে?—শুধু চোকের পলকের দেখা বই তো নয়! তা-ও কি আগে চিন্‌তে পার্‌ছিলুম!—পুরো-দস্তুর সায়েব যে! এক মেমের সঙ্গে গ্যাড্‌ গ্যাড্‌ করে চ'লে যাচ্ছিল! কিন্তু হাজার হোক্‌, ছেলে-বেলাকার সঙ্গী তো বিশ বচ্ছরের—আজ ক' বচ্ছরই নয় ছাড়াছাড়ি! তার ওপর তুমি তো জানই, সুভা,—সেই "আঙ্গুল-কাটা মাণিকলাল!"—যা ব'লে তাকে কত ক্ষেপিয়েছি!—বাঁ হাতের কড়ে আঙ্গুলটা কাটা দেখেই তো চট্‌ ক'রে চিন্‌লুম—এ যে আমাদের হরি-দা!...হরি-দা'র আঙ্গুল-কাটার কথা মনে আছে তো, পিসিমা?'...যোগমায়াকে প্রশ্নটা করিয়া বিজয় উত্তরের অপেক্ষায় মুহূর্ত্তকাল চুপ করিয়া রহিল।

যোগমায়ার-মনে তখন আবেগের ঝড় বহিতেছিল।

প্রত্যাশিত কিছু শুনিবার আগ্রহে বিজয়ের মুখের দিকে চাহিয়া তিনি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

যোগমায়ার জবাব না পাইয়া বিজয় আপন বক্তব্য বলিয়াই যাইতে লাগিল—'ছেলেবেলাকার কথা। দুগ্‌গোচ্ছবের দিনে হরি-দা'র খেয়াল হ'লো—সব বাড়ী পাঁঠা-বলি হচ্ছে, আমরাও পাঁঠা-বলি দেবো। সুভা আর আমি চ্যালা থাক্‌তে এ ইচ্ছে ঠেকায় কে? দু-জনে উঠে-পড়ে লেগে গেলুম রাজ্যের কলা-গাছ এনে পাঁঠা বানাতে। হরি-দা নিজেই হ'লো পুরুত-ঠাকুর, হাড়িকাঠে পাঁঠা আছ্‌ড়িয়েও ধর্‌ল সে। কামার সেজে আমি দা দিয়ে ঘ্যাচ্‌ ঘ্যাচ্‌ ক'রে কলাগাছ কাট্‌তে লাগ্‌লুম, কিন্তু হঠাৎ দা ফস্‌কে একটা কোপ পড়্‌ল হরি-দা'র কড়ে আঙ্গুলের ওপর। আঙ্গুলটা কেটে রক্তগঙ্গা বইতে দেখে সুভা আর আমি দু-জনেই চোঁ চাঁ দৌড় দিলুম; আর সেই দৌড়ে আমি লুকিয়ে ছিলুম তিন দিন।...কেমন, সুভা, এ সব মনে পড়ে তো?...'

যাহাকে সাক্ষী মানিয়া বিজয় বাল্য-লীলা বর্ণনা করিল, সে শুধুমাত্র একটা 'হুঁ' বলিয়াই চুপ করিয়া গেল। যোগমায়ার কানে উহার একটী বর্ণও পঁহুছিতেছিল কিনা সন্দেহ। তিনি খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ বিজয়ের ডান হাতখানি দুই হাতে চাপিয়া ধরিলেন এবং আকুল স্বরে বলিয়া উঠিলেন,—'বাবা বিজয়, তুই আমাকে লিলুয়ায় নিয়ে চল্,—আমি হ'রের মুখখানা একবার দেখে আসি।'

যোগমায়া হঠাৎ এইরূপ প্রস্তাব করিবেন বিজয় তাহা ভাবে নাই। সে একটু অপ্রস্তুত হইয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—'সে কি, পিসিমা! হরি-দা'কে দেখ্তে লিলুয়ায় যাবেন,......আপনি? সে কোথায় থাকে, কি ভাবে থাকে—কিছুই তো তার জানা হয়নি। আলাপ-সালাপও তো হয়নি মোটে। একবার চোকের দেখাই হয়েচে। আর তাকে দেখেই তো ছুটে এলুম আপনাকে তা-বল্‌তে।'

যোগমায়া বলিলেন—'কিন্তু এ খবর পেয়েই তো আর ধৈর্য্য মান্‌চে না রে। নইলে, জানিস্ তো— এতদিন বুক বেঁধেই রয়েচি। বড় বউ দুধের ছেলেটাকে ফেলে চোক বুজ্‌ল। মেয়েটার সঙ্গে তাকেও তো এই বুকের রক্তেই বড় করেচি! কিন্তু নিষ্ঠুর পাষাণ,— শেষে শত্তুরের মতই তার শোধ নিল। একটা মুখের কথাও না ব'লে পালিয়ে গেল বিলেতে। সেখানে গিয়ে দু-বচ্ছরও মায়া-মমতা রাখ্‌ল না—মন থেকে একেবারে ঝেড়ে-পুঁছে ফেলে দিল! এ সব দুঃখও শেলের মত বুকে পুষে স'য়ে রয়েচি। আজ সে এত কাছে এসেচে, আর তাকে না দেখে এখন কোন্ প্রাণে আমি ঘরে থাকি! বিজয়, বাপ আমার, তুই একবার আমাকে হ'রের মুখখানা দেখিয়ে আন্।'—বলিতে বলিতে যোগমায়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

যোগমায়ার চোকে জল দেখিয়া বিজয় বিচলিত হইয়া উঠিল। অনেকদিন যাবত পাশাপাশি বাস

করিয়া ও শৈশবের খেলা-ধূলায় একত্র কাটাইয়া গোঁসাই-পরিবারের সঙ্গে বিজয়দের আন্তরিক সম্বন্ধ চলিয়া আসিতেছে সাত-পুরুষ ধরিয়া। তার উপর হরিবিলাস ও সুভদ্রা বিজয়ের ছেলে-বেলাকার সঙ্গী। এইরূপ আত্মীয়তার দরুণ পিসিমার চোকের জল দেখিয়া তাহারও মনে হরিবিলাসের বিরহ-ব্যথা নূতন করিয়া জাগিয়া উঠিল। তাহার মনে পড়িল সেই দিনের কথা— যেদিন এই বিচ্ছেদ-বেদনায় গোঁসাই-পরিবারের ন্যায় তাহাদের পরিবারেও রোদনের রোল উঠিয়াছিল। তখন তাহার খবরের কাগজের রিপোর্টারের নূতন চাকুরী হইয়াছে; ডেলী প্যাসেঞ্জারী করিয়া সে কলিকাতায় আপিসে হাজিরা দেয়। হরিবিলাসও হষ্টেলে থাকিয়া কলিকাতায় কলেজে পড়ে। বিজয় রোজই আফিস-ফেরতা হরিবিলাসের সংবাদ লয় এবং যোগমায়া তাহার মুখে সে সংবাদ পান। একবার সাত-দিনের জ্বরে বিজয় আপিসে যাইতে পারে নাই; ছুটীর

পরে কলিকাতায় ফিরিয়া হরিবিলাসের সংবাদ লইতে গিয়া শুনে—কালাপানি পাড়ি দিতে সে ছুটিয়াছে! এই আকস্মিক ব্যাপারে তাহার মনে যেমন অভিমান হইল তেমনি দুঃখেরও অন্ত রহিল না। এতদিনের আত্মীয়তা ও বন্ধুত্বের দাবী উপেক্ষা করিয়া হরিবিলাস গোপনে এই কাজটা করিল, ইহা মনে করিয়া বালকের ন্যায়ই সে কাঁদিতে লাগিল। বাড়ী ফিরিবার পথে দুঃখের সঙ্গে দুশ্চিন্তাও উপস্থিত হইল—পিসিমাকে কি বলিবে!

এই পিসিমাটী শুধুমাত্র হরিবিলাসের নহে, বিজয়েরও সত্যিকার পিসিমা হইয়া পড়িয়াছিলেন। বিবাহিত জীবনেও ইঁহাকে ভাইয়ের সংসার ছাড়িয়া যাইতে হয় নাই; বরং হরিবিলাসের মা বাঁচিয়া থাকিতেও গৃহের কর্ত্রী ছিলেন তিনিই। হরিবিলাসের মায়ের মৃত্যুর তিন মাস পূর্ব্বে যোগমায়া বিধবা হন। তখন ছয়মাসের সুভদ্রা তাঁহার কোলে। দৈবক্রমে বিজয়ও এই সময়ে মাতৃহারা হয়। পিতৃমাতৃহীন এই

তিনটী অপোগণ্ড শিশুর মুখের দিকে চাহিয়া সকলে 'হায়' 'হায়' করিতে লাগিল। যোগমায়া স্বামী-শোক ভুলিয়া তিনটী বালক-বালিকাকে একসঙ্গে বুকে টানিয়া লইলেন। ইহাদের দুইটী তাহার বুকের রক্তে মানুষ হইয়া উঠিল; আর একটীও, তাহাদের ন্যায়, তাঁহার অন্তরের স্নেহের মালিক হইল। শেষোক্ত এই শিশু বিজয়।

পিসিমাকে বিচলিত দেখিয়া কাজেই বিজয়ও অবিচলিত থাকিতে পারিল না। সে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—'পিসিমা, আপনি ব্যস্ত হবেন না। লিলুয়ায় এখন হয় তো আমাকে প্রায়ই যেতে হবে। হরি-দা'র খোঁজখবর সব নিই আগে; তারপর দেখাশুনা হ'তে কতক্ষণ!'

সুভদ্রা জিজ্ঞাসা করিল—'কিন্তু এর মধ্যে সে আবার কোথায়ও চ'লে যাবে না তো?'

'আরে না না,—সে ভয় নেই। এখন সেখানেই যে তার চাকরী!'

বিজয়ের কথায় যোগমায়ার মনে আশ্বস্তি মানিতেছিল না। তিনি বিজয়ের হাত-দুইখানি নিজের বুকের উপর টানিয়া লইয়া বলিলেন—'ওরে বিজয়, আমার এই পাঁজরের ওপর একবার হাত ছুঁইয়ে দ্যাখ্—শত্তুর কি চিতা জ্বেলে রেখে গ্যাছে!'—বলিতে বলিতে তাঁহার চোকের জল ঝর্ ঝর্ করিয়া বিজয়ের হাতের উপর পড়িতে লাগিল।

বিজয় জানিত—যোগমায়ার চোকের জল একবার বাহির হইলে সহজে থামিবার নহে। শোকের শৈত্য এই বৃদ্ধার নয়ন-কোণে বরফের স্তূপ জমাইয়া রাখিয়াছিল; আবেগের উত্তাপে তাহা গলিয়া গেলে স্রোত রোধ করে কাহার সাধ্য? এই অশ্রু-প্রবাহের উদ্দাম গতি বিশেষ করিয়া তিন-তিনবার সে নিজে লক্ষ্য করিয়াছে। প্রথমবারে তাহা ছুটিয়াছিল—বন্যার তাণ্ডব-নর্ত্তনে দুই কূল ভাসাইয়া—যখন বিবাহের পর এক বৎসরের মধ্যে সুভদ্রা হাতের শাঁখা ফেলিয়া ও সিঁথির

সিঁদূর মুছিয়া মায়ের কোলে ফিরিয়া আসিয়াছিল। নিজের এই একমাত্র সন্তানকে আট বৎসরে গৌরীদান করিয়া যোগমায়া যখন মনে মনে নির্ভাবনার মর্ম্মর-পুরী গড়িতেছিলেন, তখন কে ভাবিয়াছিল বৎসর ঘুরিতে না-ঘুরিতেই সে পুরী হুড়্মুড়্ করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িবে? সেই গিয়াছে একবার। তারপর আর-একবার যোগমায়ার চোকের জলের বন্যা ছুটিয়াছিল—ঝরণার বেগে পাষাণ ফাটাইয়া—যখন হরিবিলাসের পিতা ব্রজেশ্বর জন্মের মত চক্ষু বুজিয়াছিলেন। যোগমায়া তখন অশ্রুর নির্ঝর বহাইয়া ভাইয়ের উদ্দেশ্যে কাঁদিয়া বলিতেন—'দাদা, ছোটবেলা হ'তে তোমার আশ্রয়ে ছিলুম, আজ কার্ আশ্রয়ে আমাকে ফেলে রেখে গেলে?' এই দুইবারের পর আর-একবারও তাঁহার নয়ন-জল দেখা দিয়াছিল—অন্তঃসলিলা ফল্গুর বুক-চেরা বারিকুণ্ডের ন্যায় হৃদয় ছিঁড়িয়া—যখন হরিবিলাসের নিরুদ্দেশ-বার্ত্তা তাঁহার কানে পঁহুছিয়াছিল। সেই যন্ত্রণারই উৎস-মুখ আজ

আবার হরিবিলাসের আগমন-বার্ত্তায় খুলিয়া যাইবে, পুলকে ও উৎসাহে, পূর্ব্বে তাহা বিজয়ের মনে পড়ে নাই। এখন তাহা বুঝিতে পারিয়া সমবেদনায় নিজেরও চোকের জল মুছিবার জন্য সে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইতে যাইতে সে যোগমায়াকে সান্ত্বনা দিয়া গেল—কাল সমস্ত খোঁজখবর লইয়া আসিয়া সন্ধ্যার মধ্যেই বলিয়া যাইবে।

বিজয় চলিয়া গেলে যোগমায়া দাওয়ার পাশে অনেকক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সুভদ্রা তাঁহার কাছে গিয়া ডাকিল—'মা, রাত হয়েচে, ঘরে এস।'

যোগমায়ার চমক ভাঙ্গিল। তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া মেয়ের সঙ্গে ঘরে উঠিলেন।

— ২ —

পরদিন বিজয় যখন দেখা দিল তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে যোগমায়া তিন-চারিবার বিজয়দের বাড়ীতে গিয়া খোঁজ লইয়াছেন সে আসিল কি না।

বিজয় গোঁসাই-বাড়ীর উঠানে পা দিয়াই ডাকিয়া বলিল—'পিসিমা, আমি এসেচি।'

বিজয়ের স্বর শুনিয়া যোগমায়া ছুটিয়া আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে সুভদ্রাও বাহিরে আসিল।

বিজয়কে বসিতে বলিয়া সুভদ্রা কহিল—'বল, বিজু-দা, কি খবর?'

বিজয় বলিল—'হ্যাঁ, কাল যা বলেছিলুম তাই ঠিক—

হরি-দা লিলুয়াতেই ঠাঁই নিল। আর আর যা জান্‌বার তা-ও জেনেছি। কিন্তু, হরি-দা'র সঙ্গে দেখা হয়নি।'

যোগমায়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। বিজয়ের শেষ কথাটা শুনিয়া তিনি হতাশস্বরে বলিয়া উঠিলেন—'অ্যাঁ! আজও তার দেখা পাস্‌নি? তা হ'লে বুঝি আবার সে পালিয়েছে!'

বিজয় হাসিয়া বলিল—'না না, পিসিমা, সে ভয় আর নেই। বিলিতি বিদ্যা শেখার সখ ছিল, তা তো শিখেই এসেচে। আর তারই জোরে বড় চাক্‌রী কর্‌চে লিলুয়ায়। এখন আর যাবে কোথা?'

যোগমায়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'তবে যে বল্‌লি তার দেখা পাস্‌নি?'

বিজয় বলিল—'তাতে আর আশ্চর্য্য কি, পিসিমা? আপনার হরিবিলাস যে এখন নাম বদ্‌লে হ্যারী ব্লিস্ সায়েব হয়েচে! সায়েব-সুবোর সঙ্গে দেখা তো আর অত চট্ ক'রে হয় না, বিশেষ কেঁচো যারা কোঁচা ছেড়ে

ইজের ধ'রে কেউটে হয়েচে—তাদের সঙ্গে !......অবশ্য, হরি-দা'কে মনে ক'রে এটা বল্‌চিনে, কারণ আসলে তার দেখাই পাইনি। কি কাজে সে আজ দুপুর থেকে কল্‌কাতায় আছে।'

সুভদ্রা বলিল—'আচ্ছা, বিজু-দা, হরি-দা কি কাজ কর্‌চে লিলুয়ায়, আর কি ভাবেই বা সেখানে আছে, আর দেশে ফিরেও বাড়ীতে এল না কেন,—এ সবের কি জেনে এলে ?'

বিজয় বলিল—'হ্যাঁ, সবই বল্‌চি। হরি-দা এখন কল-কারখানার মস্ত এঞ্জিনিয়ার। চাক্‌রী নিয়ে দিল্লীতে এসেছিল ; সেখান থেকে লিলুয়ায় এসে পাকা হ'লো। মাইনে বেশ লম্বা। থাক্‌বার বাড়ীঘর সরকারী ; আছেও সরকারী চালে। আর......' আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বিজয় অকস্মাৎ থামিয়া গেল।

সুভদ্রা বলিল—'ও কি, বিজু-দা, হঠাৎ থেমে গেলে যে ! আর কি; বল-ই না ?'

বিজয় যোগমায়ার মুখের দিকে দুই-একবার চাহিয়া বলিল—'নাঃ,...আর তেমন বিশেষ কিছু না ;...তবে... হ্যাঁ, এই কালাপানি পাড়ি দিয়ে এসেছে কিনা, জাত-ধর্ম্মটা...ঠিক...'—কথা চাপা দিতে গিয়া বিজয় হাসিয়া বলিল—'পিসিমা, আপনার তো জানা আছে, জাত-ধর্ম্মের ধার ধারে না সে ছেলেবেলা থেকেই।'

হরিবিলাসের পাঠ্য-জীবনের কথা মনে করিয়াই বিজয় শেষ কথাগুলি বলিল। সেই জীবনের একটী ছোটখাট ইতিহাস আছে।

যে-পরিবারে হরিবিলাসের জন্ম সেই গোস্বামীরা সংস্কারে ও আচারে পরম বৈষ্ণব। পাঁচ বৎসরের ছেলে হইতে আশী বৎসরের বুড়া প্রত্যেকেরই মাথায় টিকি ও নাকে তিলক। যৌবন এড়াইয়া মেয়েদেরও নাকছাবি ও হারের বদলে রসকলি ও কণ্ঠী পরিবার নিয়ম। পুরুষানুক্রমে ইঁহাদের গুরুগিরি ব্যবসা। এপর্য্যন্ত গুরুবংশের মর্য্যাদা-রক্ষার পক্ষে শুদ্ধবোধের সূত্র আওড়ানোই যথেষ্ট

ছিল ; কিন্তু হরিবিলাসের পিতা ব্রজেশ্বর দেখিলেন—আজকালকার শিষ্যপুত্রেরা গুরুপুত্রের সঙ্গে কংগ্রেসের আলোচনা করিতে চাহে, এবং সদর দরজায় গুরুদেবের সাড়া পাইলে মেজেয় ধূলা-লাঞ্ছনার ভয়ে আগে হইতেই শ্রীচরণ-মার্জ্জনের জল লইয়া আসে! দেশ-কালের অবস্থা বুঝিয়া তিনি পুত্র হরিবিলাসকে ইংরেজী স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিলেন। ব্যাপারটা গোঁসাই-পরিবারে ন-ভূত হইল। কাজেই ইহার ভবিষ্যৎ-ফলের আলোচনায় দেশের মধ্যে একটা কানা-ঘুষা চলিল—'বটঠাকুর হঠাৎ এমন কাণ্ডটা করলেন! এখন গোঁসাই-বংশে টিকি হইতে কণ্ঠী পর্য্যন্ত টিকে থাকলে হয়!' বড়-ঠাকুর যতদিন বাঁচিয়াছিলেন ততদিন বংশের টিকি বা কণ্ঠী খোয়া যাওয়ার ভয়ের কারণ ঘটে নাই। কিন্তু তাঁহার দেহরক্ষার পর উৎপাত সুরু হইল তিলক-সেবা লইয়া।

একদিন হরিবিলাস স্কুলের ছুটীর পর বাড়ীতে আসিয়া হাতের বই মাটীতে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল এবং

উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিল—তাহার নাকে তিলক দিয়া দিলে সে আর স্কুলে যাইবে না।

ব্যাপার কি জানিবার জন্য পিসিমা ছুটিয়া আসিলেন; এবং প্রশ্ন করিয়া জানিতে পারিলেন সেদিন সাহেব-ইন্‌স্পেক্টর স্কুলে আসিয়া হরিবিলাসকে ক্লাশের সাম্‌নে দাঁড় করাইয়া দিয়াছিলেন এবং তাহার নাকের তিলক দেখাইয়া অন্যান্য ছাত্রকে বলিয়াছিলেন—'এ রকম একটা ড্রইং আঁক।' কি-একটা বৈষ্ণব-পর্ব্ব ছিল বলিয়া তাহার দুর্ভাগ্যক্রমে নাকের উপর সেদিন পিসিমা একটু কারিগরী হাত চালাইয়াছিলেন।

শত চেষ্টায়ও পিসিমা তিলকের প্রতি হরিবিলাসের অনুরাগ ফিরাইয়া আনিতে পারিলেন না। বড়-ঠাকুরের পরিবারে সেইদিন হইতে তিলকের পর্ব্ব ঘুচিয়া গেল।

ইহার পর একমাস বাদে আর-একটী সংস্কারের সূচনা হইল। ইন্‌স্পেক্টরের উৎসাহে তুষ্টা সরস্বতী হয় তো ক্লাশের কোনো ছাত্রের মনে সাড়া দিয়াছিলেন।

তাহারই ফলে হরিবিলাসের মাথার টিকি কোন্ ফাঁকে তাহার পকেটস্থ হইয়া পড়িয়াছিল। আঁক কষিবার ঘণ্টায় পেন্সিল বাহির করিবার সময় একগোছা চুল হরিবিলাসের পকেট হইতে ছিট্‌কাইয়া কোলের উপর আসিয়া পড়িল। হরিবিলাস মাথায় হাত বুলাইয়া দেখে তাহা তাহারই মাথার টিকি! সে বাড়ীতে আসিয়া পিসিমাকে শুনাইয়া সেদিন আর-এক দফা প্রতিজ্ঞা করিল—টিকির সঙ্গে তাহার মাথার সম্বন্ধ এই-ই শেষ!

এইখানেই সংস্কারের জের মিটিল না। হরিবিলাসের আসল সংস্কার আরম্ভ হইল কলিকাতার কলেজে পড়ার সময়। একবার ছুটীতে হরিবিলাস বাড়ীতে আসিয়াছে। যোগমায়া একদিন দেখেন—ছেলের গলায় পৈতা নাই। তিনি তাড়াতাড়ি পূজারী-ঠাকুরকে ডাকিয়া আনিয়া হরিবিলাসকে ছোঁয়াইয়া রাখিলেন এবং এইভাবে পৈতাহীন অবস্থায়ও ব্রাহ্মণের

ছেলের কথা-বলার উপায় করিয়া দিয়া একটু জোর-গলায়ই জিজ্ঞাসা করিলেন—'তোর পৈতে কই রে, হ'রে ?'

হরিবিলাস গম্ভীরভাবে জবাব দিল—'ট্রাঙ্কে।'

যোগমায়া চেঁচাইয়া উঠিলেন—'কি ? বাক্সে রেখেচিস্ পৈতে ? বামুনের ছেলে হ'য়ে গলার যজ্ঞো'বীত নিয়ে খেলা ?'

হরিবিলাস মুখ টিপিয়া হাসি গোপন করিয়া বলিল—'ধোপার পাট ভেঙ্গে শুধু-শুধু বাড়ীতে গায় দিয়ে ময়লা করায় লাভ কি !—তাই ওটাকে ধোপার বাড়ী থেকে এনে বাক্সেই তুলে রেখেচি।'

পৈতা ধোপার বাড়ী দেওয়ার কথাটা অবশ্য মামুলী মিথ্যা কথা। পিসিমাকে চটাইবার জন্যই হরিবিলাস ইহা বলিয়াছিল। হরিবিলাসের কথা শুনিয়া যোগমায়া আর উচ্চবাচ্য না করিয়া মুখ ভার করিয়া সেস্থান হইতে চলিয়া গেলেন।

বিষের হাওয়া

হরিবিলাস তখনও পৈতা-ছেঁড়া বামুন হয় নাই। যেদিন আচার-বিচারের একটু এদিক-সেদিক করার প্রয়োজন হইত, সেদিন সে প্রায়শ্চিত্তের হাত এড়াইয়া চলিত গলার পৈতাটাকে আল্‌গা করিয়া রাখিয়া। এ বিষয়ে তাহার যুক্তি ছিল এইরূপঃ আলাদা করিয়া লইয়া খাইলে বাবুর্চ্চির রান্না খানা হবিষ্যান্নেরই তুল্য হয়। হরি-বিলাস বলিত—'শাস্ত্রেই বলে যজ্ঞসূত্রে ব্রহ্মার অধিষ্ঠান; আর সেই ব্রহ্মা হলেন সর্ব্বভুক্। বাপ্‌রে! অমন সর্ব্ব-ভুক্‌কে পেটের ওপর ঝুলিয়ে রেখে, অথচ ভাগ না দিয়ে, কিছু খাওয়ার জো আছে! তার চেয়ে দেব্‌তাকে চোকের আড়াল ক'রে যা-খুশী খেয়ে নাও।' যাহা-খুশী পেটে পুরিবার সময় এইজন্যই সে পৈতাটাকে দেহের আড়াল করিয়া লইত; এবং সেই সুযোগে খাইতও যাহা-খুশী।

এই সব কথা মনে করিয়াই বিজয় যোগমায়াকে মনে করাইয়া দিয়াছিল—ছেলেবেলা হইতেই জাতি-ধর্ম্মের প্রতি হরিবিলাসের আস্থা নাই।

যোগমায়া কিন্তু ছেলেবেলাকার নজীরে কথাটাকে অত সহজে উড়াইয়া দিতে পারিলেন না। ছেলে-বয়সের খামখেয়ালী বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে লোপ পায় ইহাই ছিল তাঁহার ধারণা। এই ধারণার মূলে একদিকে হরিবিলাস কুঠারাঘাত করিয়াছে বলিয়া পৈত্রিক ধর্ম্মটাকেও যে সে বিসর্জ্জন দিবে ইহা তাঁহার বিশ্বাস হয় নাই। বিজয়কে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া তাই তিনি উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। বলিলেন—'জাত-ধর্ম্মের কথা তুই কি বল্লি রে, বিজয়?...হ'রে কি ধর্ম্মেরও মায়া রাখেনি?'

বিজয় বলিল—'সে আর একটা বেশি কি! ডিগ্‌বাজী খেলায় যার রুচি জন্মেছে, সে সমস্ত শরীরটা দিয়েই খেলা খেলে—মাথাটা বা হাত পা কিছু বাদ দেয় না!'

যোগমায়া বলিলেন—'হেঁয়ালি রেখে পষ্টাপষ্টিই বল্ না,—কি হয়েচে?'

বিজয় সুভদ্রার মুখের দিকে চাহিয়া তবু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

বিজয়ের মুখের ভাব লক্ষ্য করিয়া সুভদ্রা বলিল—'জাত তো যেন হয়েছেই, তা তো বুঝি,—বিলেত গেলে কি কারু জাত থাকে? এখন...অন্তত ধর্ম্মটা বজায় থাক্‌লেই হ'লো।'

বিজয় বলিল—'এদেশে কি জাত আর ধর্ম্ম দুটো আলাদা জিনিস হয় রে, পাগ্‌লী? যার জাত গিয়েছে তার ধর্ম্মও গিয়েছে।'

যোগমায়া প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন—'ওরে সে কথা বলিস্‌নে। ছত্রিশ জাত নিয়েও এদেশে এক হিন্দুধর্ম্ম। জাত নিয়ে কারো বিরোধ নেই,—ধর্ম্মে থাক্‌লে বামুন আর চাঁড়াল একসঙ্গেই মিশে থাক্‌তে পারে। ঝগড়া বাধে সেখানে, যেখানে ধর্ম্মে ধর্ম্মে তফাৎ হয়,—যেমন ধর্ম্মের নামে আলাদা হ'য়ে তোরা হিন্দু-মুসলমানে লাঠালাঠি করছিস্।

যার জাত গিয়েছে তার ধর্ম্মও গিয়েছে—এ কথা আমি মানিনে।'

বিজয় দৃঢ়স্বরে বলিল—'কিন্তু হরি-দা'র বেলা যদি সে কথা না খাটে? সত্যি-সত্যিই জাতের সঙ্গে ধর্ম্মও যদি তার খোয়া গিয়ে থাকে?—সে যদি খৃষ্টান হ'য়ে থাকে?—যদি সে বিয়ে ক'রে থাকে মেম?—আর মেমের সঙ্গে ব'সেই যদি সে খানা খায়?...'

যোগমায়ার আর শুনিবার ধৈর্য্য রহিল না। বিজয়ের কথা শেষ না হইতেই তিনি তীব্রস্বরে বলিয়া উঠিলেন—'ওরে, আর বলিস্‌নে বলিস্‌নে,—ও পাপ-কথা আর আমি শুন্‌তে চাইনে। যদি তাই-ই হ'য়ে থাকে, তবে তার নাম আর এখানে করিস্‌নে—গোঁসাই-বংশের কুলাঙ্গার সে,—তার মুখও আমি দেখ্‌তে চাইনে।'—বলিয়াই তিনি উঠান ছাড়িয়া ঘরের মধ্যে গিয়া উঠিলেন।

মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া সুভদ্রা বিজয়কে জিজ্ঞাসা

করিল—'বিজু-দা, এই সব "যদি" কি সত্যি-সত্যিই ঘটেচে ?'

বিজয় বলিল—'হ্যাঁ। আর ঘটেচেও এক বিধবা মেম বিয়ে ক'রে।'

'বিধবা...বিয়ে ক'রে!'—কথাটা শুনিয়া দুঃখের মধ্যেও সুভদ্রার হাসি পাইল। তাহার মনে পড়িল—বিলাতে যাইবার পূর্ব্বে হরিবিলাস যোগমায়াকে এক-দিন বলিয়াছিল—'পিসিমা, সুভা তো বালবিধবা; বল তো, এর ফের বিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারি।' সুভদ্রার মা এই কথা শুনিয়া কানে আঙ্গুল দিয়া ঘর ছাড়িয়া পলাইয়াছিলেন। আর সুভদ্রা নিজে মনে মনে হাসিয়া ভাবিয়াছিল—'হরি-দা পাগল হ'য়ে গেল নাকি!' ঘরে যে-প্রস্তাব করিয়া হরিবিলাস একদিন ধিক্কৃত হইয়াছিল, ঘরের বাহিরে গিয়া নিজের জীবনে সে তাহা সফল করিল—ইহা মনে করিয়া সুভদ্রার মুখে আজিও চাপা-হাসি খেলিয়া গেল।

বিষের হাওয়া

— ৩ —

হরিবিলাসের সম্বন্ধে বিজয় যে খবর আনিয়াছিল তাহার গোড়ার কথাটা এই।

সায়েন্স্ এসোশিয়েশনের বৃত্তি জোগাড় করিয়া হরিবিলাস আমেরিকায় যায়। সেখানে মেক্যানিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং পড়িবার সময়ে প্রতিবেশিনী এক ইংরেজ মহিলার সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ঠতা জন্মে। এই বিবিটী বয়সে হরিবিলাসের অনেক বড়; কিন্তু তাহার টাকাপয়সা ছিল বিস্তর। বিনা-খরচায় অনেকদিন বিবির সঙ্গে একান্তে ডিনার খাইয়া ও থিয়েটার দেখিয়া হরিবিলাসের মন গুটিপোকার ন্যায় তাহাকে আঁকড়াইয়া ধরিল এবং

রেশ্‌মী জাল বুনিয়া বুনিয়া সেই জালের গুটির ভিতর বিবিকে লইয়া আট্‌কাইয়া পড়িল। যখন গুটি কাটিয়া বাহির হইবার সময় হইল তখন উভয়ে প্রজাপতি হইয়া গিয়াছে! প্রজাপতির নির্ব্বন্ধে একজনকে ছাড়িয়া আর-একজনের উড়িয়া যাইবার আর উপায় রহিল না।

এই বিবিকে হরিবিলাসের লাভ করিতে হইয়াছিল দুইটী সর্ত্তে। প্রথম সর্ত্তে তাহাদিগকে গির্জ্জায় গিয়া পাদ্‌রীর নিকট মিলন-মন্ত্র আওড়াইতে হইল এবং তাহারও পূর্ব্বে হরিবিলাসের পৈতৃক ধর্ম্মটাকে জর্ডনের জলে ধোলাই করিয়া লইতে হইয়াছিল। দ্বিতীয় সর্ত্তটী স্ত্রী-ধনে স্বামীর স্বত্ব জন্মাইবার উপায় মাত্র। বিবি বুঝাইয়াছিল ইহা একটী নামমাত্র চুক্তি, আসলে সামান্যই ব্যাপার; সময়মত উকীলের নিকট হইতে উইল আনিয়া দেখিলেই চলিবে। প্রথম সর্ত্তটী পালনের পক্ষে হরি-বিলাসের মনে কিছুমাত্র দ্বিধা জন্মে নাই, কারণ তাহার ধারণা ছিল—ধর্ম্মাধর্ম্মের ঐ রকম অনুষ্ঠান একরকম

অভিনয়েরই রূপান্তর। দ্বিতীয় সর্ত্তটী সম্বন্ধে তাহার কৌতূহল না থাকার কারণ ইতিমধ্যেই স্ত্রী-ধনে তাহার অবাধ অধিকার জন্মিয়াই গিয়াছে।

বিবাহের পর নির্ব্বিবাদে কিছুদিন স্বামী-স্ত্রীর স্ফূর্ত্তি চলিল এবং তাহার খরচ চলিল স্ত্রীর টাকা ভাঙ্গিয়া। টাকার তোড়া যখন প্রায় উজাড় হইয়া আসিল, তখন মিসেস্ হ্যারী ব্লিস্ উইলখানির প্রতি মিষ্টার হ্যারী ব্লিসের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। উইলখানিতে লেখা—বিবির টাকার সরিকান হইতে হইলে মিষ্টার ব্লিস্‌কে জুসি নামক এক কুমারী কন্যার ভরণপোষণ চালাইতে হইবে। এই জুসি হরিবিলাসের ধর্ম্মপত্নীর প্রথম পক্ষের একমাত্র সন্তান।

এই উইলে আরো ধরা পড়িল—হরিবিলাসের নিকট বিবিটী যে ডাকনামে পরিচিত তাহা তাহার অনেকগুলি ওরফে নামের একটীমাত্র এবং বর্ত্তমানের আস্তানাটী তাহার অজ্ঞাত-বাস। ইহার পূর্ব্বে এই বিবিটী আরো

তিনটী স্বামীর গৃহিণীপণায় হাত পাকাইয়া সম্প্রতি চতুর্থ পক্ষে হরিবিলাসের স্কন্ধগত হইয়াছে। উহাদের একটী শমনের ডাকে ভবনদী পাড়ি দিয়াছে ; বাকী দুইটীর একটী স্বেচ্ছায় আদালতে হাজিরা দিয়া, অপরটী হাজিরার তলব পাইয়া, রেহাই লাভ করিয়াছে।

বিবির এই স্বরূপ পরিচয় পাইয়া হরিবিলাস প্রমাদ গণিল। কিন্তু তখন সাপে ছুঁচো গিলিয়াছে! বৃত্তির টাকায় হরিবিলাসের পড়ার খরচ কষ্টে-স্বষ্টে চলে ; সাংসারিক খরচের জন্য স্ত্রীর টাকার উপরই নির্ভর। এইভাবে সুখে-দুঃখে তাহার পড়া যখন সাঙ্গ হইল তখন হঠাৎ একদিন পত্নীও ভবলীলা সাঙ্গ করিল।

নির্ভাবনার নিঃশ্বাস ছাড়িয়া হরিবিলাস তখন দেশে ফিরিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। এই উদ্যোগ-পর্ব্বের মধ্যেই এক সুপ্রভাতে এক রূপসী প্যাঁটরা-পুঁটরী লইয়া হরিবিলাসের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। পরিচয়ে প্রকাশ পাইল ইহারই নাম কুমারী জুসি। জুসির মা

মৃত্যুর পূর্ব্বে মেয়ের প্রতি শেষ কর্ত্তব্য পালন করিতে অবহেলা করে নাই—হরিবিলাসের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ সবিস্তরে জানাইয়া গিয়াছিল।

এই সময়ে সামান্য-কিছুও হরিবিলাসের মাথায় 'বোঝার উপর শাকের আঁটি'। কিন্তু যাহাকে সে ধর্ম্ম-পত্নী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল তাহার নিকট এই জুসির সম্বন্ধেই সে সত্যবদ্ধ, ইহা মনে করিয়া বোঝার উপর বোঝা গ্রহণ করিতেও তাহার মনে কিছুমাত্র দ্বিধা হইল না। হরিবিলাস নির্বিচারে জুসিকে কন্যার ন্যায় গৃহে স্থান দিল।

জুসি পিতার সহিত আলাপ জমাইতে গিয়া প্রথম দিনেই জিজ্ঞাসা করিল—'বাবা-মশাই, তোমরা তো ব্ল্যাক্ ইণ্ডিয়ান্? তোমাদের দেশে নাকি বিধবা ব'লে একরকম মানুষ আছে তারা ঘাস খায়?'

হরিবিলাস আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—'কে বল্‌লে?'

'জুসি বলিল—'বলেনি অবশ্য কেউ,—কিন্তু ভালো

ভালো কেত বে লেখা আছে। এই সব কেতাব বড বড পণ্ডিতেবই লেখা। তাবা তোমাদেব দেশ থেকে সব দেখে-শুনে এসে লিখেছেন।'

হবিবিলাস জিজ্ঞাসা কবিল—'সেই কেতাবেই এমন আজগুবি কথা পড়েছ নাকি ?'

জুসি বলিল 'আজগুবি কি। তাতে তো পষ্টই লেখা আছে—হিন্দুদেব বিধবাবা মাছ খায় না মাংস খায় না, ডাঁটা-নামে এক বকম ঘাস আছে তাই দাঁতে চিবিয়ে খায়।'

জুসিব নজীব শুনিযা হবিবিলাস হো হো কবিযা হাসিয়া উঠিল। বলিল—'জসি, ডাটাকে ঘাস বলে না। উহা শাক সব্জীবই মধ্যে।'

জসি আশ্চয্য হইযা বলিল 'কই, বাবা? আমি তো কিছু কিছু বিসার্চ্চ করচি, দেশ-বিদেশেও ঘুবে বেড়াচ্ছি, আমাব চোকে তো কখনো শাক-ডাঁটা পড়েনি।'

জুসি রিসার্চ্চ্ করে শুনিয়া হরিবিলাসের কৌতূহল হইল। সে জিজ্ঞাসা করিল—'তোমার রিসার্চ্চের অভ্যেস আছে নাকি, জুসি?'

জুসি উৎসাহের স্বরে বলিল—'তা আবার নেই! ঐটে নিয়েই তো আমি লেগে আছি। আর সেই জন্যেই তো বাড়ী আসারও সময় হয় না। মায়ের বিয়েটা বা মরণটা কোনটাই দেখ্‌তেও পার্‌লুম না তাই।......হ্যাঁ বাবা, এবার ভাব্‌চি তোমাদের দেশে গিয়ে হিন্দুদের সম্বন্ধে এক বই লিখ্‌ব।'

হরিবিলাস 'বেশ' বলিয়া চুপ করিয়া রহিল।

কিছুদিন পরে হরিবিলাস যখন চাকুরী লইয়া দিল্লীতে আসিল, তখন জুসিকেও সঙ্গে আনিতে হইল। দিল্লী হইতে লিলুয়ায় বদলীর সময়েও জুসি পিতার সঙ্গে আসিল।

বিজয় হরিবিলাসের সঙ্গে এই জুসিকেই লিলুয়ায় দেখিয়াছিল।

— ৪ —

স্বধর্ম্মত্যাগী হরিবিলাসের উপর অভিমান করিয়াই যোগমায়া ঘরের মধ্যে ছুটিয়া গিয়াছিলেন। বিজয় চলিয়া যাওয়ার পর তাঁহার মনে হরিবিলাসের বিচ্ছেদ-ব্যথাই প্রবলভাবে সাড়া দিতে লাগিল।

ইহার মধ্যে সুভদ্রা ঠাকুর-ঘরে আলো জ্বালাইয়া এবং তুলসীতলায় ও গোয়াল-ঘরে প্রদীপ দেখাইয়া আসিয়াছে। সে ঘরে ফিরিয়া আসিয়া দেখে যোগমায়া জপের মালা হাতে করিয়া আসনের উপর বসিয়া আছেন এবং তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া দরদর-ধারায় জল গড়াইতেছে।

সুভদ্রা যোগমায়ার কোলের কাছে বসিয়া পড়িল এবং তাঁহার জানু-ঢাকা কাপড়ের উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে ডাকিল—'মা !'

যোগমায়া চক্ষু তুলিয়া একবার-মাত্র মেয়ের মুখের দিকে চাহিলেন, কোন কথা বলিলেন না।

সুভদ্রা বলিল—'মা, হরি-দা'র ধর্ম্ম তার নিজের, কিন্তু হরি-দা তো আমাদের।'

যোগমায়ার মুখ দিয়া জবাব বাহির হইতেছিল—উচ্চৈঃস্বরে 'না'। কিন্তু তিনি সাম্‌লাইয়া গিয়া ধীর-ভাবে বলিলেন—'কিন্তু সে ধর্ম্মও তো তার এক্‌লার নয়,—তার বাবার, তার পূর্ব্ব-পুরুষের, এই গোঁসাই-বংশের।'

সুভদ্রা বলিল—'সে বংশের সঙ্গে তার আর কি সম্পর্ক আছে ? সে তো নিজে একটা খবর দেওয়ার মায়া পর্য্যন্তও রাখেনি। আমরা তো গোঁসাই-বংশের পরিচয়ে তাকে চাই না,—তাকে দেখ্‌তে চাই প্রাণের টানে। প্রাণের টান কি জাত-ধর্ম্ম বিচার ক'রে চালাতে হবে,

মা? তা হ'লে তোমাকে তো রহিম-মিঞার কবিলার সংস্রবও ছাড়্‌তে হয়। রহিম আমাদের কে?—সময় সময় মজুর খাটে, এই তো! কিন্তু সেই রহিমেরই কবিলা যখন প্রসব-বেদনায় ছট্‌ফট্ কর্‌ছিল, তখন এত লোক থাক্‌তে তুমি বামুনের মেয়ে কেন ঢুকে পড়েছিলে সবার আগে তার আঁতুড়-ঘরে?'

মেয়ের কথা শুনিয়া যোগমায়ার মনে সংশয়ের প্রশ্ন উঠিল। তিনি খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জবাব দিলেন—'তুই ঠিকই বলেচিস্, ভদ্রা। দরদের মাপকাঠি জাতও নয় ধর্ম্ম'ও নয়। যে-জাতে আর যে-ধর্ম্মেই থাক্, হ'রে আমারই ছেলে। তার মুখ না দেখে এ বুক-ফাটা কান্নার রোল যে থামাতে পাচ্ছি না।'

যোগমায়ার কম্পিত স্বরে তাঁহার অন্তরের ব্যাকুলতা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। মায়ের কথায় সুভদ্রা নিজের মনের কথারই সায় পাইয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—'তা হ'লে বিজু-দা'কে কাল সকালে খবর পাঠাই, মা?'

যোগমায়ার মুখ দিয়া কোনো উত্তর বাহির হইল না। কিন্তু তাঁহার মনে ও চোকে একসঙ্গেই যেন রব ফুটিয়া উঠিল—'তাই কর্ রে, তাই কর্।'

... ...

পরদিন মেয়ের জাগিবার অপেক্ষাও যোগমায়ার সহিতেছিল না। ভোরে উঠিয়া নিজেই বিজয়দের বাড়ী ছুটিয়া গেলেন।

হরিবিলাসকে দেখিবার জন্য যোগমায়ার সঙ্কল্পের কথা শুনিয়া বিজয় ভাবিয়া-চিন্তিয়া বলিল—'সরাসর লিলুয়ায় গিয়ে ওঠা ভালো হবে না, পিসিমা। তার চেয়ে এক কাজ করা যাক্। বেলুড়ে শোভা-দি'র শ্বশুর-বাড়ী,—সেখানে তো আপনারা গেছেনই, সেই বেলুড়েই গিয়ে প্রথমে ওঠা যাক্; তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে।'

যোগমায়া ফিরিয়া আসিয়া সুভদ্রার নিকট বিজয়ের পরামর্শের কথা বলিলেন।

সুভদ্রা জিজ্ঞাসা করিল—'মা, তুমি কি একলাই তবে যেতে চাও ?'

যোগমায়া মেয়ের মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন ; তিনি বলিলেন—'কেন, তুইও কি যেতে চাস্ নাকি ?'

করুণ কণ্ঠে সুভদ্রা বলিল—'মা, হরি-দা কি একলা তোমারই সব,—আমার কেউ নয় ? তাকে পেটে না ধরলেও তুমি যেমন তার মা, তেম্নি এক মায়ের পেটে না জন্মালেও আমি তার ছোট বোন। তোমার মত আমারও কি তাকে দেখার সাধ হয় না ?'

যোগমায়া বলিলেন—'হয়েচে রে হয়েচে,—আর বল্তে হবে না তোর কিছু। যাস্ তুইও। এ দু একটা দিন গুলের মা-ই নয় ঘর-দোরটা আগ্লাবে।'

বিষের হাওয়া

— ৫ —

জুসির একটা গুণ ছিল—সে দুই-এক দিনেই লোকের সঙ্গে আলাপ জমাইয়া লইতে পারিত; এবং যাহার সঙ্গে আলাপ একবার জমিয়া উঠিত তাহার সঙ্গে মনের পর্দ্দা রাখিয়া চলিত না। আলাপীরাও যাহাতে নিঃসঙ্কোচে কথাবার্ত্তা চালাইতে পারে সেইজন্য পূর্ব্ব হইতেই সে বলিয়া রাখিত—'মিস্-টিস্ বলার ভব্যতা আর করতে হবে না, আমার নাম সাদাসিধে জুসি।'

আমেরিকা হইতে আসিবার সময় জাহাজে এক অল্পবয়সী সাহেবের সঙ্গে জুসির বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। সাহেবের নাম রাব্। সে হাবড়ার এক

ময়দার কলের ম্যানেজার। ছুটীর পর রাব্ তখন দেশ হইতে ফিরিতেছিল। দুই-একদিনের আলাপের পরই রাব্ আর জুসির মধ্যে মিষ্টার ও মিসের পাট উঠিয়া গেল।

জুসি ইণ্ডিয়া-সম্বন্ধে এক বই লিখিবে শুনিয়া রাব্ বলিয়াছিল—'জুসি, বাংলাদেশে যাও তো, আমাকে খবর দিও,—আমিও তোমাকে সাহায্য কর্তে পার্ব। আমার হাতে ভালো লোক আছে।'

লিলুয়ায় আসিয়া দুই-চারিদিন পরে জুসি রাব্‌কে খবর পাঠাইল। সংবাদ পাইয়া রাব্ সেইদিনই সন্ধ্যার সময় লিলুয়ায় আসিয়া হাজির হইল।

লিলুয়ায় জুসির বন্ধু জুটিয়াছিল আর-এক ছোক্‌রা ফিরিঙ্গি। তাহার নাম রিং। সে হরিবিলাসেরই আপিসের এক বড় আম্‌লা। রাবের মোটর-গাড়ী আসিয়া যখন হরিবিলাসের কুঠীর দরজায় থামিল, তখন জুসি ও রিং চা-পানের পর সবেমাত্র সিগার ধরাইয়া মুখে

দিয়াছে। রাব্‌কে দেখিতে পাইয়া জুসি হাতের সিগার ফেলিয়া একছুটে রাবের গাড়ীর কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

রাব্‌ মোটর হইতে নামিতে নামিতে হাত বাড়াইয়া দিয়া হাসিমুখে বলিল—'ও সুঈট্‌ জুসি! ও সুঈট্‌ জুসি!' জুসি প্রফুল্ল মুখে রাবের হাত ধরিয়া নাচ্‌নার তালে তালে পা ফেলিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিল।

রিং-এর সঙ্গে রাবের পরিচয় করিয়া দিতে দিতে জুসি বলিল—'এই রিং ছিল ব'লেই এ ক'টা দিন তবু কতকটা আমোদে কেটে গ্যাছে। নইলে, এসে এক্‌লা এক্‌লা যা লাগ্‌ছিল! এমন জায়গা!—না আছে একটা থিয়েটার, না আছে একটা নাইট্‌-ক্লাব্‌! ভালো কথা, রাব্‌, তোমাকে ব'লে রাখ্‌চি, রোজই কিন্তু তোমার একবার ক'রে আসা চাই।'

রাব্‌ বলিল—'তা হবে। আর আমিও গোড়ায় ব'লে রাখ্‌চি, সময় ক'রে আমার ওখানেও যাওয়া চাই তোমার। আমিই নয় এসে নিয়ে যাব। তখন থিয়েটারটাও দেখা

যাবে, আর খাওয়া-দাওয়াও সেখানেই হবে।' সঙ্গে সঙ্গে রিং-এর দিকে ফিরিয়াও সে বলিল—'মিষ্টার রিং, সবে আলাপ হ'লেও আপনি জুসির বন্ধু, কাজেই আমিও আপনার বন্ধুত্বের দাবী কর্‌তে পারি—আপনারও নেমন্তন্নো।'

জুসি ও রিং উভয়েই হাসিমুখে মাথা নাড়িয়া নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিল।

হরিবিলাসের কুঠীর বাহিরের দিকে দৃষ্টি দিয়া রাব্‌ বলিল—'এ বাড়ীটা একটু ফাঁকা আছে,...বেশ নিরালা। এ রকম নিরালা জায়গা আমার বেশ লাগে, বিশেষ সেখানে যদি......,কি বল, জুসি?'—রাব্‌ মুচ্‌কি হাসিয়া একটা শিষ দিয়া কথা শেষ করিল—'মনের মত একজন সঙ্গী থাকে।'

রিং রাব্‌কে সমর্থন করিল—'হ্যাঁ, জলী আর ডলী একসঙ্গে দু-ই হয় এমন কেউ।'

রাব্‌ বলিল—'কিন্তু ঐ যা বল্‌ল জুসি—"না আছে একটা থিয়েটার, না আছে একটা নাইট্‌-ক্লাব্‌"—

একেবারেই নিরামিষ! মিষ্টার রিং, আপনারা কি ক'রে যে এখানে কাটান, ভেবে পাই না,—অথচ, সায়েবও তো রয়েছেন বিস্তর!'

'রেলের ঘটাঘট্ আর হাতুড়ির ঠকাঠক্—বাজ্‌নার অভাব নেই এখানে!—কেমন, রিং?'—জুসি হাসিয়া রিং-এর মুখের দিকে চাহিয়া কথাটা বলিল।

রিং-ও হাসিয়া জবাব দিল—'হ্যাঁ। কিন্তু সেই ঘটাঘটের জোরেই তবু দিল্লীর লাড্ডু লিলুয়ায় জোটে!'

বাজ্‌নার কথাটা রিং তাহার পেশার উপর কটাক্ষ বলিয়াই মনে করিল; তাই নিজেও পাল্‌টা জবাব দিল জুসিকে লক্ষ্য করিয়া।

সেদিন আর-কিছু কথাবার্ত্তার পর বৈঠক ভাঙ্গিয়া গেল। রাব্ চলিয়া যাইবার সময়ে জুসি আবার তাহাকে মনে করাইয়া দিল—'ভুলো না যেন, রাব্,—রোজই কিন্তু দেখা চাই।'

— ৬ —

পরদিন রাব্ লিলুয়ায় আসিয়াই রিং-এর কাছে প্রস্তাব করিল—'মিষ্টার রিং, আপনাদের এ নিরামিষ জায়গায় একটা কাজ করলে হয় না? এই ধরুন, জুসি এখানে আছে, এই সময় যদি একটা ট্যাব্লোর ব্যবস্থা করা যায়?'

জুসি ও রিং উভয়েই ঔৎসুক্যের সহিত রাবের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

রাব্ বলিল—'বিজ্ঞাপন-প্লাকার্ডের ছড়াছড়ি করতে হবে—তার একটীতে থাকবে শুধু রঙীন ছবি, লেখা একছত্রও নয়,—যেমন, নাচনার কথা জানাতে হবে

কয়েকটা ঢেউয়ের রেখায়, যাতে শরীরের দোলটাই ফুটে ওঠে ; সেই রকম গানের বেলায়ও,—রেডিয়োতে সুরের তরঙ্গ যেমন হাওয়ায় খেলে, তেম্‌নি আকাশের ঢেউয়ে দেখাতে হবে তাই।...'

রাবের কথা শেষ না হইতেই জুসি বলিয়া উঠিল—'ওঃ রাব্‌, কি সুন্দরই তা হবে !'

রাব্‌ বলিতে লাগিল—'কিন্তু শুধুই নাচ আর গানের কথা তো নয় ; আরো এমন কিছু কর্‌তে হবে যাতে কল্‌কাতার এম্পায়ার থিয়েটারের লোক ভেঙ্গে এসে লিলুয়ায় জমে।...তা,...হ'তে পারে একটা জিনিসে, আর হবেও খাসা, যদি...জুসির মত পাওয়া যায়।'

জুসি বলিল—'কি বলই না—যা কর্‌তে চাও তাতে আমার খুবই মত আছে।'

রাব্‌ বলিল—'আমরা অ্যাডাম্‌ আর ঈভের পালা কর্‌ব—শুধু ট্যাব্লোতে। জুসি, তোমাকে ঈভ্‌ সাজ্‌তে হবে।'

জুসি উৎসাহে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। বলিল— 'আমি খুব রাজী।' সঙ্গে সঙ্গে হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল— 'আর অ্যাডাম্ হবে কে ?'

রিং এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া মনোযোগের সহিত রাব্ ও জুসির বক্তব্য শুনিতেছিল। জুসির প্রশ্নে এখন নিজেও মন্তব্য প্রকাশের সুযোগ পাইয়া বলিয়া উঠিল— 'অ্যাডাম্ যে হয় হ'লেই হ'লো। তাকে তো আর আদ্যিকালের অ্যাডামের মত আসরে নাম্‌তে হবে না।'

বাধা দিয়া রাব্ বলিল—'ও মিষ্টার রিং! আপনি তা হ'লে আমার আসল কথাটাই ভুল বুঝ্‌চেন! কাপড়-চোপড়-পরা অ্যাডাম্-ঈভ্ কি কেউ দেখ্‌তে আস্‌বে, না, তাতে নতুনত্ব হবে কিছু ? ব্যাপারটা কর্‌তে হবে ঠিক যেমনটী ঘটেছিল তেমনটী। কি বল, জুসি ?'

জুসি একটু ভাবিয়া বলিল—'হ্যাঁ, তা হ'লে হয় ভালো।'

রাব্ টেবিল চাপ্ড়াইয়া বলিল—'তবে আর কথা কি! মিষ্টার রিং, আপনিও তো জানেন, সভ্যদেশে আজকাল মনের পোষাকটাকেই আসল পোষাক ব'লে মানা হয়, শরীরের পোষাক-টোষাক নিয়ে কেউ তেমন মাথা ঘামায় না। এই জন্যেই তো মেয়েলোকের শোভা ব'লে আগে যে গোড়ালি-ঢাকা ঘাগ্‌রা আর পিঠ-ছাওয়া চুলের কদর ছিল, এখন আর তা চায় কে? প্রমাণ দেখুন সাম্‌নেই—জুসির গায় হাঁটু-প্রমাণ ঘাগ্‌রা আর মাথায় ঘাড়-ছাটা বাব্‌রি!'

জুসি সায় দিয়া বলিল—'হ্যাঁ। নিউড্-ক্লাবের আদরও তো ঐ জন্যেই দেশে দেশে বাড়্‌চে।'

'তা হ'লে এই ঠিক রইলো। জুসি হবে ঈভ্। প্লাকার্ডে বিজ্ঞাপনেরও তাতে চটক হবে—"আমেরিকা-বাসিনী রূপসী জুসি উলঙ্গ হ'য়ে ঈভ্ সাজ্‌বেন!"—এখন বাকী অ্যাডাম্, আর...'

জুসি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—'অ্যাডাম্ হবে

তোমরা দুজনের একজনে—লটারীতে যার ভাগ্যে ওঠে।'

রাব্ হাসিয়া বলিল—'বেশ বেশ! লটারী ক'রে অ্যাডাম্ বেছে নেওয়া! জুসি, তোমার কল্পনার বাহাদুরী আছে বটে!'

ট্যারোর যুক্তি শেষ করিয়া রাব্ উঠিতে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'হ্যাঁ, ভালো কথা, জুসি,—তোমার বইয়ের কদ্দূর?'

জুসি মুখের সিগারটা দাঁতে চাপিয়া ধরিয়া বলিল—'কিছু কিছু মাল-মসলা জোগাড় হচ্ছে,—এই রিং-এরই সাহায্যে,—আশে-পাশের কুলি-বস্তিতে ঘুরে ঘুরে।'

রিং বলিল—'জুসির যে-রকম আইডিয়া, তাতে বইটা হবে ভালো মনে হয়। কিন্তু অনেক জায়গায় ঘুরতে হবে, বিশেষ বাঙ্গালী-কেরাণী-পাড়ায়, আর তাদেরই যে এক দেব্তা আছে কালীঘাটে—সেখানে।'

রাব্ বলিল—'তার জন্যে ভাব্‌তে হবে না। আমার আপিসের বাবুকে একদিন ছেড়ে দেবো—সে সব দেখিয়ে-শুনিয়ে আনবে'খন। এর সাহায্যের কথাই তোমাকে বলেছিলেম, জুসি, জাহাজে। লোকটা বুড়ো হ'লেও ভারী চট্‌পটে, আর সাহেবের যেন গোলাম।'

রাত্রি হইল দেখিয়া রাব্ সেদিনের মত বিদায় লইল।

... ...

রাব্‌কে দরজার গোড়ায় আগাইয়া দিয়া জুসি ফিরিয়া আসিলে রিং বলিল—'জুসি, তোমার বাবার আসার বোধ হয় সময় হ'লো?'

জুসি বলিল—'না, না। বাবা ব'লে গ্যাছে ন'টার এদিকে ফির্‌বে না।...চল, ও-ঘরে সোফার ওপর। আর এদিকের সুইচ্‌টা টেনে দাও।'

বিষের হাওয়া

— ৭ —

বেলুড়ের ট্রেন্ ধরিবার জন্য বিজয় যোগমায়া ও সুভদ্রাকে লইয়া হাবড়ায় আসিল। ট্রেন্ ছাড়িবার তখনও আধঘণ্টা দেরী। যাত্রীর ভীড়ে পা ফেলিবার স্থান নাই। প্লাট্‌ফর্ম্মের গেট্ খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু দরজার একপাল্লা বন্ধই আছে। গেটের মুখে দুইজন চেকার দাঁড়াইয়া এক-একখানি টিকেট দেখিতেছে, আর এক-একজন যাত্রীকে ছাড়িয়া দিতেছে। একজন হিন্দুস্থানী কনেষ্টবল ওপাশে দাঁড়াইয়া বামহাতে গুখা ডলিতেছে; এবং মাঝে মাঝে গেটের সম্মুখে আগাইয়া আসিয়া হাঁক দিতেছে—'ভীড় মৎ করো!' 'ভীড় মৎ করো!'

বিজয় যোগমায়া ও সুভদ্রাকে লইয়া দরজা-ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল ; লোকের চাপে একপাশে সরিয়া আসিয়া বলিল—'পিসিমা বড্ড ভুল হ'য়ে গ্যাছে। আজ যে তারকেশ্বরে গাজনের মেলা, তা তো মনেই ছিল না। এত ভীড় সেইজন্যেই। এর চেয়ে ফেরী-ইষ্টীমারে গেলে আরামে যাওয়া যেত। কিন্তু টিকেট যে ক'রে ফেলেচি।'

সুভদ্রা আর-একপাশের একটা দরজার দিকে দৃষ্টি দিয়া বলিল—'এস না, বিজু-দা, ওদিকের দরজা দিয়ে আমরা ঢুকি। ও-দরজাটা তো একেবারে খোলা রয়েচে, আর লোকজনের ভীড়ও নেই মোটে।'

বিজয় হাসিয়া বলিল—'ও যে ফাষ্ট্-সেকেণ্ড্ ক্লাশের দরজা রে! আমরা হলুম থার্ড্ ক্লাশের যাত্রী,—আমরা ঢুক্‌ব ঐ দরজা দিয়ে ?—বাপ্ রে!'

'কেন, তাতে দোষ কি ? যে ক্লাশেরই হোক্, দরজা দিয়ে ঢুক্‌লেই তো রেলের কামরা দখল হ'য়ে

গেল না! নইলে, এখানে এ যে—ঐ যে শুনেচি কাশী মিত্তিরের ঘাটে নাকি গাদার মড়া পোড়ায়—সেই রকমই লোককে গাদা ক'রে মেরে ফেলা! তা-ও যদি দরজা সবটা খুলে দিত!'

'তাতে কার কি? তুমি-আমি গাদায় ঠাঁসা হ'য়ে মর্‌ব, সেই জন্যে থার্ড্‌ ক্লাশের যাত্রীকে যেতে দেবে ফাষ্ট-সেকেণ্ড্‌ ক্লাশের দরজা দিয়ে! তা হয় না রে, বোন, তা হয় না। ও দরজা কাদের জন্যে জান? যাদের ধোকড় হয় এই সব মরা মাকড় মেরে!'—বলিয়া বিজয় সম্মুখের যাত্রীর দলকে হাত দিয়া দেখাইয়া দিল।

সুভদ্রা জিজ্ঞাসা করিল—'এ রেলের মালিক তো ইংরেজ,—না?'

'শুধু ইংরেজ না, খোদ গবর্মেণ্ট্‌ই।'

'এঃ! তা হ'লে দেখ্‌চি তারা মিছেই গলাবাজি করে—তাদের জাত-বিচার নেই। এই রেলেই যে তারা জাত-বিচারের মস্ত ধ্বজা উড়িয়ে রেখেচে!'

সুভদ্রার কথা শুনিয়া বিজয়ের রক্ত গরম হইয়া উঠিল। সে বলিল—'সে দোষ কার? দোষ তো দেশের লোকেরই। যে জাত-বিচারের কথা বল্‌লি, তা তো কাগজপত্তরে কিছু লেখা-জোখা নেই, তবু মান্‌তে হবে, আর তা মানাবার যন্ত্রও আমার দেশী ভাইয়েরা! কই, করুক্‌ দেখি, ওদের নিজেদের দেশে একবার এমন কাজ? আর শুধু তাই বা কেন?—এদেশেই একটা ট্যাঁশ-ফিরিঙ্গি আসুক্‌ না,—সে পাটের ব্যাপারীই হোক্‌ বা চটের দালালই হোক্‌,—দেখ্‌বে, থার্ড্‌ ক্লাশের যাত্রী হ'লেও তার ব্যবস্থা আলাদা।'

বিজয় ট্যাঁশ-ফিরিঙ্গির দৃষ্টান্ত তুলিতে সত্যই সেই জাতীয় এক যাত্রী হন্‌ হন্‌ করিয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার পিছনে দুইজন কুলি গোটা-দুই ট্রাঙ্ক্‌ আর বিছানার দুইটা মোট লইয়া আসিতেছিল। প্যাণ্টালুন-পরা যাত্রী দেখিয়া একজন চেকার 'হটো... হটো' বলিয়া আশে-পাশের লোক সরাইয়া পথ করিয়া

দিল। 'সাহেবকে পথ ছেড়ে দাও'—একে অন্যকে বলিয়া যাত্রীরাও সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইতে লাগিল। ঠেলাঠেলিতে একেই লোকের ওষ্ঠাগত প্রাণ, তার উপর সরিতে গিয়া কাহারও মাথায় কাহারও ট্রাঙ্কের ঠোক্কর লাগিল; সামনের লোকের ছাতার খোঁচা নাকের উপর লাগায় পিছনের যাত্রী চেঁচামেচি করিয়া উঠিল; এবং কে কাহার পা মাড়াইয়া দিয়াছে বলিয়া একদিকে দুই যাত্রীর মধ্যে ভীষণ বচসা আরম্ভ হইল।

ফিরিঙ্গি যাত্রীর পিছনে একটু খোলা পথ পাইয়া বিজয় যোগমায়া ও সুভদ্রাকে লইয়া প্ল্যাট্‌ফর্মে ঢুকিয়া পড়িল।

যাইতে যাইতে সুভদ্রা একবার পিছনদিকে তাকাইতে গিয়া হঠাৎ চেঁচাইয়া উঠিল—'আহা, আহা, বিজু-দা, বুড়ি বুঝি মারা গেল!'—ইহা বলিয়াই সে ছুটিয়া গেটের দিকে ফিরিয়া গেল।

ব্যাপারটা হইয়াছিল এই। সাহেবের মাল লইয়া যে-দুইজন কুলি যাইতেছিল তাহাদের একজনের মাথা

হইতে হঠাৎ একটা ট্রাঙ্ক্‌ পড়িয়া গেল এবং উহা সাম্‌নের এক বুড়ীর পিঠ ঘেঁসিয়া নীচে পড়িল। ইহার পূর্ব্বেই বুড়ী গেট্‌ ছাড়াইয়া গিয়াছিল। পিঠের উপর আঘাত লাগায় সে আর্ত্তনাদ করিয়া প্ল্যাট্‌ফর্ম্মের উপর পড়িয়া গেল। যে-সকল যাত্রী আগাইয়া গিয়াছিল তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বুড়ীর কাছে গিয়া প্রশ্ন করিল—'কি রে বুড়ী, লাগ্‌ল নাকি ?' কেহ কেহ একটু মুরুব্বিয়ানা করিয়াও বলিয়া উঠিল—'আহা, বেচারা বুড়ো মানুষ! ছাখো তো কুলি-ব্যাটার আক্কেল—অত বড় বাক্সটা ফেলে দিল এই বুড়ো মানুষটার গায় !' কিন্তু যাহার যত দরদ ঐ মুখের কথায়ই—মুহূর্ত্তের বেশি কেহই সেখানে দাঁড়াইল না, পাছে গাড়ীর জায়গা দখল হইয়া যায় ! দরজার পাশের কনেষ্টবলটা তখনও শুখা ডলিতেছিল এবং গুণ্‌ গুণ্‌ করিয়া গান করিতেছিল—'মনুয়া, ভজ রে সীতারাম !'

সুভদ্রা বুড়ীর মাথার কাছে বসিয়া পড়িয়া 'জল,' 'জল' বলিয়া চারিদিকে তাকাইতে লাগিল।

যোগমায়ার সঙ্গে বিজয়ও ততক্ষণে সেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

বিজয় কনেষ্টবলটীর দিকে ফিরিয়া বলিল—'ওহে, দেখ্‌চ না, মেয়েলোকটী মারা যায়—একটু জল নিয়ে এস না।'

কনেষ্টবলের জবাব পাওয়া গেল--'বাবু, পানি মাঙ্গা?......হামি তো এখন পার্‌বে না।. হামার আভী এধার ডিউটী হ্যায়।'

সুভদ্রা ব্যাকুলভাবে বিজয়ের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'কি বল্‌চে ও?'

'বল্‌চে ওর মাথা আর মুণ্ডু!'—বলিয়াই বিজয় পাশের এক যাত্রীর হাত হইতে একটা ঘটী কাড়িয়া লইয়া জল আনিতে ছুটিয়া গেল।

কুলিদের দেরী দেখিয়া সাহেব 'ড্যাম্‌' 'ড্যাম্‌' বলিতে বলিতে ফিরিয়া আসিতেছিল। সে বুড়ীকে দেখিয়া কনেষ্টবলকে ধমক দিয়া বলিল—'অ-ও, তোম্‌ ক্যা

করতা ? দেখতা নেই আদমীকা ক্যা হুয়া ? অ্যাম্বুলেন্স্‌-বালাকে জল্‌দি হাসপাতাল ভেজ দেও।' ধমক খাইয়া কনেষ্টবল ডিউটী ভুলিয়া গেল। সে তৎক্ষণাৎ গেটের ওপাশে ছুটিয়া গিয়া হাঁকডাক লাগাইয়া দিল—'হো তেওয়ারী !......হো রামভরণ !......পানিপাঁড়ে ভইয়া হো !'...

ততক্ষণে বিজয় জল লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। জলের-ঝাপ্‌টা নাকে-মুখে দিতেই বুড়ী চোক মেলিয়া তাকাইল।

জল আনিবার জন্য যে লোকটীর হাত হইতে বিজয় ঘটী কাড়িয়া লইয়াছিল, এতক্ষণ সে হতভম্বের ন্যায় দাঁড়াইয়া ছিল। বিজয়কে ফিরিতে দেখিয়া সে দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া বলিয়া উঠিল—'বেশ তো, ম'শায়, আক্কেল আপনার ! বলা নেই কওয়া নেই, ঘটীটা নিয়ে ভোঁ-দৌড় ! আর সেই হ'তে ঠায় এখানে আমি দাঁড়িয়েই আছি। দিন্‌ দিন্‌, মশাই, ঘটীটা এখন ছেড়ে দিন্‌, আর দেরী হ'লে বসার জায়গা মিল্‌বে না।'

— ৮ —

বুড়ীকে চোক মেলিতে দেখিয়া বিজয় বলিল—'এখন একটু সুস্থ হয়েচেন ?'

বুড়ী নড়িয়া-চড়িয়া গা-মোড়া দিয়া বলিল—'হাঁ বাবা।'

বিজয় বলিল—'আপনি কোথায় যাবেন ? আপনার সঙ্গে লোকজন কেউ আছে ?'

'না, বাবা, আমার সঙ্গে কেউ-ই নেই। আর থাক্‌বেই বা কে ?—আমি অনাথা মানুষ।...যাচ্ছি বেলুড়ে।... হ্যাঁ, বাবা, বেলুড়ের গাড়ী চ'লে যায়নি তো ?—বলিয়া বুড়ী ব্যস্ত হইয়া মাথা তুলিয়া উঠিয়া বসিল।

সুভদ্রা তাড়াতাড়ি তাহার পিঠের দিকে হাত দিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। বলিল—'না, গাড়ী চ'লে যায় নি। আমরাও তো বেলুড়ে যাব।'

'তোমরাও বেলুড়ে যাবে ?...বেশ, ভালোই হ'লো। তোমরা ছিলে ব'লেই তো আজ বেঁচে গেনু। পথের সাথীও ভগবান তোমাদেরই জুটিয়ে দিলেন।'

সুভদ্রা নিজের কাঁধের উপর ভব করাইয়া বুড়ীকে লইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। বিজয় যোগমায়াকে লইয়া আগে আগে চলিল।

রেলের দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় যে সকল যাত্রী ছিল তাহাদের মধ্যে দুইজন ছিল সাহেবী পোষাকে এদেশী লোক। তাহারা একটা জানালায় ঝুঁকিয়া পড়িয়া বুড়ীর ব্যাপারটা আগাগোড়া দেখিতেছিল। বুড়ীকে লইয়া সুভদ্রা যখন এই কামরার পাশ দিয়া যাইতেছিল তখন উহাদের একজন আর-একজনকে বলিল—'দেখ্‌চ, মাগীর পায়ের গোদটা—যেন সাতরাগাছির ওল !'

সহযাত্রী নাক সিঁট্‌কাইয়া বলিল—'অ্যাঃ! ভেরী ন্যাষ্টী!' বুড়ীর দুরদৃষ্ট-ক্রমে সত্যই তাহার পায়ে একটা গোদ ছিল। সেই পদরোগের জন্য দুইজন পুরুষ একজন দরিদ্র স্ত্রীলোককে ঠাট্টা ও ঘৃণা করিতে পারে তাহার পরিচয় পাইয়া সুভদ্রার মনে বিরক্তির অবধি রহিল না। যাইতে যাইতে সে বিজয়কে বলিল—'হ্যাঁগা, বিজু-দা, ফাষ্ট্-সেকেণ্ড্ ক্লাশের যাত্রীর সঙ্গে কি বাঁদরও চলে নাকি?—ওপরে চ'ড়ে মাটীর লোককে শুধু দাঁত দেখায়?'

বুড়ীকে লইয়া বিজয়রা কষ্টে-স্বষ্টে একটা গাড়ীতে গিয়া উঠিল। বিসরা-চূণের বস্তা যেমন গরুর গাড়ীতে গাদা করিয়া চালান হয়, রেল-পথের এই তিনের নম্বরের পথিকেরাও সেইরূপ গাদা হইয়া রেলে চালান হইতেছে! বুড়া-বয়সের দোহাই দিয়া বিজয় যোগমায়া ও বুড়ীর জন্য একটু স্থান করিয়া লইল। নিজে সুভদ্রাকে লইয়া এক পাশে দাঁড়াইয়া রহিল।

নিজেরা যে-বেলুড়ে যাইতেছে বুড়ীও সেই স্থানের যাত্রী, শুনিয়া সুভদ্রার মনে অনেকক্ষণ যাবত কৌতূহল হইতেছিল। সে নীচের দিকে ঝুঁকিয়া বুড়ীর মুখের কাছে মুখ নোয়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল—'আপনি তো বেলুড়ে যাবেন বল্‌ছিলেন। সেখানে কি আপনার বাড়ী ?'

'না, বাছা,—আমার বাড়ী এই কল্‌কেতায়ই—উল্টোডিঙ্গি। জামায়ের বাড়ীতে যাচ্ছি; সেখেনে লাতিটার ব্যামো। অনেকদিন শুনেও এপর্য্যন্ত যেতে পারি নি। এই ছেলের টুক্‌রোটাকেই আমার মেয়ের কোলে দিয়ে জামাই মারা যায়। আর সে মেয়েকেও গেল বছর হারিয়েচি। বাছা, আমার বুকভরা দুখ্‌খু—তা কেউকে বলার নয়।'—বলিতে বলিতে বুড়ী আঁচলে বারবার চোক মুছিতে লাগিল।

সুভদ্রার মন সমবেদনায় কাঁদিয়া উঠিতেছিল। সে বিজয়কে বলিল—'বিজু-দা, ব্যামো আর মরণ—

দেখ্‌চি ঘরে-ঘরেই এ দুটো হাঁটু গেড়ে বসেচে। এ দুটোকে কি কেউ দেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে পারে না?'

বিজয় হাসিয়া বলিল—'এ কি কামান-বন্দুকের কাজ রে, পাগ্‌লী? তা হ'লে তো সায়েব-লোগ্‌কা চাচা-ভাইদের কিছু সুবিধেই ছিল—আরো কিছু মোটা মাইনে কুড়োবার! কিন্তু তাতে তো কিছু হবার নয়। ওর জন্যে চাই—হয় তপস্যা, নয় টাকা। তপস্যা ক'রে বুদ্ধদেবই হেরে গ্যাছেন, অন্যে পরে কা কথা! বাকী রইল টাকা। গৌরীসেনের সে টাকারও তো বরাদ্দ হ'য়ে রয়েচে—তিরিশ হাজার পুলিশ পোষার খরচার জন্যে! বিধাতা-পুরুষ ষষ্ঠীপূজোর দিন তো লিখেই দিয়েচেন—"কপালজোড়া বর দিয়ে গেলুম,—ব্যাটারা বেঁচে থাক্ গড়ে ২২ বছর ৭ মাস!"—তা এদেশে—ধর এক ম্যালেরিয়াই—রোজ বার হাজার ভোগ্‌বে না, না, দু হাজার মর্‌বে না?'

সুভদ্রার সঙ্গে বিজয়ের যখন কথাবার্ত্তা চলিতেছিল, তখন যোগমায়াও বুড়ীর সঙ্গে আলাপ জুড়িয়া দিলেন। দুই-এক কথার পর তিনি বুড়ীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'তোমার নাতির তো ব্যামো বল্‌লে। এখন ঘর-সংসার চলে কি ক'রে ?'

বুড়ী বলিল—'ঘর-সংসারই কই, মা, তার আর চল্-অচল্ কি! নিজে কামিখ্যে ম্যালেরীতে প'ড়ে রয়েচে, এক-রকম ঘটীবাটী বেচেই অষুদ-পত্তর চলেচে এতদিন। তা-ও তো এখন চলে না। তাই ভেবে তো আরো কেঁদে মরি। আমি শুকী-দুখ্‌খী মানুষ—কি-ই বা আমি কর্‌ব !'

'হ্যাঁ, তা তো বটেই। আর এ তো শুধু টাকা-পয়সার করাকরি নয়, গতরের করাও যে চাই! টাকা হ'লেই বা ক'রে দেয় কে!'

আছে—এক রত্তি একটা বৌ। চোক-বোজার আগে গেল বছরই মা ঘরে রেখে গ্যাছে। কামিখ্যে

নিজেই তো ছেলেমানুষ, তারই তো বৌ! সে কি সংসার আগ্‌লাবার মানুষ, না গিন্নিবান্নি হওয়ার যুগ্যি! বয়স তো এই বারো-তেরো। তবে কিনা জানা-শুনা ঘরের মেয়ে, আর নিজেও বড়ই নক্ষী; তাই উপোষ ক'রেও মাটী কাম্‌ড়ে প'ড়ে রয়েচে শ্বশুর-শাশুড়ীর ভিটেয়! নইলে, সে সোয়ামীর বোঝেই বা কি! আমাদের জাতের মধ্যে দুখ্‌খ্‌-কষ্ট পেলে অমন বয়সের বৌ শ্বশুর-বাড়ীমুখো হ'তেই চায় না। জানেন, মা, আমরা তাঁতী।'

জাতির কথা বলিয়াই বুড়ীর মনে পড়িল, কথায় কথায় সে নিজের কথাই বলিয়া যাইতেছে; যাঁহারা তাহাকে আজ বাঁচাইয়া আনিয়াছেন তাঁহাদের পরিচয় তো সে কিছুই লয় নাই। তাই সেই ভুল শোধ্‌রাইবার জন্য সে জিজ্ঞাসা করিল—'আর, আপনারা?'

যোগমায়া হাসিয়া বলিলেন—'আমরা কি জাত, তাই সুধোচ্ছ? তা, বাছা, জাত দিয়ে আর কি হবে! মনে কর আমি তোমারই এক দিদি।'

যোগমায়ার কথা শুনিয়া বুড়ী বিস্ময়ে ক্ষণকাল তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর চোক মুছিতে মুছিতে বলিল—'আচ্ছা, দিদি, তাই তবে।...... আর, আমাকেও যদি আপনি কিছু ব'লে ডাক্‌তে চান তো বলুন্ সুখোর মা।—যে শত্তুর এ বুকে শেল দিয়ে গ্যাচে তারই নাম ছিল সুখদা।'

বিষের হাওয়া

— ৯ —

ট্যাব্লোর জোগাড়-যন্ত্র করিতে রিং, রাব্ ও জুসি উঠিয়া-পড়িয়া লাগিল। রাব্ হাবড়া হইতে দুই বেলায়ই আসে. রিং ও জুসির সঙ্গে চা-সিগার খায়, তারপর রিহার্শেল দিতে ও ষ্টেজ্ সম্বন্ধে যুক্তি-পরামর্শ করিতে থাকে।

লটারীতে রিং-এর ভাগ্যেই অ্যাডামের নাম উঠিয়াছে। রাব্ নিজে কিছু সাজিতে রাজী ছিল না। কিন্তু জুসি হাসিতে হাসিতে বলিল—'আসল ঘটনাটাকে একটু বদ্‌লাতে হবে, আর সাপের বদলে সয়তানকে রাজপুত্র সাজিয়ে তার হাত হ'তেই আপেল নিতে হবে; সেই সময় ঈভ্‌ও কিন্তু

সয়তানকে মনের মত একটা জিনিস দেবে !' মনের মত জিনিসটা কি—খুলিয়া না বলিলেও, কথার সঙ্গে সঙ্গে জুসি যখন বাম হাতের দুইটা আঙ্গুলে নিজের ঠোঁট-দুইখানি উঁচু করিয়া আধফুটন্ত গোলাপ-কলির মত একটুখানি মেলিয়া ধরিল, তখন আর রাবের কোনো আপত্তি রহিল না। এই সূত্রে ট্যাগ্নোতে আসল ঘটনাটী বদলাইবার ব্যবস্থাও হইয়া রহিল।

পূর্ব্ব হইতেই বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি আরম্ভ হইল। অলি-গলি সদর রাস্তার উভয় পার্শ্বে দুই রকমের প্লাকার্ড্ দেওয়া হইল। উহার একটীতে বড় বড় হরপে ছাপা—

রূপসী যুবতীর নগ্ন দেহ !

তাহার সঙ্গে ঝলক-নৃত্য !!

লীলাক্ষেত্র লিলুয়ায় !!!

তাহার সঙ্গে ট্যাগ্নোর ছোটখাট একটু বর্ণনা, টিকিটের মূল্য ও প্ল্যান্ দেখিবার স্থানের নামও দেওয়া হইল। অন্য প্লাকার্ড্খানি আগাগোড়া

রেখা-চিত্রে। একটী পেখম-ধরা ময়ূরের নৃত্যে কলার বিকাশ এবং একটী আধফুটন্ত পদ্মকলির উপর দুইটী রঙীন প্রজাপতির মুখ-শোঁকাশুঁকির দৃশ্যে সৌন্দর্য্যের সুষমা প্রদর্শিত হইল।

লিলুয়ায় ওয়ার্ক্-শপের পাশে ষ্টেজ্ তৈয়ার করা হইল। দৃশ্যপটাদির ব্যবস্থার জন্য বোম্বাইয়ের এক ব্যবসাদারী থিয়েটার হইতে এক ওস্তাদ আনা হইল। সে রিং-এর বন্ধু; তাহার নাম বিল্।

টিকেট-বিক্রয়ের সময় প্রশ্ন উঠিল—নেটিভ্‌কে ট্যাব্লো দেখিতে দেওয়া হইবে কিনা। রিং-এর মতে দেওয়া উচিত নহে। রাব্ হাসিয়া বলিল—'রিং-এর বাপ-দাদা এদেশেই জন্মেছে; তবু সে যখন এর বিরুদ্ধে, তখন আমার বলার কিছুই নেই। তবে টাফ্-ক্লাবের মেম্বার যাঁরা এদেশী লোক আছেন তাঁদের তো বাদ দেওয়া চল্‌বে না।'

জুসি বলিল—'হ্যাঁ সে কথা ঠিক। আর, রিং, তুমি

আপত্তি কর্‌চ বটে, কিন্তু বল দেখি, বাবাকে কি বাদ দেওয়া ভালো হবে ? তাঁকে তো আমাদের নেমন্তন্নোও করা উচিত। হাজার হোক্, আমার আপন বাবার মত সে-ও তো আমার মায়ের বর ছিল একদিন।'

তর্ক-বিতর্কের পর স্থির হইল, শতকরা তিনখানা টিকেটের বেশি নেটিভ্‌দের কাছে বিক্রয় করা হইবে না। তাহাও টার্ফ্‌-ক্লাবের মেম্বারদের মারফত বেচিতে হইবে, কিন্তু ধুতি-চাদর-পরা দর্শকের জন্য নহে।

দুই দিনেই হু হু করিয়া সমস্ত টিকেট বিক্রয় হইয়া গেল। যাহারা শেষে আসিয়া হতাশ হইল তাহাদের জন্য আবার আগেকার মত দুই রকমের প্লাকার্ড্‌ ছাপানো হইল। উহার একখানিতে লেখা—'হতাশ হইবেন না। ট্যাব্লো ও ঝলক-নৃত্য আরো দুই দিন চলিবে।' আর চিত্রের প্লাকার্ডে দেখানো হইল—চাঁদের মধ্য হইতে দুইটী নীল পাখী ঠোঁট বাহির করিয়া একটা আপেলের উপর ঠোকর মারিতেছে। আপেলটা

ট্যাব্লোর এবং নীল পাখী-দুইটী চাঁদ্‌নী রাত্রের নিদর্শক।

টিকেট-কেনায় হরিবিলাসের গরজ না দেখিয়া জুসি বলিল—'ছাখো, তোমাদের একজনের গিয়ে বাবাকে একবার বলা উচিত। পয়সা দিয়ে টিকেট না কেনেন তো একটা কম্‌প্লিমেণ্টারী পাসই নয় দেওয়া যাবে। এত শ্রম-যত্ন ক'রে ট্যাব্লোটা করা যাবে, আর তা বাবাকে দেখাতে পার্‌ব না,—এটা কিন্তু ভালো লাগচে না।'

রিং বলিল—'কাজ করি অধীনে, সে আলাদা কথা। কিন্তু কোনো-কিছু নিয়ে আমি যাকে-তাকে খোসামোদ কর্‌তে পারি না।'

জুসি রাবের কাঁধে হাত দিয়া বলিল—'রাব্, তুমিই নয় একবার বাবাকে বল।'

রাব্ হরিবিলাসের নিকট গিয়া প্রস্তাব করিল—'মিষ্টার ব্লিস্, এই...এখানে এমন একটা তোফা কাণ্ড হ'তে যাচ্ছে, আপনি তার টিকেট কিন্‌লেন না?'

হরিবিলাস একটু নড়িয়া-চড়িয়া বসিয়া ভ্রূকুটী করিয়া রাবের মুখের দিকে চাহিল। তারপর বলিল—'কি বল্‌চেন আপনি?...একটা তোফা কাণ্ড! অমন বিশ্রী কাণ্ডকে বল্‌চেন তাই? আর তাই দেখতে ......যাব আমি?'

রাব্‌ আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—'বিশ্রী কাণ্ড! বলেন কি আপনি! শুধু বিজ্ঞাপন দেখেই লোক পাঁই পাঁই করে ছুটে আস্‌চে টিকেট কিন্‌তে, আর আপনি বল্‌চেন—বিশ্রী!.....কেন, এর বিশ্রীটা কোথায়, বলুন?'

এই ব্যাপার লইয়া হরিবিলাসের আলোচনার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু কথাটা যখন উঠিল তখন সে-ও চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। একটু উত্তেজিত-ভাবেই সে বলিয়া উঠিল—'বিশ্রী না তো এর সুশ্রীটা কোথায়? একটা যুবতীর নগ্নতাকে দেখাতে চান আপনারা এক-ঘর পুরুষের চোকের সাম্‌নে, তাই-ই ঢাক-ঢোল পিটিয়ে জাহির কর্‌চেন? আর সেই যুবতী,—আমার ঘরেরই

মেয়ে,—নিজের ঔরসজাত না হোক্, ধর্ম্মত তো বটে! জুসিকে নিয়ে এমন কাজ কর্‌বার আগে আপনারা আমাকে একটীবার জিজ্ঞাসাটাও কর্‌তে পার্‌লেন না!'

রাব্ বলিল—'ও মিষ্টার ব্লিস্! আপনার দেখ্‌চি এতদিন আমেরিকায় থেকেও গেঁয়ো মত মোটেই বদলায়নি! আপনি আর্টের ওপরেও রুচির স্থান দিতে চান! শুধু আপনাকে বল্‌চি না, আপনাদের দেশের অনেকেরই দেখি এই রকম উদ্ভট মত! আপনি ভুলে যাচ্ছেন, জুসির বয়স এখনও উনিশ বিশ বছরের বেশি নয়,—ঐ বয়সের খুকুমণিরা যা করে তা আর্ট্ ব'লেই তো মান্‌তে হয়; তার মধ্যে রুচি আর অরুচি কি?—যেমন বাপ-মা'র কাছে ছেলে ল্যাংটো হ'য়ে নাচে...'

হরিবিলাসের আর শুনিবার ধৈর্য্য রহিল না; সে ব্যস্ত হইয়া বলিল—'আমাকে মাপ কর্‌বেন—এ-সব বিষয়ের আলোচনায় আমরা একমত হব না; আর আলোচনা না হ'লেই ভালো হয়।'

রাব্ দুঃখিত হইয়া চলিয়া গেল। তাহার মুখে সমস্ত কথা শুনিয়া রিং বলিল—'ঐ জন্যেই তো এদের মত লোকের সঙ্গে আমাদের বনে না।'

জুসি একটু বিমর্ষ হইয়া বলিল—'বাবা এলে হ'তো ভালো। কিন্তু না এলে আর উপায় কি!'

— ১০ —

রেলগাড়ী লিলুয়ায় থামিলে যাত্রীদের মধ্যে কেহ কেহ সেখানে নামিয়া গেল। একটু স্থান পাইয়া বিজয় সুভদ্রাকে যোগমায়ার পাশে বসাইয়া দিল।

সুখোর মা গাড়ীর জানালা দিয়া চাহিয়া বলিল—'গাড়ী বুঝি নেলোয় এল। এইখানেই কামিখ্যে কাজ করে।'

লিলুয়ার নাম শুনিয়া যোগমায়া ও সুভদ্রার দৃষ্টি একসঙ্গে বাহিরের দিকে পড়িল।

সুভদ্রা বিজয়কে জিজ্ঞাসা করিল—'বিজু-দা, এই লিলুয়া?'

'হ্যাঁ। আর ঐ যে ওদিকে লম্বা লম্বা ঘর দেখ্‌চ না, ঐ হ'লো কারখানা। ওর খানিকটে পেছনে হরি-দা'র কুঠী।'

সুখোর মা বলিল—'কারখানা আমিও চিনি। এইয়েছিনু একবার কামিখ্যের সঙ্গে। কামিখ্যে কারখানারই মিস্তিরী কিনা।'

সুভদ্রা সুখোর মা'কে জিজ্ঞাসা করিল—'কামেখ্যা কে? আপনার নাতি নাকি?'

'হ্যাঁ। তারই তো ব্যামো।'

কামাখ্যা লিলুয়ায়ই কাজ করে, আর কাজও করে কারখানায়, শুনিয়া যোগমায়ার কৌতূহল হইল। তিনি বলিলেন—'তোমার নাতি কারখানারই মিস্ত্রী? আমারও এক ভাই-পো সেখানে কাজ করে।'

'আপনারও এক ভাই-পো সেখানের মিস্তিরী, দিদি? তা হ'লে নিশ্চয়ই কামিখ্যে তাকে চেনে।

কি তেনার নাম, বলুন দেখি,—আমি কামিখোকে জিজ্ঞেস কর্‌ব।'

'নাম বল্‌লে চেনে কি না চেনে, তার চেয়ে তোমার নাতির সঙ্গে একবার দেখা হ'লে মন্দ হ'ত না।' যোগমায়া ভাবিয়াছিলেন, যে-পর্য্যন্ত হরিবিলাসের দেখা না পান, কামাখ্যার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিয়াও অন্ততঃ তাহার খবর-বার্ত্তাটাও জানিতে পারিবেন।

সুখোর মা বলিল—'সে আর বেশি কি, দিদি। আপনারা আজ আমার জন্যে যা করেচেন তাতে বুকে হাঁটিয়ে নিতে হ'লেও কামিখোকে আপনাদের কাছে নিয়ে যাব। বেলুড়ে কোথায় আপনাদের বাড়ী, বলুন তো?'

'বেলুড়ে আমাদের বাড়ী নয়, আমরা সেখানে যাচ্ছি এক আত্মীয়ের বাড়ী।' শোভার স্বামীর নামটা যোগমায়ার ঠিক মনে পড়িতেছিল না, তাই তিনি দুই-একবার 'শোভার স্বামী'......'শোভার স্বামী'

বলিয়া সুভদ্রার দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন —'কি রে, ভদ্রা, নামটা ? বল্ তো, শোভার স্বামীর নাম ?'

সুভদ্রা বলিল—'কেদারবাবু।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, কেদার'—যোগমায়া সুখোর মা'র দিকে ফিরিয়া বলিলেন—'শুন্‌লে তো ?—কেদারবাবু।'

'অ্যাঁ ! কেদারবাবু !...শোভা-ঠাক্‌রুণের সোয়ামী ! খাটো বেঁটে লোকটা, একটু গোলগাল চেহারা ? মুখে দাড়ি আছে ?—সেই কেদারবাবুর কথা বল্‌চেন তো ?'

'হ্যাঁ, কেদার একটু মোটাই বটে।'

'বাড়ীর দরজায় একটা মঠ আছে ?

'এদানীং হয়েচে শুনেচি।'

'ছেলেমেয়ে তেনার অনেকগুলি,—না ?'

'অনেক আর কি !—এই পাঁচ-সাতটি ছেলে-মেয়ে।'

সুখোর মা'র মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল।—'তবে আর দিদি বুকে-হাঁটাহাঁটির ভয় নেই—

কামিখ্যের বাড়ী কেদার বাবুর বাড়ীর ঠিক পেছনেই। সময়-অসময় কামিখ্যেকে তো গিন্নি-দিদিই দেখেন। আপনারা কেদারবাবুর আপনার নোক,—এতক্ষণ জানিই না!......হ্যাঁ, দিদি, আমিও তো তাই ভাবি, এত নোক ইস্টিশানে থাক্‌তে আপনারাই কেন এই বুড়ীটাকে বাঁচিয়ে তুল্‌লেন! ভগবানের নীলে! আমি আপনাদের পায়ের যুগ্যি নোক, আপনারা পায়ে রাখ্‌বেন না তো রাখ্‌বে কে?......কিন্তু, দিদি, আমার বড় ঘাট হ'লো যে! আপনারা মাথার ওপরের ঠাকুর, কোথায় আমি আপনাদের পায়ের তলায় বস্‌ব,—তা না বসেচি একেবারে গা ঘেঁসে!'—বলিয়াই সুখোর মা সসঙ্কোচে বেঞ্চি হইতে নামিয়া নীচে বসিতে গেল।

যোগমায়া তাহার হাত ধরিয়া উঠাইয়া বলিলেন —'না না, বোন, তুমি নীচে বস্‌তে যাবে কেন? এই একটু আগেই না ঠিক হ'লো আমি তোমার দিদি?' যোগমায়ার মনে তখন জাগিতেছিল—সুভদ্রার সেই

কথাটা, যাহা তিনি কাল রাত্রে শুনিয়াছিলেন—'প্রাণের টান কি জাত-ধর্ম্ম বিচার ক'রে চালাতে হবে, মা? তা হ'লে তোমাকেও তো রহিম-মিঞার কবিলার সংস্রবও ছাড়্‌তে হয়!' যোগমায়া বুঝিলেন—কথাটা সত্যই।

— ১১ —

ট্যাব্লোর রিহার্শেলে গোড়ায় রিং-এর উৎসাহের বিরাম ছিল না। কিন্তু আপেল দেওয়ার দৃশ্যে সয়তানের সঙ্গে ঈভের যে-লীলা-খেলার সংযোগ হইয়াছিল তাহা অশাস্ত্রীয় তো বটেই, অনাবশ্যক বলিয়াও তাহার মনে হইতে লাগিল। তার উপর সমগ্র ট্যাব্লোটীর বাহবা-স্থল হইয়া পড়িল এই দৃশ্যটাই এবং সঙ্গে সঙ্গে অ্যাডাম্ হইয়া পড়িল বাজে মার্কা। রিং-এর মনে হইল—ইহা যেন রাব্‌কেই উঁচু করিয়া দেওয়ার কৌশল মাত্র এবং এই কৌশলের যুক্তি-পরামর্শে জুসিরই আগ্রহ বেশি ছিল।

মনে মনে বিচার যতই চলিল, ততই ইহার যুক্তি-বত্তা রিং-এর হৃদয়ঙ্গম হইতে লাগিল। তাই হিংস্র পশুর দৃষ্টি দিয়া বিশেষভাবে সে চাহিয়া থাকিত রাব্ ও জুসির অধরের দিকে, যখন এই দৃশ্যটার রিহার্শেল চলিত। তখন তাহার মনে হইত -চুম্বন করিতে গিয়া জুসির ঠোঁট-দুইখানি যেন আগেই ফাঁক হইয়া রাবের ঠোঁট জড়াইয়া ধরে এবং রাব্‌ও যেন সেই সুযোগে বাহুর সমস্ত শক্তি দিয়া টানিয়া লইয়া জুসির সমস্ত অঙ্গে অঙ্গ-স্পর্শ করে।

রিহার্শেলের সময় দিনের পর দিন এই ঘটনা দেখিয়া তাহার রোমাঞ্চ হইতে থাকিত এবং অন্তরে ঈর্ষ্যার আগুন জ্বলিয়া উঠিত।

ভাবিয়া-চিন্তিয়া অভিনয়ের পূর্ব্বদিন রিং প্রস্তাব করিল—অ্যাডাম্-ঈভের ঘর-করনার একটা দৃশ্য দেখাইলেও ভাল হয়।

রাব্ ও জুসি উভয়েই এই প্রস্তাব শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল।

৬

রাব্ বলিল—'এখন আবার একটা বেশি-কিছু করার সময় কই? আর, একঘেয়ে ঘর-কন্নার ব্যাপার দেখিয়েই বা এমন কি-একটা নতুনত্ব হবে?'

রিং মুখে বলিল—'একটা স্বাভাবিক ঘটনা থাক্‌ল—এই আর কি।' আসলে কিন্তু তাহার মনে হইয়াছিল—রাবের ন্যায় সে-ই বা কেন ঐ রকম লীলা-খেলার সঙ্গী হইবে না!

জুসি ও রাব্ উভয়েরই মতে রিং-এর প্রস্তাব না-মঞ্জুর হইল। রাবের মতে জুসিরও মত দেখিয়া রিং-এর মনে ঈর্ষ্যার আগুন বাড়িয়া উঠিল। সে বলিল—'বেশ, এটা যদি না চলে, তা হ'লে আর-একটা কাজও তো করা যেতে পারে।'

রাব্ বলিল—'কি?'

'আপেল দেওয়ার দৃশ্যটাকে একটু বদ্‌লে দেওয়া যাক্।'

'কি রকম?'

'আপেল পেয়েই অ্যাডাম্ আর ঈভের মধ্যে কাড়াকাড়ি লেগে যাবে। সেই ফাঁকে সয়তান স'রে পড়্বে। নইলে, স্বামীর সাম্নে ঈভ্ ঢলাঢলি করবে সয়তানের সঙ্গে, এটা যেন বেখাপ্পা দেখায়। আর, যতটা পারা যায় বাইবেলের সঙ্গে মিল রাখাও তো ভালো—অশাস্তরে ব্যাপার ব'লে নয় কথা উঠ্তেও পারে।'

রিং-এর মতলব ছিল—চোকের সাম্নে রাব্ ও জুসির লীলা-খেলা যতটা না চলে ততই ভাল; এবং সেই জন্যই সে বাইবেলখানাকে মাঝে টানিয়া আনিয়া উভয়ের মধ্যে ব্যবধানের প্রাচীর গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু সেই বাইবেলের নাম শুনিয়াই রাব্ চটিয়া উঠিল। সে বলিল—'এই সব আমোদ-প্রমোদের ব্যাপারেও অক্ষরে অক্ষরে বাইবেল মান্‌তে গেলে চলে না। বাইবেল-মাফিক খৃষ্টানীপণা তো আমাদের অস্থিমজ্জায়ই সাড়া দিচ্ছে কিনা! মুখে

শাস্ত্রের গৎ আওড়াই—"এ-গালে চড় মারলে ও-গাল ফিরিয়ে দাও ;" আর কাজের বেলা চড় না খেয়েও দি ক'ষে দু'-দু' লাথি !'

জুসি রিং ও রাবের মাঝে পড়িয়া বলিল—'যাক্ যাক্, ও-সব কথা তুলে লাভ কি ! আমি সোজা বুঝি—দিল্ চায় যা তাই কর। ধর্ম্মাধর্ম্ম তোলা থাক্ পাদ্রীর জন্যে গির্জ্জার বেদীতে।'

ইহার পর ঠিক হইল আর-কিছু অদল-বদলের প্রয়োজন নাই। আর তাহার সময়ই বা কই ? যেমন ব্যবস্থা হইয়াছে তেমনি কাজ হইবে।

... ...

রাব্ হাবড়ায় চলিয়া যাওয়ার পর জুসি বলিল—'ছিঃ ছিঃ, রিং, কি পাগলামোটাই করছিলে তুমি এতক্ষণ, বল তো। ঐ দু'-একটা ছোট জিনিসের ওপর তোমার এত হিংসুটে দৃষ্টি !' বলিয়াই সে উজ্জ্বল দৃষ্টিতে রিং-এর মুখের পানে চাহিল। সে দৃষ্টি যেন মুখ নাড়িয়া

কথা বলিয়া উঠিল—‘কেন এ ঈর্ষ্যা, রিং? মিথ্যা অভিনয়ে কেন অমন ভুল বুঝ্‌চ তুমি?—আসলে তো আমি তোমারই।’

— ১২ —

যোগমায়া ও সুভদ্রাকে বেলুড়ে পঁহুছাইয়া দিয়া বিজয় আপিসে ফিরিয়া গেল। ঠিক হইল, সন্ধ্যার পর সে হরিবিলাসের কাছে যাইবে এবং তাহার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিয়া পরদিন সকালে দেখা-সাক্ষাতের ব্যবস্থা করিবে।

যোগমায়া ও সুভদ্রাকে দেখিয়া শোভার আনন্দের সীমা রহিল না। সে কোলের ছেলেটাকে মাটীতে ফেলিয়া তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া যোগমায়াকে প্রণাম করিল। যোগমায়া আশীর্ব্বাদ করিলেন—'জন্ম-এ'স্ত্রী হও, মা! রাজ্যেশ্বরী হও! সাবিত্রীর মত যেন এক শো ছেলে কোলে পাও!'

শোভা হাসিয়া বলিল—'আপনার আশীর্ব্বাদ মাথা পেতে নি, পিসিমা,—প্রথম দুটোই যথেষ্ট, শেষেরটী আর করবেন না।'

যোগমায়া উদ্‌গ্রীব হইয়া বলিলেন—'কেন, কেন, —কি হয়েচে?'

তিন-চারিটী ছোট ছোট ছেলেমেয়ে আসিয়া শোভাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। শোভা ডান হাতে সুভদ্রার হাত ধরিয়াছিল, বাম হাতে সেই ছেলেমেয়ে-দিগকে দেখাইয়া দিয়া বলিল—'এই দেখ্‌চেনই তো—মা-ষষ্ঠীর দয়ার অভাব হয় নাই। একলা মানুষ, এদেরই দিকে দিষ্টি দিতে পারি না। আশীর্ব্বাদ করুন, যাদের পেয়েচি এরাই বেঁচে থাক্।'

'ষাট্! ষাট্! মা-ষষ্ঠীর আরো দয়া হোক্—ছেলে-পিলেয় তোমার ঘর-সংসার ভ'রে উঠ্‌ক্! কত তপস্যা ক'রে লোকে একটা ছেলে পায় না—এ কি ক্ষেমা-ঘেন্নার জিনিস! কেমন রে, খুকী?'—যোগমায়া সম্মুখের

একটী মেয়েকে কোলে টানিয়া লইয়া বলিলেন—'তোমরা ঘর-ভরা ভাইবোন চাও না ?'

যে-খুকীটীকে লক্ষ্য করিয়া এই প্রশ্ন হইল তাহার বয়স দুই-তিন বৎসর হইবে। সে জবাব দিল—'বাই বলো দুত্‌তু, মা'ল দুদু ছ্যায় না।' শোভা মাটীতে যে-ছেলেটীকে ফেলিয়া আসিয়াছিল তাহার দিকে চাহিয়াই খুকী এই কথা বলিল।

শোভা হাসিয়া বলিল—'বেশ সাক্ষী মেনেচেন, পিসিমা, এই বুলীটাকে!—ও তো ঐ হিংসেয়ই বাঁচে না!'

খুকীর কথা শুনিয়া যোগমায়া ও সুভদ্রার দৃষ্টি ছেলেটীর দিকে পড়িল। সে মাটীতে উপুড় হইয়া হাত-পা ছুঁড়িয়া খেলিতেছিল। সুভদ্রা শোভার হাত ছাড়াইয়া 'আহা রে!'—বলিয়া ছুটিয়া গিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল, এবং তাহার গাল-দুইটীতে চুমা খাইতে খাইতে বলিল—'খোকন-বাবু, তোমাকে দুষ্টু

বল্‌চে তোমার দিদিমণি, তাকে দুধ খেতে দাও না ব'লে। তুমি বল—"বড় হ'য়ে আমি জজ হব, তখন দেখে নিস্ তোর শ্বশুর-বাড়ীতে ক'টা গাই পাঠিয়ে দি—তোর ছেলেমেয়েকে যত পারিস্ দুধ খাওয়াবি।"'

যোগমায়া ছেলেমেয়েদের জন্য পুতুল কিনিয়া আনিয়াছিলেন। তাহার এক-একটা এক-এক জনের হাতে দিলেন এবং সকলকে চুমা দিতে দিতে বলিলেন—'লক্ষ্মী-সোনারা, সব ভাইবোন একত্তর হ'য়ে এই নিয়ে খেলো।' হাতে দুইটা খেল্‌না-মোটর ছিল, তাহা শোভার হাতে দিয়া বলিলেন—'এ দু'টো বড়-খোকাদের।...... তারা কই?......তাদের বাপ তো বুঝি আপিসে?'

শোভা শেষের প্রশ্নের উত্তর আগে দিল—'হ্যাঁ।' আর আগেরটার জবাবে বলিল—'টুনু আর টেবু ইস্কুলে গ্যাছে।'

সুভদ্রা বলিল—'বড়-খোকারা ইস্কুলে পড়ে? বেশ, বেশ তো, শোভা-দি! কতটুকু দেখেছি, এখন এত বড়ই

হয়েচে--অ্যাঁ! ইস্কুলে যায়?' কোলের খোকাকে নাচাইতে নাচাইতে সুভদ্রা কথা শেষ করিল—'খোকনবাবু, তুমিও কবে ইস্কুলে যাবে? প'ড়ে-শুনে দাদাদের মত জজ হবে, না, মাজেষ্টর হবে? তুমি হবে মাজেষ্টর। শোভা দি, ঠিক দেখে নিয়ো,' এ ছেলে তোমার জেলার হাকিম হবেই।'

শোভা বলিল—'সুভা, তুই আমার সব ছেলেকেই তো জজ-মাজেষ্টর ক'রে দিলি। এখন চল্, বস্‌বি,—জজ-মাজেষ্টরের মায়ের বাড়ী এসে কি এ-ভাবে দাঁড়িয়েই থাক্‌তে হয় নাকি?......পিসিমা, চলুন ঘরের ভেতর।'

অনেক দিন বাদে পিসিমা ও সুভার সঙ্গে দেখা হওয়ায় শোভা খুবই খুশী হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহাদের হঠাৎ আসিবার কারণ কি, তাহা জানিবার জন্যও তাহার মন উৎসুক হইয়া উঠিল। বিজয় ইহাদিগকে পঁহুছাইয়া দিয়াই চলিয়া গিয়াছে। তাহার নিকট কিছুই

জিজ্ঞাসাবাদের সুবিধা হয় নাই। তাই শোভা খানিকক্ষণ নিষ্ফল উৎকণ্ঠায় কাটাইয়া পরে নিজেই জিজ্ঞাসা করিল—'তারপর,...পিসিমা, হঠাৎ এদিকে? আর সুভাকেও সঙ্গে ক'রে? এমন ভাগ্যি আজ আমার হবে, এ তো স্বপ্নেও ভাবিনি!'

সুভদ্রা বলিল—'কেন, শোভা-দি, বিজু-দা'র কাছে শোননি?'

'না, সে আর দাঁড়ালো কই? আর এলও তো এই মাসখানেক পরে।'

যোগমায়া বলিলেন—'তাই তো! তোমার সঙ্গে তার কোনো কথাই হয়নি, এ তো জানতুম না। আমি ভেবে-ছিলুম তোমার সঙ্গেই যুক্তি ক'রে সব ঠিক হয়েচে।'

শোভা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে যোগমায়ার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল।

সুভদ্রা বলিল—'হরি-দা লিলুয়ায় আছে, এ কথা শোননি তুমি, শোভা-দি?'

শোভা বিস্মিত হইয়া বলিল—'না। হ'রে এল কবে?......সে যে বিলেত থেকে এয়েচে তা-ও তো জানি না।'

যোগমায়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন—'তাই তো নিজেরাই এলুম তার মুখখানা একবার দেখ্‌তে। আর বিজয়ও যুক্তি দিল তোমার বাড়ীতে এলেই দেখার সুবিধে হবে। জান তো, মা, শুধু পেটেই ধরিনি,—নইলে, ভদ্রাও যে সে-ও তাই। তাকে দেখার জন্যে আমি আগুনেও ঝাঁপ দিতে ভয় করি না।' বলিতে বলিতে যোগমায়ার চোক জলে ভরিয়া গেল। তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া শোভারও চোক ছল ছল করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ কাহারও মুখে কোনো কথা ফুটিল না। পরে সকলের আগে শোভা বলিল—'তবেই তো দেখুন, পিসিমা, আশীর্ব্বাদ যখন কর্‌ছিলেন তখন কি বল্‌ছিলুম। আমরাও তো জানি, আর দেখেচিও বরাবর—হ'রে

আপনার কে! সেই হ'রেকেই দেখ্তে আপনি বুড়ো-মানুষ ছুটে এলেন, আর সে দেশে ফিরেও চুপ ক'রে ব'সে রইল লিলুয়ায়!......ছেলে, না, কুপুষ্যি, যদি সেই ছেলে মায়াই না রাখ্লে! সেই কুপুষ্যি যত না বাড়ে ততই ভালো। তাই কাউকে আশীর্ব্বাদ করবেন না—যেন বেশি সন্তান হয়।'

'সব সন্তানই কি সমান, মা, না, বেশি সন্তান হ'লেই কুপুষ্যি বাড়ে? কারুর একটা সন্তানেই জ্বালাতন, কারুর দশটাতেও হাঁ হুঁ নেই। বিজয়ের মত সন্তানও তো আছে। সেই বিজয়েরই বোন তুমি। তোমার ছেলেরা হবে মামার মত। আমি আগেও যে আশীর্ব্বাদ করেচি এখনও তা-ই কর্চি—ধনেপুত্রে তুমি লক্ষ্মীমন্ত হও।'

শোভা একটু হাসিয়া বলিল—'আপনার আশীর্ব্বাদে এক খোকাই নয় তার মামার মত হ'লো। কিন্তু এরা তো পাঁচটা। এক মামা পাঁচ ভাগ্নের কপাল ফলাতে

গেলে কোনো ভাগ্নের ভাগেই যে পুরো মামাটী পড়্‌বে না! আর ঐটেই তো সব কথা হ'লো না। অনেক ছেলেমেয়ের যে ঝামেলা, তা থেকে যত রেহাই মেলে ততই ভালো!'

যোগমায়া 'আহা' 'আহা' করিয়া বলিলেন—'এ কি কথা বল্‌চ, মা? ছেলেমেয়ে নিয়ে যদি কারও কপালে ঝঞ্ঝাট থাকে, তা কি খণ্ডাবে মানুষে? এ যে নাস্তিকের মত কথা হ'লো!'

'কিন্তু ঝামেলা যাতে না বাড়ে, তারই আশীর্ব্বাদ তো তবে ভালো। ধরুন, গাঁজার কথা...'

যোগমায়া বাধা দিয়া বলিলেন—'ছেলেদের খিজমৎ করতে হয় ব'লেই না এই কথা বল্‌চ তুমি আজ। কিন্তু এটা কি তোমার মনের কথা? দেখ, মা, আমাদের বাড়ীতে একটা কুকুরের তিন-চারটা ছানা হয়েছিল—একসঙ্গে; খিদের সময় ছানাগুলো কাছে গেলে মা খেঁই খেঁই ক'রে কামড়াতে যেত; কিন্তু যেই নিজের

পেট ভ'রে যেত অম্‌নি ছুট্‌ত ছানাগুলোকে দুধ দিতে; এমন কি, নিজের পেটের ভাত বমী ক'রেও তাদের খেতে দিত। আমাদেরও সেই রকম দশা। পাঁচ রকম কাজের হিল্লেয় প'ড়ে ভাবি—ছেলেমেয়ে অনেক-গুলো হ'য়ে গ্যাছে, আর চাইনে। কিন্তু সেই সঙ্গেই বাঁজা ভাবে—সে যদি কোলে একটা খোকা পেত! যার ছেলের পর ছেলেই হচ্ছে সে ভাবে একটা মেয়ের কথা; আর যার মেয়েতেই সংসার ভ'রে উঠেচে তার সাধ—একটা ছেলে হোক্! এ তো কপালের কথা—যে পেটে ধরে তারও কপাল, যারা পেটে আসে তাদেরও কপাল।'

'কপাল বলুন মা'র।'

'না, উভয়েরই। কর্ম্মের ফল ভুগ্‌তে তো হবেই। মা যে কর্ম্ম করে এসেচে তার ফলে—ঐ যা বলেচ—ঝামেলা; আর ছেলেমেয়ে যে কর্ম্ম করেচে তার ফলে তাদেরও সেই ঘরেই দলে দলে আসা। সে কর্ম্মের

ভোগ জোর ক'রে ঘোচাতে চাও, মানুষ হ'য়ে একজন্মেই নয় হ'লো। ফিরে-জন্মে কুকুর হ'য়ে একসঙ্গে তিন-চারটীর মা হ'তে হবে না, কে বল্‌তে পারে? আবার দেখ, সেই কুকুরের মাঝেও তফাৎ কত! বিলিতী কুকুর হ'লে কোলে চড়্‌তে পায়, দিশী কুকুর খায় লাথি-ঝাঁটা! পেটে না ধর্‌লেই যে ভোগের শেষ হ'লো তাই-বা বলে কে? আমি তো হ'রেকে পেটে ধরিনি, আমার ভোগ কার চেয়ে কম? একজনের ছেলেমেয়ের অভাব নেই, কিন্তু ভোগ হচ্ছে টাকা-পয়সার টানাটানিতে; আবার কেউ ঘর-ভরা খোকাখুকীই চায়, তার ভোগ হচ্ছে শোকে। মানুষ গায়ের জোরে বা কথার জোরে তা কি কমাতে বাড়াতে পারে, মা?'

'পিসিমা, আপনার ভগবানে ভক্তি আছে, বিশ্বাস আছে, এ সব আপনি মান্‌তে পার্‌চেন। কিন্তু আমাদের সে ভক্তিও নেই, সে বিশ্বাসও নেই, কাজেই আমাদের মন মানে না।'

'মন মানে ঠিকই, তবে মনের সঙ্গে কথাকে মিলিয়ে নেওয়া চাই। নইলে, এদিকে বল্‌চি ছেলেপিলের ঝামেলা, ওদিকে ভাব্‌চি বিধবার বে দেওয়ার কথা, —এ দুটোর মধ্যে মিল কোথায়?'

তর্কে হারিয়া গিয়া শোভা নীরব রহিল। বাড়ীতে পা দেওয়া মাত্রই যোগমায়াকে অত বকাইতে হইল, এই জন্য সে তখন লজ্জিতও হইয়া পড়িল। বেলাও আর বেশি ছিল না। শোভা সুভদ্রাকে ডাকিয়া লইয়া রান্নাবান্নার জোগাড় করিতে গেল।

— ১৩ —

সন্ধ্যার পর সুখোর মা আসিয়া হাজির হইল। সে শোভাকে প্রণাম করিয়া বলিল—'গিন্নি-দিদি, হেথায় এইনু কামিখ্যের ব্যামোর কথা শুনে। যে-দিদিরা আজ আপনার বাড়ী এইয়েচেন, তেনারা চেয়েছিলেন কামিখ্যের সঙ্গে দেখা করতে।'

শোভা সুখোর মাকে বসিতে দিয়া বলিল—'বসুন। পিসিমাকে ডেকে দিচ্ছি।'

সন্ধ্যা হইতেই যোগমায়ার মন উচাটন হইয়া উঠিতেছিল। বিজয় কত রাত্রেই-বা আসে!—সুভদ্রার সঙ্গে তিনি ইহারই আলোচনা করিতেছিলেন।

সুখোর মা আসিয়াছে শুনিয়া সুভদ্রার সঙ্গে যোগমায়া তাহার কাছে আসিলেন। যোগমায়া শোভাকে বলিলেন—'বিজয়ের আস্‌তে সম্ভব দেরী হবে। কামিখ্যের বাড়ী এই পেছনেই শুন্‌লুম। সেখানে একবার ঘুরে আসি,—কি বল, মা?'

শোভা বলিল—'আচ্ছা, পিসিমা। টুনুকেও নয় সঙ্গে নিয়ে যান। আহা, বেচারা ভুগে ভুগে সারা হচ্ছে! লক্ষ্মী বৌটীর গুণেই তবু সংসার এখনও চল্‌চে।'

যোগমায়া সুখোর মাকে বলিলেন—'তুমি একটু বোসো, বোন; আমি জপটা সেরে আসি।'

সুভদ্রা সুখোর মা'র কাছে বসিয়া রহিল। সুখোর মা শোভার নিকট ষ্টেশনের ঘটনাটা বলিতে লাগিল।

... ...

অনেক দিন পরে দিদিমাকে পাইয়া কামাখ্যা সারা বিকাল তাহারই সঙ্গে সুখ-দুঃখের কথায় কাটাইয়াছে। সুখ তো ঢের! এত দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও বৌটী হেঁসেলের

কাজ সারিয়া যখন একটু কাছে আসিয়া বসে তখনই যা মনের শান্তি! নিজের জন্য কোনদিন ভাত জোটে, কোনদিন হয় তো জোটে না,—বার-তের বৎসরের বৌ নন্দরাণী হেঁসেলের হাঁড়ি উজাড় করিয়া ফেন ভাত সমস্তই ঢালিয়া দেয় স্বামীর পাতে। কামাখ্যার ম্যালেরিয়ার ব্যারাম,—দুধ সাগু জোটায় কে? লোকের কাছে চাহিয়া-চিন্তিয়া দুইটা চাউলই নয় মিলে: নন্দরাণী তাহাই গাছের পাতা পোড়াইয়া জ্বাল দিয়া স্বামীকে রাঁধিয়া দেয়। তারপর যেটুকু সময় পায় তাহার কাছে আসিয়া ছোট্ট হাতখানিতে মাথাটা টিপিয়া দেয়, কিংবা পিঠে হাত বুলায়। কামাখ্যা চোক বুজিয়া তখন ভাবে—'আহা, কি ঠাণ্ডা হাতখানি!' সময় সময় নিজেই সেই ঠাণ্ডা হাতখানি টানিয়া লইয়া নিজের গাল-দুইটীতে বুলায়।

একদিন কামাখ্যা নন্দরাণীকে বলিল—'নন্দু, এই সামনের দিকটায় এস,—এই আর-একটুকু কোলের কাছে,—নিজের পেট খালি রেখে আমার পেট তো

ভরিয়েচ ; কিন্তু বুকখানা যে তাতে আমার খালিই হ'য়ে হু হু করচে ?' বলিতে বলিতে কামাখ্যা আদর করিয়া নন্দরাণীকে বুকে টানিয়া লইতে চাহিল। নন্দরাণী স্বামীর হাত ছাড়াইয়া দুই হাত পিছাইয়া গেল এবং ঘোমটা টানিয়া চোক-মুখ ঢাকিয়া বলিল—'ছিঃ ছিঃ! কি যে করচ! সূর্য্যি-ঠাকুর দিনের দেবতা, ওপর থেকে চেয়ে আছেন—দেখ্‌চ না!'

কামাখ্যা হাসিয়া বলিল,—'আর রাতের ঠাকুর বুঝি কেউ নেই ?—না, তার চোক নেই ?'

'চাঁদের কথা বল্‌চ ? তার তো শুনেচি ধার-করা চোক। একরকম সার্শী আছে, ছ্যাখোনি ? ঐ যে মিত্তির-বাড়ীর বাইরের ঘরেই আছে,—যা দিয়ে শুধু আলোই আসে, এদিক ওদিক দেখা যায় না, তাকে নাকি ঘষা-কাচ বলে,—চাঁদ-ঠাকুরের সেই রকম ঘষা-কাচের চোক কিনা। নইলে কি চুরি-ডাকাতী যত কিছু ঐ রাতের বেলাই হয়!'

নন্দরাণীর মুখে এই কথা শুনিয়া কামাখ্যা আশ্চর্য্য হইল। সে ভাবিতে লাগিল—'ছেলেমানুষ, এমন কথা শিখ্‌ল কোথা!'...

... ...

সুখোর মা যখন শোভাদের বাড়ী গেল, তখন নন্দরাণী আসিয়া কামাখ্যার কাছে বসিল; বলিল—'বিকেলে দিদিমা কাছে ছিলেন, তাই আস্‌তে পারিনি।...মাথাটায় একটু হাত বুলিয়ে দেবো?'

কামাখ্যা শুইয়া ছিল; বলিল—'দাও।'

নন্দরাণীর হাতের স্পর্শ পাইয়া কামাখ্যা চোক বুজিয়া রহিল। সেই ভাবেই কিছুক্ষণ থাকিয়া সে বলিল—'নন্দু, মাইনে যা পেয়েছিলুম তা তো কবেই ফুরিয়েচে? দিদিমা এয়েচেন, তাঁর খাবার-দাবারের জোগাড় কি করলে?'

নন্দরাণী বলিল—'মিত্তির-বাড়ীর শৈল-ঠাকুরঝিকে ব'লে এয়েচি—সব জোগাড় হবে'খন।'

কামাখ্যা ডান হাতখানি বাড়াইয়া বালিশের তলা হইতে পাঁচটী টাকা বাহির করিল এবং তাহা নন্দরাণীর হাতে দিয়া বলিল---'নাও, দিদিমা দিয়েচেন। অন্তত কয়েকদিনের জন্য ভিক্ষে থেকে নিষ্কৃতি!'

নন্দরাণী টাকা কয়েকটী হাতে লইয়া বলিল---'আহা, বুড়ো মানুষ ছুটে এয়েচেন, ঐ ই যথেষ্ট। তাঁকে আমরা দেবো, না, তিনিই নিয়ে এলেন আমাদের দিতে!'

কামাখ্যা বলিল---'যার কিছু নেই সে-ই তো দিতে জানে। যার আছে সে দেয় না, অন্তত গরীব-দুঃখীদের না। দেয় যখন, তখন কাদের দেয় জান?---তেলা মাথায় তেল! নইলে, পাঁচ শো সাত শো মাইনে যাদের, মাইনে বাড়ার বেলায়ও তাদেরই একচোটে এক শো, আবার ছুটী নিলেও তারাই পূরো মাইনে আধা মাইনে পায় একদম ছ-মাস এক বচ্ছরের। আর, চুনোপুঁটী আমাদের মাইনে বাড়ার বেলায় এক তঙ্কা,

ছুটীর বেলাও বিনা-মাইনে—বড় জোর, আধা মাইনে! অথচ, অভাব আমাদের, আর খাটনীও আমাদের। সেই খাটনী আর তার সঙ্গে খাওয়া-পরার অভাবেই তো প'ড়ে থাকি ব্যামোতে। কিন্তু এই ব্যামোতে প'ড়েই গেল মাসে যে আধা মাইনে পেয়েচি, শুন্‌চি, এ মাসে তা-ও মিল্‌বে না।'

নন্দরাণী কি বলিতে যাইতেছিল, হঠাৎ বাহিরে শোনা গেল সুখোর মা'র গলা। সুখোর মা ডাকিয়া বলিল—"ও কামিখ্যে, দিদিরা এইয়েচেন।......ও লাত্‌-বৌ, রইলি কোথা? শাগ্‌গীর বস্‌তে জায়গা দে।'

নন্দরাণী উঠিতে না-উঠিতে সুভদ্রাকে সঙ্গে লইয়া যোগমায়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন।

ঘরে গিয়াই যোগমায়া কামাখ্যার বিছানার কাছে বসিয়া পড়িলেন; এবং সুখোর মাকে বলিলেন—'এই তোমার নাতি?' সঙ্গে সঙ্গে কামাখ্যার পিঠে হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'তোমার নাম কামেখ্যা?'

কামাখ্যা বিছানার উপর বসিয়াছিল ;—মেজের দিকে সরিয়া আসিয়া যোগমায়া ও সুভদ্রার পায়ের ধূলা মাথায় দিল।

নন্দরাণী গলা পর্য্যন্ত ঘোমটা টানিয়া এককোণে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সুভদ্রা তাহার হাত ধরিয়া বিছানার কাছে আনিল এবং মুখের ঘোমটা চুল পর্য্যন্ত টানিয়া উঠাইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—'আর এই বুঝি কামেখ্যার বৌ ?......মা, দ্যাখো দ্যাখো, কেমন —চাঁদপানা মুখখানি !'

নন্দরাণী মাথার ঘোমটা টানিয়া দিয়া নুইয়া পড়িয়া যোগমায়া ও সুভদ্রাকে প্রণাম করিল। যোগমায়া আশীর্ব্বাদ করিলেন—'সতী-সাবিত্রী হও, মা!' আশীর্ব্বাদ পাইয়া নন্দরাণী আবার যোগমায়াকে প্রণাম করিল। সুভদ্রা নন্দরাণীকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া মায়ের পাশে বসিল।

যোগমায়া কামাখ্যাকে বলিলেন—'বিছানাতেই তো

প'ড়ে রয়েচ, দেখ্‌চি; মাইনে-টাইনেও সম্ভব মিল্‌চে না।...তবে?' উত্তরের আশা না করিয়াও যোগমায়া কামাখ্যার মুখের দিকে চাহিয়া এই প্রশ্ন করিলেন।

কামাখ্যা জবাব দিল। সে বলিল—'ভরসা ভগবান। অনাথ-আতুরকে ভরসা দেওয়ার ঐ একজনই তো আছেন। তাঁর জন্যেই তো এই বুড়ী ইষ্টাশনে আপনাদের পেয়ে বেঁচে এলেন। আর আমরাও যখন ভাবছিলেম হেঁসেলে কি চড়্‌বে, তখন এই বুড়ীর হাতেই ভগবানের দান পেলুম।' মুহূর্ত্তকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কামাখ্যা দিদিমার দিকে চাহিয়া আবার বলিল,—'কোথায় নাতির বাড়ী এসে দু'-সন্ধ্যা নেমন্তন্নো জুট্‌বে, তা না,—খর্‌চা দিয়ে খেয়ে যাওয়া, আবার খাইয়েও যাওয়া। হোটেলখানার নেমন্তন্নো বটে! তা হবেই বা না কেন? যাদের রাজ্যে বাস করি, তাদেরও তো, শুনি, ছেলের ঘরেও বাপ-মায়ের খরচ দিয়েই খেতে হয়।'

সুখোর মা বলিল—'হঁ্যা, তোর বাড়ীতে তো আমি নেমতন্নো খেতেই এইনুরে! আর তোর সময়টাও তো মোচ্ছব দেবার!'

দিদি ও নাতির মাঝে পড়িয়া যোগমায়া বলিলেন—'তোমার নেমতন্নো দেওয়ার দিন হোক্ আগে, তারপর যত পার দিদিকে খাইয়ো। ভগবান করুন, সেদিন যেন শীগ্গীরই আসে—শীগ্গীরই তুমি সেরে ওঠ।...... আপাত' এই নাও, বাছা,—মনে কিছু ক'রো না যেন,—দে, ভদ্রা, বৌর হাতেই দে,—মা-লক্ষ্মী. এ সামান্য-কিছু তোমার স্বামীর পথ্যের জন্যে।'—বলিয়া যোগমায়া সুভদ্রাকে ইঙ্গিত করিলেন। সুভদ্রা আঁচল হইতে দুইটা টাকা বাহির করিয়া নন্দরাণীর হাতে দিল।

যোগমায়ার এই অযাচিত দানে কামাখ্যার চোক ছল ছল করিয়া উঠিল। সে বলিল—'মা,......আপনি মায়ের কাজ করলেন ব'লেই আপনাকে মা বল্‌চি, ধাষ্টামোর অপরাধ নেবেন না,—আপনার ঐ দু' টাকা

আমার কাছে সামান্য না,—দু' লাখ টাকারই মত, আর তা মাথায় তুলেই নেওয়ার জিনিস। কিন্তু, মা,......'

কামাখ্যাকে একটু ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া যোগমায়া বলিলেন—'ব'লেই ফেল না, কি বল্‌তে চাচ্ছ। মায়ের কাছে ছেলের বল্‌তে কিন্তু কি!'

কামাখ্যা ঢোক গিলিয়া বলিল—'আপনি আমাকে জানেন না শোনেন না, দেখাও হয়নি আপনার সঙ্গে কখনো এর আগে। আপনি এসেই আমাকে দয়ায় কিনে নিলেন। কিন্তু যাদের জন্যে বুকের রক্ত জল ক'রে খাট্‌চি,—একরকম সারাদিনই খাট্‌চি,—তারা তো চোক ফিরিয়েও একবার আমাদের দিকে তাকায় না। অথচ, তারা দিনের পর দিন আমাদের দেখ্‌চে,—আর, কি দেখ্‌চে?—না, কোনোটা ধুঁক্‌চে ম্যালেরিয়ায়, কোনোটা মর্‌চে যক্ষ্মায়, কোনোটা-বা কলের চাকায় হাত পা পিষে নুলো-খোঁড়া হ'য়ে রয়েচে!—কই, তাদের তো প্রাণে সাড়া দেয় না যে এদের জন্যে দুটো টাকাও

খরচ করি! করা দূরে থাক্—এই আমার কথাই বল্‌চি, মা, বছর-ভোর খেটেচি, ছুটীও নিইনি মোটে, তবু ব্যামোতে প'ড়ে গোড়াতেই হ'লো আধা মাইনের ছুটী, আবার এর মধ্যে সেরে না উঠ্‌লে তা-ও মিল্‌বে না, শুন্‌চি।'

যোগমায়া বলিলেন—'তোমার শেষ কথাটারই আগে জবাব দি তবে। বাছুরের দুধ খাওয়া দেখেচ তো? দুধ পাওয়ার আগে পালানে ঢুঁ মার্‌তে হয়,—একটা ঢুঁ মারে, আর বাঁট থেকে খানিকক্ষণ দুধের ধারা গড়াতে থাকে। নইলে সে নন্দিনী-গাইয়ের দিন নেই, বাছা, যে আপনা হ'তে দুধ গড়াচ্ছে, হাঁ ক'রে খেলেই হ'লো!'

সুভদ্রাও মায়ের কথায় সায় দিয়া উঠিল—'কিংবা ছেলের জন্যে মা'র প্রাণ কাঁদ্‌চে, তাই বাঁটে সুড়্‌সুড়ি লাগ্‌চে ছেলের মুখের টান না লাগায়।'

যোগমায়া বলিলেন—'ঠিক বলেছিস্, ভদ্রা। সে মা-ই বা কই, আর সে ছেলেই বা কই? বিজয়ও তো

সেদিন তাই বুঝাচ্ছিল—সাত সমুদ্দুর তের নদীর পারের লোক এসে এখানে মোটর দাব্‌ড়ায় ; আর যারা মাটী আঁক্‌ড়ে রয়েচে, তাদের বুকের ওপর দিয়ে চলে সেই মোটর—ব্যামোতে বল, আকালে বল, আর অকালেই বল—মোটরের চাপে হাড় গুঁড়িয়ে দিয়ে ! নইলে, বাবা, ঐ যে কথায় বলে না—"খাচ্ছিল তাঁতী তাঁত বুনে। কাল হ'লো তার লাঙ্গল কিনে।"—তুমি তাঁতীর ছেলে, তোমাকে পেটের জন্যে কেন হ'তে হবে কলের মিস্তিরি !'

কামাখ্যা বলিল—'ঢুঁ মারার কথা বল্‌লেন, মা, তাই মনে হ'লো—আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি। আমার বাপ-দাদার বুড়ো আঙ্গুল কেটে তাঁতীর ছেলেকে মিস্তিরী করা সোজা হয়েছিল বটে একদিন, সেদিন হয় তো ফুরিয়ে এসেচে। আমার যে আধা মাইনে জুটেছিল তাই সেদিন দিতে এসেছিল আমার এক বন্ধু রাইচরণ। সে-ও কারখানাতেই কাজ করে। তার মুখে শুন্‌লুম

কল-কারখানায় ধর্ম্মঘটের আয়োজন চল্‌চে। আশীর্ব্বাদ করুন, একজোট্টা হ'য়ে চুঁ-মারার এ কাজটা যেন চলে!'

ধর্ম্মঘটের কথা শুনিয়া যোগমায়ার বুক কাঁপিয়া উঠিল। ধর্ম্মঘট হইলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে মারামারি কাটাকাটি আসিয়া পড়ে, এমন কি বন্দুকের গোলা-গুলিও চলে, ইহা অনেকবারই তিনি শুনিয়াছেন। লিলুয়ায় এই সর্ব্বনাশের ভেরী বাজাইবার আয়োজন হইতেছে শুনিয়া হরিবিলাসের জন্য তাঁহার মন উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। যোগমায়া কামাখ্যাকে বলিলেন—'একজোট হ'য়ে সবাই কাজ করতে পার, ভালোই; কিন্তু, বাবা, ঐ নিয়ে মারামারি কাটাকাটি যেন না হয়! আমার ঘরের লোকও যে ওখানে আছে।'

হ্যাঁ, হ্যাঁ, দিদিমা বল্‌ছিল বটে এসেই। কোন্ কলের মিস্তিরি আপনার ঘরের লোক বলুন তো, চিনি কিনা।'

'কোন্ কলের মিস্তিরি, তা তো আমি বল্‌তে পারলুম না, বাবা ; নাম তার হরিবিলাস।'

সুভদ্রা মাতার কথা শোধ্‌রাইয়া দিল—'তিনি হ'লেন ইঞ্জিনীয়ার—বিলেত-ফের্‌তা, নামটা এখন ইংরেজী ধরণেরই—ব্লিস্‌, না, কি।'

কামাখ্যা একটু ভাবিয়া বলিল—'তাই বলুন।... ব্লিস্ সাহেব ? নতুন এয়েচেন। শুনেচি রাইচরণের কাছে। আর, এ-ও শুনেচি—বড়ই ভালো লোক। বাঙ্গালীই বটে। সঙ্গে এক মেয়ে আছে—মেম। সেই ব্লিস্-সায়েবই তো আমাদের মনিব। ধর্ম্মঘট হোক্ আর যা-ই হোক্, তার ওপর কারু রাগ নেই। ঐ আর-একটা লোক যে আছে—ট্যাঁশ ফিরিঙ্গি—রিং তার নাম, সেই ব্যাটাই পাজীর পা-ঝারা। সে-ই তো আমার আধা মাইনে করিয়ে দিলে ; আর সে মাইনেও এখন দেবে না নাকি বল্‌চে। আগুন জ্বালাচ্ছে তো সে-ই।'

হরিবিলাসের প্রশংসা শুনিয়া যোগমায়া আনন্দিত হইলেন। সেই সঙ্গে ধর্ম্মঘটের দুশ্চিন্তাও তাঁহার অন্তর হইতে অনেকটা দূর হইল। তিনি বলিলেন—'বাবা, আগুন যাতেই জ্বলুক, হিংসে নিয়ে কাজ ক'রো না। তাতে একজোট বেশি দিন ট্যাঁকে না। শুধু নিজের স্বার্থ মনে থাক্‌লে যে যার স্বার্থ নিয়েই চলে, আর দু-দিনেই দলাদলি ভাগাভাগি হ'য়ে যায়। পেটের খিদে সকলেরই এখন। যাতে সকলের পেটে দুটো ভাত জোটে তার জন্যে কাজ ক'রো। লুচি-সন্দেশের দিকে দিষ্টি দাও তো, কোর্ম্মা-পোলাও খাবারও লোক আছে, জেনো।'

'মা, আপনার কথা খাঁটি। দেশের লোকের ঐ দোষেই তো নবাবের রাজ্য গেল! রাইচরণ তো প্রায়ই আসে, তাকেও আমি বুঝিয়ে দেবো এ কথা। এ তো শুধু কথা নয়, মা,—এ যে দৈববাণী!'—বলিয়া কামাখ্যা হাতজোড় করিয়া কপালে ছোঁয়াইল।

কথায় কথায় রাত্রি অনেক হইল। যোগমায়া বলিলেন—'আজ তবে উঠি, বাবা।...আয়, সুভদ্রা, আয়। চল্, বাবা টুনু।'

বিষের হাওয়া

— ১৪ —

আপিসের কাজকর্ম্ম সারিয়া বিজয়ের লিলুয়ায় পঁহুছিতে রাত্রি অনেক হইল।

আটটার সময় ট্যাব্লো আরম্ভ হইয়াছে। সন্ধ্যার পর হইতে রাজ্যের লোক লিলুয়ায় আসিয়া জড়ো হইয়াছে। মোটরে মোটরে পথ-ঘাট বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

বাহিরে রঙ্গালয় ঘিরিয়া আলোকের তারকামালা—কোনোটী বন্ বন্ করিয়া ঘুরিতেছে, কোনোটী একবার নিভিতেছে একবার জ্বলিতেছে, কোনোটী-বা এক-এক করিয়া রামধনুর সাতরঙের আলো খেলাইতেছে।

মঞ্চের চূড়ায় পূর্ণিমার চাঁদের দৃশ্য: তাহা হইতে ফুলঝুরির ফিন্‌কি ছড়াইয়া পড়িতেছে।

ভিতরের দৃশ্য সম্পূর্ণই বন-পথের। রঙ্গালয়ের দেওয়াল ছাদ সবুজ লতাপাতায় মণ্ডিত; মাঝে মাঝে শ্বেত ও রক্ত গোলাপ ফুটিয়া রহিয়াছে।

পিয়ানোর টুং টুং বাজনার সঙ্গে প্রথমে ঝলক-নৃত্য আরম্ভ হইল। কলাদেবী একটী ফুটন্ত পদ্মফুলের উপর দুলিতেছিলেন এবং তাঁহাকে ঘিরিয়া ঝলকে ঝলকে নানাবর্ণের আলোকের নৃত্য চলিতেছিল। এই দৃশ্য শেষও হইল একটা বিদ্যুতের ঝলকেরই মত—বাজনা যখন তারায় উঠিল তখন চৌদুন নৃত্যের সহিত তাহার সঙ্গত রাখিতে রাখিতে কলাদেবী হাউইয়ের মত হূস্ করিয়া আকাশে মিলাইয়া গেলেন।

ঝলক-নৃত্যের পর ট্যাব্লো আরম্ভ হইল। ইহার কোনস্থলে প্রাকৃতিক শোভা, কোনস্থলে অ্যাডাম্ ও ঈভের দেহের সৌন্দর্য্য উন্মুক্ত করিয়াই প্রদর্শিত হইতে

লাগিল। ঈভের সর্ব্বাঙ্গে সোনালী রং লিপ্ত ছিল। একখানি বাহু বক্ষের উপর রাখিয়া যখন সে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখা দিল, তখন দর্শকের মনে হইল—যেন অতসিকুঞ্জের মাঝে কনকচাঁপার স্তবক পড়িয়া রহিয়াছে! আবার যখন দেহের সুষমা সম্পূর্ণ মুক্ত করিয়া সে একটী ঝরণার পাশে বসিয়াছিল, তখন বোধ হইতেছিল—সুমেরু-পর্ব্বতের দুইটী কনক-চূড়া সূর্য্যের অস্তরাগে ঝলমল করিতেছে! পঞ্চম দৃশ্যে সয়তানের হাত হইতে আপেল পাইয়া ঈভ্ ছুটিয়া গিয়া যখন তাহার মুখের দিকে নিজের ঠোঁট বাড়াইয়া দিল, তখন তাহার তপ্ত সুরায় চুমুক দিয়াছিল সয়তান, কিন্তু উহার মাদকতায় উন্মত্ত হইয়া উঠিল দর্শকবৃন্দ। এই দৃশ্য দেখিয়া চারিদিক হইতে উত্তেজনার চীৎকার আরম্ভ হইল; এবং পিছন দিকের গোরারা লাফাইয়া ও গান গাহিয়া হল্লা করিতে লাগিল।

এই পঞ্চম দৃশ্যের অভিনয়ের সময়ে বিজয় লিলুয়ায়

পঁহুছিয়াছিল। রঙ্গালয়ের দর্শকের উন্মত্ত চীৎকার দূর হইতেই তাহার কানে যাইতেছিল।

বিজয় ভাবিয়াছিল হরিবিলাসও ট্যাব্লোতে গিয়াছে। ট্যাব্লোর সংবাদ পূর্ব্ব হইতেই তাহার জানা থাকিলেও, যোগমায়া ও সুভদ্রাকে লইয়া বেলুড়ে আসিবার সময়ে তাহা মনে হয় নাই। আফিসে গিয়া হঠাৎ তাহা স্মরণ হইল। তখন সে স্থির করিল অন্যদিকের কাজকর্ম্ম সারিয়া একটু দেরী করিয়াই নয় লিলুয়ায় যাইবে। ততক্ষণে ট্যাব্লো শেষ হইয়া যাওয়ারই কথা। রাত্রে হরিবিলাসের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিয়া পরদিন প্রাতে যোগমায়ার ও সুভদ্রার দেখা-সাক্ষাতের ব্যবস্থা করিলেই চলিবে।

রঙ্গালয়ে তখনও অভিনয় চলিতেছে দেখিয়া বিজয় হরিবিলাসের অপেক্ষায় তাহার কুঠীর সম্মুখে পায়চারী করিতে লাগিল। দৈবক্রমে সেই সময়ে সে শুনিতে পাইল কুঠীর বারান্দায় কে বলিয়া উঠিল—'বত্তী মৎ

বারো।' বিজয়ের মনে হইল উহা যেন হরিবিলাসেরই কণ্ঠস্বর! উৎসুক হইয়া সে দরজার কাছে আগাইয়া গিয়া উঁকি মারিতেই এক বেহারা বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'কোন্ হ্যায়?'

বিজয় বলিল—'আমি ব্লিস্-সাহেবের সঙ্গে দেখা কর্‌তে এসেচি। সাহেব বাড়ী আছেন?'

বেহারা বলিল—'হ্যাঁ, সাব্ কুঠীতেই আছেন। কিন্তু এখন তো দেখা হবে না, বাবু। কাল ফজ্‌রে আস্‌বেন।'

বেহারা ফিরিয়া যাইতেছিল, বিজয় একটু আগাইয়া গিয়া বলিল—'আমি অনেক দূর থেকে এসেচি, জমাদার। মেহেরবাণী ক'রে সাহেবের সঙ্গে এখন যদি একটু দেখা করিয়ে দাও তো বড় উপকার হয়।'

এই বেহারাটী ছিল হরিবিলাসের আফিসের পেয়াদা। জমাদার সকল পেয়াদার উপরে। বিজয়ের মুখে 'জমাদার' সম্বোধন শুনিয়া বেহারার বুক ফুলিয়া

উঠিল। তবু আম্‌তা আম্‌তা করিয়া সে বলিল—'সাব্ হয় তো গোস্‌সা কর্‌বেন, বাবু। বিশেষ তিনি বাত্তি নিবিয়ে বসে আছেন।'

বিজয় বলিল—'একবার ব'লেই দেখ না সাহেবকে, জমাদার।'

দুই-দুইবার জমাদার-পদবী পাইয়া বেহারার মন গলিয়া গেল। সে বলিল—'আচ্ছা, ঠারিয়ে, বাবু।' দুই-চারি পা যাইয়াই আবার ফিরিয়া আসিয়া বেহারা জিজ্ঞাসা করিল—'কি নাম্ বল্‌ব ?'

'ব'লো—কল্যাণপুরের বিজয় সরকার এসেচে।'

বেহারার মুখে বিজয়ের নাম শুনিয়া হরিবিলাস চমকাইয়া উঠিল।

ট্যাব্লোর উত্তেজনায় লিলুয়ায় জনতার হাট বসিয়া গিয়াছে। উহার সংস্রব হইতে দূরে থাকিবার জন্যই হরিবিলাস চুপ করিয়া বাসায় বসিয়া ছিল। রঙ্গালয়ের চীৎকার যতই তাহার কানে যাইতেছিল ততই তাহার

মনে হইতেছিল—এ যেন তাহারই গৃহ-লুণ্ঠনের বিজয়োল্লাস! ট্যাব্লো-উপলক্ষে কয়েকদিন ধরিয়া জুসির নাম শুনিয়া শুনিয়া তাহার সহিত সম্বন্ধ স্বীকার করিতেও হরিবিলাসের মনে লজ্জা বোধ হইতেছিল। আজ সেই জুসিরই বিজয়-ভেরী দর্শকের উচ্চ-প্রশংসায় যতই বাজিয়া উঠিতে লাগিল ততই সে সঙ্কোচে মাটীর সহিত মিশিয়া যাইতেছিল। তাই নিজের গৃহে আলোর সম্মুখে বসিয়া থাকাও তাহার সহ্য হইতেছিল না। এবং এই জন্যই কিছুক্ষণ পূর্ব্বে আলো জ্বালিবার সময় সে বেহারাকে নিষেধ করিয়াছিল—'বত্তী মৎ বারো।'

মনের এই অবস্থায় যখন হরিবিলাসের অন্যমনস্ক থাকিবার প্রয়োজন হইতেছিল, এবং অন্ধকারে থাকিয়াও যখন তাহা হইয়া উঠিতেছিল না, তখন, কল্যাণপুরের বিজয় সরকার দেখা করিতে চায়, বেহারার মুখে এই সংবাদ পাইয়া সে প্রথমে বিস্ময়ে চমকাইয়া উঠিল;

কিন্তু পরক্ষণেই সংবৃত হইয়া বেহারাকে হুকুম দিল—'বাবুকো লে আও।...আউর বত্তী বারো।'

বেহারার সঙ্গে বাড়ীর ভিতরে গিয়া বিজয় হরিবিলাসকে বারান্দায় দেখিতে পাইল। হরিবিলাসও বিজয়কে দেখিয়া উঠিয়া আসিতেছিল। বারান্দার সিঁড়ি ডিঙ্গাইয়া উঠিতেই বিজয় হরিবিলাসের সম্মুখে পড়িল।

কতকাল পরে দুই বন্ধুতে দেখা—উভয়েরই শরীর উত্তেজনায় কাঁপিতেছিল। বিজয় ছুটিয়া গিয়া হরিবিলাসের বাহুমূলে পড়িল। হরিবিলাস বিজয়কে বুকে টানিয়া আলিঙ্গন দিল।

অন্য সময় হইলে হয় তো ব্যাপারটা এত সহজে ঘটিত না। কিন্তু যাহাকে লইয়া হরিবিলাস এতদিন আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধবের বিচ্ছেদ কর্ত্তব্য-জ্ঞানেই সহিয়া আসিতেছিল, সে তাহাকেই একেলা ফেলিয়া অনাত্মীয়ের মনোরঞ্জনে মান-সম্ভ্রম বিসর্জ্জন দিল—ইহারই ব্যথায় নিঃসঙ্গ মন তাহার ব্যাকুল হইয়া খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল—

সঙ্গী, একটী সঙ্গী,—যাহার সঙ্গে অন্ততঃ আধটা ঘণ্টাও প্রাণ খুলিয়া সে কথা বলিতে পারে। এই সময়ে শৈশবের সঙ্গী বিজয়কে পাইয়া কাজেই সে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

প্রথম উত্তেজনার অবসানের পর বিজয় বলিল—'হরি দা, আগেও একদিন তোমাকে দেখে গিয়েচি। তারপর একদিন তোমার খবরও জেনে গিয়েচি সব। কিন্তু প্রথম দিন কথা বলার সুযোগ হয়নি, তার পরের দিন দেখা পাইনি।'

হরিবিলাস বলিল—'আর—আমি তোদের মনেও করিনি,—এই এত কাছে থেকেও! বল্, বিজু, সে কথাটাও বল্ এর সঙ্গে।'

'তা কি আর তোমাকে মুখ ফুটে বল্‌তে হবে, হরি-দা? তোমার মনই যে ব'লে দিল; তাই তো আগু বাড়িয়ে নিজেই সাফাই গেয়ে নিলে।'

নিজের অগোচরেই হরিবিলাসের দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল। সে বলিল—'হুঃ! মন ব'লে দিল বল্‌লি না?—

ঠিকই, বিজু। কিন্তু মন তো আর আমার নিজের নেই। তাই তো এত কাছে এসেও মনকে চাব্‌কেও লিলুয়ার বাইরে নিতে পার্‌চিনে :...ভালো কথা, তোর বাড়ীর সব কেমন আছেন ? তুই-ই বা আছিস্ কেমন ?—এই...শরীরেরই কথা বল্‌চি।...আর...'

'আর'—বলিতে গিয়া হরিবিলাসের মুখের ভাষা আট্‌কাইয়া গেল। সে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বিজয়ের মুখের দিকে তাকাইতেই বিজয় বলিয়া উঠিল—'বল না, হরি-দা, আর ব'লে কি বলছিলে ? আর কি জান্‌তে চাও, ব'লেই ফেল না ?'

হরিবিলাসের চোক ছলছল করিয়া উঠিল। সে বলিল—'ওরে বিজু, যতই পাষাণ হই না আমি, এখনও এই বুক ভ'রে মোর পিসিমার কথাই মনে হয়। বল্ দেখি, পিসিমা আমার কেমন আছেন ? আর কেমন আছে জনম-দুঃখিনী ছোট বোনটী আমার—সুভা ?'

বিজয় ঠোঁট-চাপিয়া নিজেরও আবেগ সংবরণ করিয়া

লইল। তারপর বলিয়া উঠিল—'তাঁদের কথা এখনও তোমার মনে আছে তবে, হরি-দা? পিসিমার এতদিনের চোকের জল বৃথা যায়নি তা হ'লে! সত্যিই তুমি তাঁর কথা ভাব? আর, স্নভার যে আর দাদা নেই, সে কথাটাও মনে হয়?' অভিমানের খোঁচা দিয়াই বিজয় মনের ব্যথা প্রকাশ করিল।

হরিবিলাস শুধু বলিল—'হ্যাঁ,—রোজই, অন্তত কয়েকদিন যাবত।'

'আর তাঁদের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছাটা?'

হরিবিলাস মাথা নাড়িয়া জবাব দিল—'তার আর উপায় কই? নিজের পায়ে নিজেই কুড়ুল মেরে রেখেচি। বিজু, তুই বোধ হয় শুনিস্ নাই—ব্রজেশ্বর গোস্বামীর ছেলে এখন হ্যারী ব্লিস্!'

'তা-ও জানি। কিন্তু সেই হ্যারী ব্লিস্ যাঁর বুকের মাই খেয়ে মানুষ, সেই পিসিমা তাকে দেখার জন্যে তারই দরজায় হাজির!'

হরিবিলাস উৎসাহে দাঁড়াইয়া উঠিল—'পিসিমা দরজায়! —পিসিমা দরজায়!—বিজু, এতক্ষণ কেন এ কথা বলিসনি?'—বলিয়াই সে বাহিরে যাইবার উদ্যোগ করিল।

বিজয় তাহার হাত ধরিয়া বলিল—'বোসো।...তুমি সত্যি-সত্যিই পিসিমার সঙ্গে দেখা করতে চাও, হরি-দা?'

হরিবিলাস মুহূর্ত্তকাল বিজয়ের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। তারপর উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—'হ্যাঁ, করব—করব। কোথায় পিসিমা বল্, বিজু?'

'পিসিমা বেলুড়ে এসেচেন। তাঁর সঙ্গে সুভাও এসেচে। তোমার এখানে আন্‌তে সাহস করিনি। তাই তাঁদের শোভা-দি'র বাড়ীতে রেখে এয়েচি।'

হরিবিলাস অবসন্নভাবে বসিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে আপনমনেই সে বলিয়া উঠিল—'বেলুড়ে! আজ রাত্রে তো সেখানে যেতে পারব না।'

'আজ রাত্রে আর যাওয়ার সময় কই? বল তো, কাল ভোরে আমি এসে নিয়ে যাব।'

'ভোরে!...কাল ভোরে তো বল্‌চ?...আচ্ছা।... কিন্তু তোকে আর আস্‌তে হবে না, বিজু। শোভা-দি'র বাড়ী তো আমি চিনি—কেদারবাবুর বাড়ী। আমিই যাব।'

বিজয় চলিয়া যাওয়ার পূর্ব্বে হরিবিলাস নিজেই আবার বলিল—'কিন্তু খুব ভোরেই আমি যাব—কেউ ওঠার আগেই।' তাহার মনে হয় তো আশঙ্কা হইতেছিল—বেলা হইলে পাছে জুসি উঠিয়া পড়ে।

—১৫—

কামাখ্যার বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়া যোগমায়া দেখিলেন কেদারবাবু আপিস হইতে আসিয়াছেন। তাঁহাকে ঘিরিয়া শোভার দুই-তিনটী ছোট ছেলেমেয়ে হুলস্থূল বাধাইয়া দিয়াছে। একজন তাঁহার দাড়ি ধরিয়া টানিতেছে আর বলিতেছে—'বাবা, তুমি আজ বল্ এনে দেবে বলেছিলে,—কই দিলে?' আর একজন হাঁটুর উপর শুইয়া পড়িয়া আবদার ধরিয়াছে—'আমাকে দুটো পয়সা দাও।' ইহাদের বড় যেটী সে একখানা দ্বিতীয় ভাগ হাতে করিয়া তাঁহার কাপড় ধরিয়া টানিতেছে আর বলিতেছে—'বাবা, ব'লে দাও

না, এটা কি হ'লো—ব-য়ে য-ফলা, ঞ-জ, আর দন্ত্য ন ?' কেদারবাবু এক-সময়ে তিন দিকের তাল সামলাইতে না পারিয়া একে একে বলিতেছিলেন—'হাঁ হাঁ, নোন্তা, তোর বল্ কাল নিশ্চয়ই দেবো।' 'টিপুর কি চাই ? পয়সা ? পয়সা দিয়ে কি কর্‌বি এই রাত্তিরে ? কাল রসগোল্লা কিনে এনে দেবো।' যেটা পড়া বুঝিতে আসিয়াছিল তাহাকে বলিলেন—'কি বল্‌লি তুই, পট্‌কা ? ব-য়ে য-ফলা ব্য, ঞ আর জ-য়ে আন্‌জ, আর দন্ত্য ন—হ'লো ব্যঞ্জন। এ কথাটা তোর মার কাছেও তো শিখে নিতে পারিস্!' পট্‌কা ঠোঁট উল্‌টাইয়া জবাব দিল—'হ্যাঁ। মা ব'লে দেয় নাকি! সে তো খালি রাঁধে।'

সত্যই শোভার তখনও রান্না শেষ হয় নাই। কোলের খোকাকে ঘুম পাড়াইয়া সে যখন উনুনে কড়া চাপাইতে যাইবে তখন স্বামী বাড়ী ফিরিয়াছেন। স্বামীকে হাত-মুখ ধোয়ার জল দিয়াই শোভা রান্নাঘরে

চলিয়া গিয়াছে। এই সময়ে সুভদ্রার সঙ্গে যোগমায়া ফিরিয়া আসিলেন।

যোগমায়া দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বাপের সঙ্গে ছেলেমেয়েদের খেলা দেখিতে লাগিল।

টুনু ঘরের ভিতর ঢুকিয়া আগেই জবাবদিহী করিল—'দিদিমা আর মাসিমাকে নিয়ে কামেখ্যা-দা'র ওখানে গিয়েছিলুম।'

কেদারবাবু শোভার নিকট এ সংবাদ পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন। টুনুর কথা শুনিয়া তিনি প্রশ্নকরিলেন—'তাঁরা ফিরে এসেচেন রে, টুনু? কই তাঁরা?'

কেদারবাবুর প্রশ্ন শুনিয়া যোগমায়া আগাইয়া গেলেন। তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া কেদারবাবু হাঁটুর উপর হইতে নোন্তা ও টিপুকে সরাইয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

যোগমায়া ঘরের মধ্যে গিয়া বলিলেন—'শরীর ভালো আছে তো, বাবা? এসেচি অনেকক্ষণ—এই

বিকেলে। গিয়েছিলুম একবার কামেখ্যার বাড়ী। তার দিদিমার সঙ্গে পথে আলাপ হয়েছিল।'

কেদারবাবু যোগমায়াকে প্রণাম করিয়া বলিলেন—'হ্যাঁ, শরীর একরূপ আছে—এখনও পূরো গরম পড়েনি কিনা। গরম বেশি পড়্‌লেই একটু কাহিল হ'য়ে পড়ি, বিশেষ ছুটোছুটি ক'রে আফিস কর্‌তে কল্‌কাতায়। তা, আপনার শরীর ভালো তো? সুভদ্রা কই? সে ভালো আছে তো? দেশের খবর সব ভালো?'

'হ্যাঁ, বাবা, দেশের খবর ভালো। ভদ্রার শরীরও ভালো আছে। সে বুঝি শোভার কাছে। ডেকে দিচ্ছি। আমি বুড়ো মানুষ, আমার কথা আর কি জিজ্ঞেস কর্‌চ? আমার আর ভালো-মন্দ কি! প্রাণটা আছে যার জন্য, সে ফিরে এসেচে শুনেই তো এলুম একবার মুখখানা দেখ্‌তে। এ উপলক্ষে সকলের সঙ্গেই এখানে দেখা হ'লো—শোভাকেও তো অনেক দিন দেখিনি।'

কেদারবাবু তটস্থ হইয়া বলিলেন—'সে আমাদেরই সৌভাগ্য। আমাদেরও তো যাওয়া হ'য়ে ওঠে না—সংসারের ঝঞ্ঝাটে। এখানে এসেচেন, এতে বড়ই খুশী হয়েচি। এখন যার জন্যে আসা, তাই সার্থক হ'লেই আরো আনন্দের কথা হবে।'

যোগমায়া কেন বেলুড়ে আসিয়াছেন তাহাও কেদারবাবু স্ত্রীর নিকট শুনিয়াছিলেন।

কেদারবাবুর কথার উত্তরে যোগমায়া বলিলেন-'হ্যাঁ, বাবা, সকলে সেই আশীর্ব্বাদই কর—তার সুমতি হোক্।'

ইহার পর যোগমায়া নিজেই সুভদ্রাকে ডাকিয়া আনিলেন এবং কেদারবাবুর কাছে লইয়া গিয়া বলিলেন—'মেয়েও ছুটে এয়েচে দাদাকে দেখ্‌বে ব'লে।'

কেদারবাবু বলিলেন—'হ্যাঁ, তা শুনেচি।'

এতক্ষণ কেদারবাবু নিজে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আলাপ করিতেছিলেন। যোগমায়াও দাঁড়াইয়া ছিলেন,

এবং সুভদ্রাও মায়ের পাশে দাঁড়াইয়া মাথা নীচু করিয়া নখ খুঁটিতেছিল। শোভা কি জন্য এই সময়ে এদিকে আসিতে গিয়া ইহা দেখিতে পাইল। সে তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর ঢুকিয়া বলিল,—'হ্যাঁ রে টুনু, তোদের কি আক্কেলটাও নেই? পিসিমা দাঁড়িয়েই আছেন! আর সুভাকেও এনে দাঁড় করিয়েই রেখেচিস্! কেন রে, ঐ মাদুরটা পেতেও তো বস্‌তে দিতে পার্‌তিস্! বেহায়া ছেলে!' শোভা নিজেই মাদুর পাতিয়া দিয়া বলিল—'পিসিমা, বসুন। সুভা, ব'সে-ব'সেই নয় আলাপ কর্।'

টুনুকে সম্বোধন করিয়া বলা হইলেও শোভা যে তাঁহারই ত্রুটী উপলক্ষ্য করিয়া এই ভর্ৎসনা করিল, তাহা বুঝিয়া কেদারবাবু লজ্জিত হইলেন। তিনি বলিলেন—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, পিসিমা যে দাঁড়িয়েই আছেন, এটা আমার খেয়ালই ছিল না। বসুন, পিসিমা। বোসো, সুভদ্রা।'—বলিয়া নিজেই আগে ছেলেদের পাশে বসিয়া পড়িলেন।

যোগমায়া বলিলেন—'বসাবসির কি দরকার, বাবা! এসে অবধি তো ব'সেই ছিলুম! শোভা একলা রান্নাঘরে রাঁধ্‌চে—যাই আমিও সেখানে। ভদ্রা, তুই নয় এখানে একটু বস্‌।'

যোগমায়া শোভার সঙ্গে রান্নাঘরে চলিয়া গেলেন।

... ...

শোভা বলিল—'কেমন, পিসিমা, কামেখ্যার বৌটী দেখ্‌লেন কেমন? ছেলেমানুষ,—কিন্তু বড়ই লক্ষ্মী; নয়?'

যোগমায়া বলিলেন—'তাই তো মনে হ'লো। স্বামী রয়েচে রোগে প'ড়ে, টাকা-পয়সার টানাটানিও খুব, ঘরেও গিন্নিবান্নি কেউ নেই,—তবু ঘরখানিতে পা দিয়েই মনে হ'লো যেন লক্ষ্মীর আলপনার কাছে দাঁড়িয়েচি। বিছানাটী তক্‌তকে, সামান্য যা কিছু ঘরে তা সবই সাজানো গোছানো, কোনো জায়গায় একগাছা কুটোও প'ড়ে নেই,—এ-সবই তো ঐ একরত্তি মেয়ের করা!'

'তা বই কি ! নইলে, কে আর আছে তাকে ক'রে দেওয়ার !'

'অতটুকু তো মেয়ে—লজ্জাসরম যা থাকার, তা তো আছেই, অথচ বাড়াবাড়ি নেই,—ভদ্রা কোলে টেনে নিয়ে বসিয়ে রাখ্‌ল, চুপটী ক'রে ব'সেই রইল। প্রণাম কর্‌ল, আশীর্ব্বাদ কর্‌লুম,—ফের প্রণাম কর্‌ল। এ ভব্যতা আজকাল ক'জনে রাখে ?'

'পিসিমা, গরীব বটে, কিন্তু ওর বাপ-মা বড় ভাল-মানুষ, তার ওপর কামেখ্যাও খাঁটী লোক। করে বটে কারখানায় কাজ, কিন্তু সে কাজ শিখ্‌তেও লেখাপড়া কর্‌তে হয়েছিল। সৎশিক্ষা পেলে মানুষ ভালো না হবে কেন ?'

'আমি ভাব্‌চি আর এক কথা। সৎশিক্ষা হয় কিসে ? লোকের কাছে শিখেও, আবার নিজেরও দেখে আর ঠেকে। এই জন্যেই বাপ-মায়ের কাছ থেকে এসে আগে বৌয়ের শিক্ষা চল্‌ত শাশুড়ী-ননদের কাছে।'

শোভা হাসিয়া বলিল—'ননদিনীর নাম শুন্‌লেই কিন্তু মনে হয় রাই-বাঘিনী!'

'ঐ তো তোমাদের এক ভুল ধারণা। সকল শাশুড়ী-ননদই জটিলা-কুটিলা নয়। আর হ'লোই বা একটু-আধটু তা! যে মা বুকের মাই খাওয়ায়. সে-ই চড়-চাপড়টা দেয়; যে মাটীতে লোক আছাড় খায় সেই মাটী ধ'রেই আবার উঠ্‌তে হয়। সে তো আসল কথা নয়। আসল কথা এই—আজকাল সবাই চায় ধাড়ি ধাড়ি বউ! আর সেই রকম ধাড়ি বৌও ঘরে এসেই চায় খালি সোয়ামীটীকেই! কি বল্‌ব, শোভা, তুমি পেটের মেয়েরই মত,—সেই সব বৌ এসেই স্বামীর ভালবাসা স্বামীর ভালবাসা ক'রে পাগল হয়, আর স্বামীও গয়না দিয়ে কাপড় দিয়ে বৌয়ের মন রেখে মন-মাতানো দুটো কথা শুন্‌তে চায়। ফলে সংসারের আর সব লোক বাণের জলে ভেসে যায়। ছোট্ট বৌটীর যে সুবিধে—সকলকে ভক্তি ক'রে শ্রদ্ধা ক'রে

শেষে ভালবাসা আদায় ক'রে নেওয়া, তা তো এর বেলা জোটে না। যে-সংসার প্রথমেই সুরু হয় মন-রাখারাখির প্রেমে, তাতে খাঁটী প্রেম তলিয়ে থাকে এক কড়াই জলে দুটীখানি ডাল রাঁধার মত—ডাল গড়্‌গড়্‌ ক'রে গড়াতেই থাকে—ফোটে না; আর যে-প্রেম দশজনকে ভক্তি-শ্রদ্ধা দিয়ে কেড়ে নেওয়া যায় তা হয় দুধ জ্বাল দিয়ে সর তোলার মত।'

'পিসিমা, আপনি দেখ্‌চি সব-তাতেই সাবেকী চালের পক্ষে। আজকালকার লোকেরা কি তা মানে?'

'মানে না, তা তো জানিই। কিন্তু বিষকে বিষ না বল্‌লেই তো অমৃত হয় না।'

যোগমায়ার মুখের কথা শেষ হইতেই বিজয়ের সাড়া পাওয়া গেল। বিজয় আসিয়া বলিল—'পিসিমা, হরি-দ'র সঙ্গে দেখা হয়েচে। সে ভোরে আস্‌বে। ...কই, সুভা, কই?'

বিজয়ের মুখে সুসংবাদ পাইয়া যোগমায়া হঠাৎ

আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িলেন ; পরক্ষণে আনন্দে অধীর হইয়া বলিয়া উঠিলেন—'ভদ্রা ও-ঘরে আছে। বল্, বিজু, বল্, তাকে এ খবর ব'লে আয়।'

আগ্রহের আতিশয্যে যোগমায়ার ধৈর্য্য ধরিতেছিল না। ছেলেমানুষের মত তিনিই আগাইয়া গিয়া সুভদ্রাকে ডাকিয়া বলিলেন—'ওরে ভদ্রা, বিজু এসেচে। হ'রে কাল আস্‌বে। বল্, জামাইকেও খবরটা বল্।'

—১৬—

পরদিন ভোরে সত্যই হরিবিলাস বেলুড়ে আসিল।

যোগমায়া প্রায় সমস্ত রাত্রিই সুভদ্রার সঙ্গে হরিবিলাসের কথা বলিয়া কাটাইয়াছেন। ভোর-রাত্রে মা ও মেয়ে উভয়েরই চোক ঘুমে ঢুলিয়া পড়িল।

যোগমায়া স্বপ্ন দেখিতেছিলেন—হরিবিলাসকেই। হরিবিলাস বিবাহ করিয়া যেন বাড়ী আসিয়াছে। স্ত্রীকে পিসিমার কাছে লইয়া গিয়া সে বলিল—'পিসিমা, এই ছ্যাখো, তোমার জন্যে দাসী নিয়ে এলুম।' পিসিমা বলিলেন—'ষাট্! ষাট্! বৌমা আমার ঘরের লক্ষ্মী,—দাসী হবে কেন?' হরিবিলাস বলিল—'না, পিসিমা,

এ তোমার দাসীই।' সুভদ্রা হাসিয়া বলিল—'এ তোমার মুখের কথা, হরি-দা। দু-দিন যাক্, তখন দেখা যাবে কে কার দাসী।' হরিবিলাস মুখ বাঁকাইয়া বলিল—'ঈস্!' দুই-চারিদিন চলিয়া গেল। যোগমায়া একদিন বৌকে বলিলেন—'বৌমা, আমার হাত আট্‌কা, তুমি সন্ধ্যার আলোটা ঘরে দেখাও তো।' বৌ বলিল—'আমি এখন শুয়ে আছি। ঠাকুরঝিকে বল।' হরিবিলাস কাছেই ছিল, সে-ও বলিল—'হ্যাঁ, ওর শরীরটে ভাল নেই, আর অম্‌নিও তো ছেলেমানুষ, শেষে কি আলো জ্বালতে গিয়ে হাত-পা পুড়িয়ে ফেল্‌বে! যা না, সুভা, তুই-ই নয় আলোটা দিয়ে আয় না!' সুভা হাসিয়া বলিল—'কেমন, হরি-দা, বলেছিলুম না? কে কার দাসী এবার গ্যাখো।' সুভদ্রার কথা শুনিয়া বৌ চটিয়া উঠিল—'কি? ঠাকুর-ঝির ঠাট্টা-বট্‌কেরা শুন্‌তে আমি এ বাড়ী এসেচি নাকি? আমি-আর এখানে এক মুহূর্ত্তও থাক্‌ব না।

এক্ষুণি আমাকে বাপের বাড়ী দিয়ে এস।' হরিবিলাস 'তথাস্তু' বলিয়া বৌকে লইয়া বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গেল। পিসিমা কত কাঁদিলেন, সুভদ্রা পায়ে ধরিয়া সাধিল,—কোনই ফল হইল না। চোকের জলে মা ও মেয়ের বুক ভাসিতে লাগিল। সন্ধ্যা হয়-হয়—ঘরে ঝাঁট পড়িল না, আলোও কেহ জ্বালে না। হঠাৎ বার-তের বৎসরের একটী বৌ একটা প্রদীপ লইয়া আসিয়া ঘরের মধ্যে রাখিয়া গেল। যোগমায়া চাহিয়া দেখেন—সে কামাখ্যার বৌ নন্দরাণী!

যোগমায়া নন্দরাণীকে ডাকিতে যাইবেন, বিজয়ের ডাকে হঠাৎ তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। বিজয় ঘরের বাহির হইতে ডাকিয়া বলিতেছিল—'ও পিসিমা, উঠুন। হরি-দা কখন্ এসে বাইরে ব'সে আছে।'

যোগমায়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সুভদ্রাও বিছানা ছাড়িয়া উঠিল।

হরিবিলাস আসিয়াছে—শোভাদের বাড়ীতে সাড়া

পড়িয়া গেল। শোভা কোলের ছেলেটাকে কাঁদাইয়া বিছানায় ফেলিয়া উঠিয়া পড়িল। কেদারবাবু উঠিয়া চোক মুছিতে মুছিতে এক পায়ে চটী পরিয়া আর-এক পায়ের চটী খুঁজিতে লাগিলেন। ইহার পূর্ব্বেই যোগমায়া ছুটিয়া গিয়াছেন; সুভদ্রাও চোকে-মুখে তাড়াতাড়ি দুইটা জলের ঝাপ্‌টা দিয়া ছুটিয়া চলিল।

বিজয় হরিবিলাসকে বসাইয়া পিসিমাকে ডাকিতে গিয়াছিল; ফিরিয়া আসিয়া সে হরিবিলাসের কাছে দাঁড়াইয়া রহিল।

যোগমায়া ঘরে ঢুকিয়াই কাঁদিয়া ফেলিলেন। সুভদ্রা দরজা ঘেঁসিয়া দেওয়ালে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল; তাহার মুখে শব্দ নাই, শুধু চোকের কাতর দৃষ্টি দিয়াই সে চাহিয়া রহিল হরিবিলাসের মুখের পানে।

বিজয় বলিল—'হরি-দা, এই পিসিমা, আর ঐ সুভা।'

হরিবিলাসের মুখে বিজয়ের কথার কোন জবাব বাহির হইল না। কিন্তু এমন করিয়া তাহার দিকে মুখ

তুলিয়া সে তাকাইল যেন চোক-তুইটী বলিতে লাগিল—'ওরে বিজু, তা-ও কি আমাকে চেনাতে হবে? আমি কি তু-চোকেই অন্ধ হ'য়ে পড়েচি?'

বিজয় যোগমায়াকে বলিল—'পিসিমা, হরি-দা তো এসেচেই। এখন আর কাঁদ্‌চেন কেন? যা বলার থাকে তাই আগে ব'লে নিন্।' বিজয়ের মনে হইতেছিল—'দিক্ না যার যা জিভে আসে মন খুলে শুনিয়ে। এ ক'-বছর যাকে যতটুকু সে কাঁদিয়েচে তার শোধ না তুলেই ছেড়ে দেবে কেন!'

বিজয়ের কথায় সুভদ্রাই প্রথমে সচেতন হইয়া উঠিল। সে আত্মসংবরণ করিয়া হরিবিলাসের কাছে যাইয়া তাহাকে প্রণাম করিল।

হরিবিলাস দাঁড়াইয়া উঠিয়া সুভদ্রার মস্তক চুম্বন করিল। তাহার চক্ষু হইতে তুই ফোঁটা জল গড়াইয়া সুভদ্রার মাথার উপর পড়িল।

ইহার পর হরিবিলাসের নিজের কর্ত্তব্যও স্মরণ

হইল। সে-ও যোগমায়ার কাছে গিয়া মাথা নোয়াইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। যোগমায়া হরিবিলাসকে টানিয়া উঠাইয়া বুকে চাপিয়া ধরিলেন। হরিবিলাস পিসিমার কাঁধের উপর মাথা এলাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল তখন যোগমায়ার চোকে অশ্রুর নির্ঝর ছুটিয়াছে, আর হরিবিলাসের চক্ষু দিয়াও টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতেছে।

ততক্ষণে শোভার সঙ্গে কেদারবাবুও আসিয়া সেখানে দাঁড়াইয়াছেন।

শোভা বলিল—'ওরে বিজু, তোরা সব দাঁড়িয়েই আছিস্, আর ও-দুটো লোক কাঁদ্‌তেই থাক্! নিন্, পিসিমা, ব'সে নিন্,—আজ হারানিধি পেয়েচেন—এ কি কান্নার সময়?...হরি, তুমিই, ভাই, নয় থামো,—পিসিমাকে আর কত কাঁদাবে?' বলিতে বলিতে শোভা হরিবিলাসের কাঁধের উপর হাত রাখিল।

কেদারবাবু বেঞ্চিখানা টানিয়া আগাইয়া দিয়া

বলিলেন—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, হরিবিলাস, ব'সে নাও, ভাই। পিসিমা, ব'সেই নয় নিন্।' তাঁহার হয় তো এই সময়ে মনে হইতেছিল গত রাত্রির গাফিলতীর কথাটা, যখন তিনি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া পিসিমার সঙ্গে কথা বলিতে-ছিলেন, আর তজ্জন্য টুনুকে উপলক্ষ্য করিয়া শোভা তাঁহাকে দুই কথা শুনাইয়া দিয়াছিল। আজিও আবার সেই রকম কথা শুনিতে না হয়, সেই জন্য আগেই তিনি সাবধান হইয়া বসিবার জায়গা করিয়া দিলেন।

শোভা একরকম জোর করিয়া হরিবিলাসকে বেঞ্চির উপর বসাইয়া দিল। যোগমায়াও তাহার গা ঘেঁসিয়া বসিলেন। সুভদ্রা মায়ের পায়ের তলায় মাটীতেই বসিয়া পড়িল—শোভার টানাটানিতেও উপরে বসিতে চাহিল না। বিজয় ঘরের মধ্যে পাদচালনা করিতে লাগিল।

শোভা হরিবিলাসকে বলিল—'যা হবার তা তো হ'য়েই গ্যাছে, ভাই। নিজেই সে ভুল বুঝেই হয় তো

কেঁদে মর্‌চ। এখন একটা কাজ ক'রো—যে ক' দিন এ বুড়ীটা অন্তত বেঁচে আছেন এঁকে আর দুঃখ-কষ্ট দিও না।'

কেদারবাবুও বলিয়া উঠিলেন—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে কথাটা আমিও বল্‌ব ভেবেছিলুম। হরি-ভায়া, কথায়ই তো বলে—গতস্য শোচনা নাস্তি। এবার দেশ-গাঁয়ে যাও, ধর্ম্মাধর্ম্ম মান আর না মান, ভিটে তো তোমার বাপেরই।'

হরিবিলাস এতক্ষণে আপনাকে সামলাইয়া লইতে পারিয়াছে। সে বলিল—'ধর্ম্মাধর্ম্মের কথা আমিও মনে করি না। আর একটা মাটীর ভিটে!—তা-ও থাক্‌লেই বা কি, আর গেলেই বা কি, কেদারবাবু। কিন্তু শোভা-দি'র মত আমিও ভাব্‌চি এ বুড়ীরই কথা,—শুধু আজ না, ক' দিন ধ'রে রোজই। কিন্তু আমার যে সোনার শেকলে পায়ে গেরো এঁটেচে!'

সুভদ্রার মুখে কাষ্ঠহাসি ফুটিয়া উঠিল। সে উপরের

দিকে চোক তুলিয়া ধীরে ধীরে বলিল—'তোমার শেকল তো আমরা ভাঙ্‌তে চাই না, দাদা। তাই নিয়েই তুমি আমাদের নূপুরের বাজ্‌না শুনিয়ো।'

হরিবিলাস সুভদ্রার দিকে দুই চক্ষুর স্থির দৃষ্টি দিয়া তাকাইল। তাহার মনে তখন আক্ষেপের কষাঘাত চলিতেছিল—আহা, এই বোনটী! যাহার হাত হইতে সে কতদিন খাবারটুকুও কাড়িয়া লইয়া খাইয়াছে; যে নিজের সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া পড়িয়া আছে প্রদীপের বাড়্‌তি সল্‌তা-টীরই মত—তাহারই বাপের সংসারে আলোক-মালা জোগাইবার জন্য;—তাহাদের গৃহ-দেবতা শ্যামসুন্দরের নূপুর-ধ্বনি শোনা ব্যতীত এই জগতে যাহার আর কিছুই এখন নাই;—যে তাহারও পায়ের শৃঙ্খলে সেই নূপুর-ধ্বনিই শুনিতে চায়—আহা, এই সেই বোনটী।—ইহার মুখের দিকেও তো সে চায় নাই!...কিন্তু উপায় কি?—একদিকে পিসিমা আর বোন, আর-একদিকে একটা পোষ্য কন্যা!—এক ছুটিয়া আসিয়াছে তাহারই সন্ধানে,

আর এক আলো ছাড়িয়া ছুটিয়াছে আলেয়ার পশ্চাতে! —বুঝিয়াও সে কিছু করিবার উপায় খুঁজিয়া পায় কই! হৃদয়ের টান সে উপেক্ষা করিতেই অভ্যস্ত; কন্যার সম্বন্ধে সে যে সত্যবদ্ধ! হরিবিলাসের অন্তর জুড়িয়া বারংবার শৈশব-শ্রুত পিতার উপদেশের ধ্বনি উঠিতে লাগিল—'সত্য ছাড়িও না, সত্য ছাড়িও না।'

সেই সত্যের কথা মনে করিয়াই হরিবিলাস সুভদ্রার কথার জবাব দিল—'সোনা হ'লেই তো নূপুর হয় না, বোনটী!—সে যে আমার পায়ের শেকল!'

বিজয় উপমাটা বুঝিতে পারিল। সে হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া তীব্রস্বরে বলিল—'টেনে ছিঁড়ে ফেলে দাও ও পায়ের শেকল! শুনে তো এলুম তার ঝন্‌ঝনানি লিলুয়ায়!'

বিজয়ের শেষের কথাটার অর্থ অন্য কেহই বুঝিতে পারিল না। কিন্তু হরিবিলাসের মনে তাহার প্রতিধ্বনি বাজিতে লাগিল। হরিবিলাস একটুখানি হাসিয়া

বিজয়কে বলিল—'তবে আপনা হ'তে গেরো খ'সে পড়ে তো আমি নাচার।'

এতক্ষণে যোগমায়ার মুখে কথা ফুটিল ; তিনি বলিলেন—'তোরা কি হেঁয়ালীতে কথা বল্‌চিস্‌, বুঝি না। তোকে নিয়ে কবে আমি দাদার ঘরে উঠ্‌তে পার্‌ব তাই বল্‌, হ'রে।'

হরিবিলাস বলিল—'পিসিমা, এখনও তোমাকে তা বল্‌তে পার্‌চিনে। তবে বাড়ীতে আমি যাব—এ ঠিকই।'

যোগমায়া আনন্দে মাতিয়া উঠিলেন ; বলিলেন—'তা হ'লেই হ'লো। এর বেশি আর কিছুই চাই না আমি। আমিও তো বুঝি, বিজয় যা-ই বলুক্‌, যে-শেকল তুই সেধে পায়ে জড়িয়েচিস্‌ তা জোর ক'রে ছিঁড়্‌লে মনুষ্যত্ব থাকে না।'

পিসিমা তাহার মনের ভাব ধরিতে পারিয়াছেন দেখিয়া হরিবিলাসও উৎফুল্ল হইল। সে বলিল—

'বিজয়ের সঙ্গে এখন তো রোজও দেখা হ'তে পার্‌বে। যখন যাব ব'লে পাঠাব।'

কথায় কথায় বেলা হইয়া পড়িয়াছিল। হরিবিলাসের ও বিজয়ের উভয়েরই আপিস; কেদারবাবুরও কলিকাতায় যাওয়ার সময় হইয়া আসিল। খাওয়া-দাওয়ার কথা উঠিলে হরিবিলাস জবাব দিল—'আমার আপত্তি নেই। কিন্তু সাম্‌নে থেকে পিসিমার হয় তো ইচ্ছে হবে তাঁর পাতের প্রসাদ খাই। আজ তো বেলা হ'য়ে গ্যাছে, সময় হবে না,—আর-একদিন এসে খাব।'

যাওয়ার সময় হরিবিলাস চোকের জলে ভাসিয়াই বিদায় হইল। কেদারবাবুর সদরে স্ত্রী-পুরুষ সকলে দাঁড়াইয়া হরিবিলাসকে দেখিতে লাগিল। মায়ের কাছে দাঁড়াইয়া সুভদ্রা একদৃষ্টে পথের পানে তাকাইয়া ছিল। হরিবিলাস চলিয়া যাওয়ার পর শোভা সুভদ্রাকে ডাকিতে গিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিতেই চীৎকার

করিয়া উঠিল—'ও পিসিমা, পিসিমা, দেখুন দেখুন, সুভার এ কি হ'লো! ও বিজু, ধর্ ধর্।'

যোগমায়া ও বিজয় সুভদ্রাকে ধরিতে না-ধরিতে সে মূর্চ্ছিত হইয়া মাটীতে পড়িয়া গেল।

— ১৭ —

তিনদিন ধরিয়া লিলুয়ায় ট্যাব্লোর অভিনয় চলিতেছে। প্রত্যেক দিনই দর্শকের ভীড়ে রঙ্গালয়ে তিল ধরিবার স্থান হয় না। অভিনয়ের সময়ে উচ্চ-প্রশংসার কলরবে এবং ঘন ঘন করতালিতে মহোৎসব চলিতে থাকে। অভিনয় শেষ হইলে সকলের মুখেই একই ধ্বনি উঠে—'Oh Juicy ! She is a jewel !'

রঙ্গালয় হইতে বাহির হইয়াই গোরারা শুঁড়িখানায় গিয়া পেট পূরিয়া মদ খায়, আর হল্লা করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে জুসির নামে গান ধরে—

Ain't a lass wee,—Missus please ?
Juicy ! Da'ling ! gee me a kiss !

তখন সেই হল্লার মুখে পড়িলে স্ত্রী-পুরুষের বাদ-বিচার থাকে না।

'ভারতবন্ধু'-সম্পাদকের দল প্রত্যেকে পঞ্চমুখ হইয়া দিনের পর দিন এই ট্যাব্লোর গুণগান করিতে লাগিলেন। শেষের দিনে একজনের সম্পাদকীয় মন্তব্যে ইহাও প্রকাশিত হইল—'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ফাইন্-আর্ট্-বিভাগে এই রকম নাট্যকলা-শিক্ষারও বিধান করুন। এই জন্য প্রয়োজন হইলে গবর্মেণ্ট্ অর্থ-সাহায্য করিতে কৃপণতা করিবেন না।'

'সঞ্জীবনী' এই ট্যাব্লোর বিরুদ্ধে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিল। এই সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় বৃদ্ধ সম্পাদক গর্জ্জন করিতে লাগিলেন—'লিলুয়ায় যে-প্রকার কুরুচির দৃষ্টান্ত চলিতেছে বলিয়া আমরা সংবাদ পাইলাম, তাহাতে, আর কোনও কারণে না হইলেও, অস্বাভাবিক উত্তেজনার মুখে দুর্ব্বৃত্তগণের অত্যাচার হইতে কুলি-রমণীগণকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে অবিলম্বে প্রতীকার হওয়ার আবশ্যক।'

অতঃপর সত্য-সত্যই যখন লিলুয়ায় এক কুলি রমণীর উপর মাতাল গোরার পাশবিক অত্যাচারের একটী কাহিনী প্রকাশিত হইল, তখন সকলে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন—আলবার্ট্-হলে এক মহতী সভার ব্যবস্থা করা যাউক্। তাহাতে মেয়র সভাপতি হইবেন এবং ভারতহিতৈষী এণ্ড্রুজ্ প্রভৃতি বক্তৃতা করিবেন।

সভাস্থলে প্রথমেই এক বাব্রিওয়ালা ছোক্রা উঠিয়া বলিল—'আমি একটী কবিতা পড়্ব। কবিতাটী দীর্ঘ-ত্রিপদী-ছন্দে রচিত, আর এতে গোরাদের গালিও দেওয়া হয়েচে বিস্তর।'

সভাপতি বলিলেন—'কবিতার কথা তো অ্যাজেণ্ডায় নেই। গোড়ায় কয়েকজন কুমারী সঙ্গীত কর্বেন।'—বলিয়াই তিনি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন—'সঙ্গীত।'

সভার কার্য্য আরম্ভ হওয়ার পর প্রস্তাবের মুসাবিদা লইয়া মহা-গোলযোগ উপস্থিত হইল। বৃদ্ধদের মতে এই কুরুচির দৃষ্টান্তের প্রতি গবর্মেণ্টের দৃষ্টি প্রথমে

আকর্ষণ করা হউক্ এবং সেই আর্জীর মধ্যে 'করজোড়ে নিবেদন' কথাটীরও উল্লেখ থাকার প্রয়োজন। এই কথা শুনিয়া যুবকের দল ক্ষেপিয়া উঠিল। তাহারা চেঁচাইতে লাগিল—'সভা হ'তে বের করে দাও এই সব পা-চাটাদের! আর্জ্জী কর্‌ব কিসের? বলং বলং বাহু-বলং—মারব্ ঘুসি নাকের ডগায়, আদায় কর্‌ব যা চাই তাই।'—বলিয়া কয়েকজন যুবক সত্যই ঘুসি উঁচাইয়া উঠিল। প্রৌঢ় বয়সের লোকেরা বলিল—'ওর দুটোই না-মঞ্জুর। আমরা কাউন্সিলে লড়াই কর্‌ব।' পিছন হইতে কে একজন বলিয়া উঠিল—'সে গুড়ে বালি! লিলুয়ার লালমুখের দল বাংলা-গবর্মেণ্টের চৌহদ্দির বাইরে—মোসন্ মাথা তুল্‌তে পেলে তো!'

সভার একপাশে বসিয়াছিল একদল নব্য ছোক্‌রা। তাহারা গোবরডাঙ্গার 'আম্র-মুকুল-সমিতি'র সভ্য। এই ছোক্‌রার দল হুলস্থূল বাধাইয়া দিল—'কুরুচি কি? যে-রকম শোনা গ্যাছে, ট্যারোটা আর্টের দিক দিয়ে

নিখুঁত ব'লেই মনে হয়। রুচি-টুচির কথা রাখ্‌লে চল্‌বে না—ওটা বাদ দিতে হবে। শুধু গোরার অত্যাচারের কথা থাক্—নইলে, আমরা সভা ভেঙে দেবো।'

গোলযোগের মীমাংসা হইতেছিল না, বরং কথায় কথায় তর্ক, তর্ক হইতে বচসা এবং তারপর মারামারি হইবার উপক্রম হইল।

এণ্ড্রুজ্ সাহেব এই সব দেখিয়া-শুনিয়া করজোড়ে সকলকে বলিতে লাগিলেন—'আপনারা শান্ত হউন! চারদিকে ফেউ ওৎ পেতে আছে—আপনারা এখানে যা বল্‌বেন বা কর্‌বেন, তা বিলাতের "মর্ণিংপোষ্ট্"-এ ছাপা হ'তে দেরী হবে না; আর তা হ'লেই স্বরাজ আরো দশ বছর পেছিয়ে দেওয়ার সুযোগ ঘট্‌বে। কোনো রেজোলিউশন্ ক'রে কাজ নেই। আমি নিজেই নয় দার্জ্জিলিং যাচ্ছি। দেখি, সেখানে লাট-সাহেবের দপ্তরে দরবার ক'রে কি কর্‌তে পারি।' দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ্ সাহেব সেই রাত্রেই দার্জ্জিলিং-এ চলিয়া গেলেন।

— ১৮ —

ট্যারো শেষ হওয়ার পরদিন সকালেই রাব্ রিং ও জুসির সঙ্গে পরামর্শ করিতে আসিল—তাহার ইচ্ছা দুই-তিন দিন পরে আবার কয়েকটা দিন অভিনয় চলে। সেই জন্য বিল্‌কেও আরো কিছুদিন লিলুয়ায় রাখার ব্যবস্থা হইল।

পরামর্শ স্থির করিয়া রাব্ বলিল—'তা হ'লে এই-ই ঠিক রইল। আজ হ'লো শনিবার; রবি সোম মঙ্গল—এই তিন দিন বাদে বুধবার হ'তে আবার প্লে চল্‌বে।'

জুসি বলিল—'তা তো যেন চল্‌বে। কিন্তু তিন-তিনটা দিন চুপ ক'রে থাক্‌তে হবে তো! কি ক'রে

সে সময়টা কাটবে তারও একটা যুক্তি কর। আমি কিন্তু একটা-কিছু না হ'লে পেট ফেঁপেই মারা যাব।'

'বেশ! এর মধ্যে নয় কাল-পশু'ই একটা চড়িভাতি-রকমের কিছু করা যাক্। কি বল, রিং?'

রিং বলিল—'বাধা কি!

জুসি বলিল—'সে তো যখন হবে তখন হবে। আজই বা বাদ যায় কেন? আপাতত একটা-কিছু হোক্ না।'

এ কয়েক দিনের সখের উৎসবে জুসির মন ঘোড়-দৌড়ের ঘোড়ার মত অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল; সে আর লাগামের বাঁধ মানিতে চাহে না!

রিং ও রাব্ উভয়েই আগ্রহের সহিত জুসির মুখের পানে তাকাইয়া ছিল। রিং বলিল—'তুমিই ভেবে বল না, কি করা যায়!'

জুসি একটু ভাবিয়া বলিল—'এস, আমরা সাইকেলের রেস্ খেলি। ধর, এখান হ'তে বেলা চারটায় রওনা হব, সন্ধ্যা-নাগাদ যেখানে পৌঁছুব, সেখান থেকে রেলে

ফিরে আস্‌ব। রেসে যে ফার্ষ্ট্‌ হবে, সে একটা প্রাইজ্‌ পাবে।'

রিং ও রাব্‌ দুই জনেই উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—'কি রকমের প্রাইজ্‌?'

'সে ব্যবস্থা অবস্থা বুঝে হবে। ব্যাটাছেলের এক রকম, মেয়েছেলের আর-এক রকম।'

রাব্‌ হাসিয়া বলিল—'আমার জিত হয় তো প্রাইজ্‌ আমি বেছে নেবো, সে কথাও আগে ব'লে রাখ্‌চি।'

রিং জিজ্ঞাসা করিল—'খেলোয়াড় তো আমরা এই তিনজনই,—না? তিনটে সাইকেল্‌ তা হ'লে চাই। আচ্ছা, আমি জোগাড় ক'রে আন্‌চি।'

জুসি বলিল—'হ্যাঁ, তিনটে তো চাই-ই। তা... চারটে হ'লেই হয় ভালো। বিল্‌ বেচারা বিদেশ হ'তে এসে আট্‌কে রয়েচে, সে আর বাদ যায় কেন?'

জুসির মতই গ্রাহ্য হইল। ঠিক হইল গ্রাণ্ড্‌ ট্রাঙ্ক্‌ রোড্‌ দিয়া রেস্‌ চলিবে।

পরামর্শ শেষ হইলে বিল্‌কেও খবর দেওয়া হইল— সে যেন চারিটার আগেই প্রস্তুত হইয়া আসে।

রিং বারোটার সময়েই নিজে আসিয়া চারিটা সাইকেল্‌ রাখিয়া গেল।

— ১৯ —

রেসের প্রত্যাশিত আনন্দের উত্তেজনায় জুসি তিনটা পর্য্যন্ত আনচান করিতে লাগিল। তিনটার সময়েই রাব্ আসিয়া উপস্থিত হইল। সে ঘরে ঢুকিয়াই বলিল —'কই, রিং আর বিল্ এসেচে?'

জুসি বলিল—'না। এখনো সময় হয়নি। আর একটু পরে নয় লোক পাঠাচ্চি। তুমি বোসো।'

চারিদিকে কুলি মজুরের ধর্ম্মঘটের ডঙ্কা বাজিয়া উঠিয়াছে। লিলুয়ায়ও আতঙ্কের সীমা নাই। কারখানার কর্ত্তারা ঘাঁটি আঁটিয়া পাহারার বন্দোবস্ত করিতেছেন। তিনটার পর হঠাৎ একটা হৈ চৈ শোনা গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে শব্দ হইল—গুড়ুম্! গুড়ুম্!

রাব্ ও জুসি দুইজনেই ঘরের বাহির হইয়া দেখিতে লাগিল—ব্যাপার কি! কারখানার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই উভয়ে দেখে—বিল্ ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইয়া আসিতেছে।

কাছে আসিয়া বিল্ হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল—'ধর্ম্মঘট! ধর্ম্মঘট! কোথাকার কুলি-মজুররা দল বেঁধে এসেচে, আর বল্‌চে এখানকার লোকদেরও কারখানা ছেড়ে বেরিয়ে যেতে। রিং ব'লে দিল—সে আস্‌তে পার্‌বে না—আপিসে থাকার হুকুম হয়েচে। আহা, বেচারা রিং! না আস্‌তে পেরে মুখখানা তার এতটুকু হ'য়ে গ্যাছে।'

জুসি মুখ কাঁচুমাঁচু করিয়া বলিল—'তাই তো!... কি করা যায়, রাব্, তবে?'

রাব্ ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—'এমন ঘটনা ঘট্‌বে, তা তো কারুরই জানা ছিল না। কিন্তু এ সময়ে রিং-এর এখানে থাকাও তো দরকার। তা,...প্রোগ্রাম্ যখন ঠিক হ'য়ে আছে, তখন এস...এই তিনজনেই..., কি বল, জুসি,—অবশ্য তোমার যদি আপত্তি না থাকে?'

'আরে না, না। আমার আবার আপত্তি কিসের ?'

বিল্ বলিল—'বরং গোলমাল থেকে দূরে থাকাই ভালো,—বিশেষ কানের কাছে যখন এই গুড়ুম্ গুড়ুম্ !'

বিল্ থিয়েটার করিয়াই বেড়ায়,—টীনের তরোয়াল আর পট্‌কা লইয়াই তাহার খেলা, সুতরাং আসল বন্দুকের গুড়ুম্ গুড়ুম্ শব্দে তাহার তেমন রুচি নাই। তার উপর মেদের শরীর বলিয়া চম্পটের বেলায়ও সে একটু কূর্ম্ম গতি।

বিলের মখে গুড়ুম্ গুড়ুম্ কথাটা শুনিয়া জুসি ও রাব্ উভয়েরই মনে পড়িল ঐ রকম শব্দ যে এইমাত্রই শোনা গিয়াছে। রাব্ বলিল—'এই তো শব্দ শুনলেম, —গুলি চলেচে নাকি ?'

বিল্ বলিল—'না। ও ফাঁকা আওয়াজ। মজুর-লোকদের ভয় দেখাবার জন্যে।'

জুসি বলিল—'যাক্, ফাঁকা হ'লেই মঙ্গল।'

বিলের ন্যায় জুসিরও হাতিয়ারের উপর শ্রদ্ধা নাই। কিন্তু রাব্ মরদ জোয়ান, বন্দুক-কামানের কসরতে তাহার পোক্ত হাত! সে বুক ঠুকিয়া বলিয়া উঠিল—'ফাঁকা আর সাচ্চা কি! যা চল্‌বে এক-তর্‌ফাই তো! আর-পক্ষের সম্বল তো ইট-পাট্‌কেল! লাগুক্ দেখি তার একটা টুপীর কোণেও—ভিটেয় ঘুঘু চরিয়ে দেবো না! সবাই একজোট হ'য়ে তা হ'লে বন্দুক চালাব—গুড়ুম্ গুড়ুম্ তিনদিন তিনরাত।'

... ...

চারিটা বাজিতেই তিনজনের সাইকেলের বেল্ ক্রিং ক্রিং করিয়া বাজিয়া উঠিল। গ্রাণ্ড্ ট্রাঙ্ক্ রোডে পড়িয়া রেস্ আরম্ভ হইল। মোটা বলিয়া বিল্ রাব্ ও জুসির সঙ্গে সমান পাল্লা দিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। কিছু-দূর যাইতে না-যাইতে সে পিছাইয়া পড়িল। রাবের ও জুসির বাইক্ প্রায় সমান সমান যাইতেছিল। আর-কাহারও প্রতিযোগিতার আশঙ্কা নাই দেখিয়া কিছুদূর

যাইয়া তাহারা সাইকেলের গতি কমাইয়া একসঙ্গে গল্প করিতে করিতেই চলিল।

চন্দননগরের কাছাকাছি গিয়া সন্ধ্যা হইল। জুসি সাইকেল হইতে নামিয়া পড়িয়া বলিল—'একটু জিরিয়ে নেওয়া যাক্। গলা কাঠ হ'য়ে গ্যাছে। এক কাপ্ চা হ'লে হ'তো ভালো।'

জুসির দেখাদেখি রাব্ও সাইকেল্ হইতে নামিয়া পড়িয়াছিল। সে বলিল—'আচ্ছা, তুমি বোসো, আমি দেখ্‌চি।'

রাব্ আবার সাইকেলে চড়িয়া লোকালয়ের দিকে চলিয়া গেল। জুসি এদিক ওদিক চাহিয়া একটা বকুল-ফুলের গাচ দেখিতে পাইল। গাছের তলায় পরিষ্কার সবুজ ঘাস—কেহ যেন মখমল পাতিয়া রাখিয়াছে। জুসি বকুল-গাছের সঙ্গে বাইক্‌টা ঠেকাইয়া রাখিয়া ঘাসের উপর শুইয়া পড়িল।

সন্ধ্যার হাওয়ায় চারিদিকে একটা অলস মাদকতার

ভাব খেলিতেছিল। বাতাস সামান্য একটু বহিলেই বকুল ফুল ঝুর্ ঝুর্ করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছিল। জুসির আশে-পাশে বুকে মাথায় একটী দুইটী তিনটী করিয়া ফুল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। ফোটা ফুলের মিষ্ট গন্ধে তাহার মনে দোদুল-ছন্দে তেমনই মিঠা-সুরের গান বাজিয়া উঠিল। জুসি শূন্যের উপর হাত তুলিয়া ঝরা ফুল নীচে পড়িতে না-পড়িতে কুড়াইতে লাগিল।

অদূরে সাইকেলের শব্দ শোনা গেল। রাব্ ফিরিয়া আসিয়া বলিল—'নাঃ! এদিকে সাহেব-সুবো দেখ্তে পেলেম না। দেশী দোকানের চা তো আর মুখে রুচ্বে না। কমলালেবু পেয়েচি, নাও,—জল-তেষ্টা মিট্বে।'

জুসি শুইয়া শুইয়াই বামহাতে গোটা দুই লেবু লইল। এবং খোসা ছাড়াইয়া এক হাতে কোয়াগুলি মুখে দিতে দিতে অন্য হাতে যেমন ঝরা বকুল-ফুল ধরিতেছিল তখনও তেমনই ধরিতে লাগিল।

রাব্ জুসির হাতের দিকে চাহিয়া বলিল—'ও কি হচ্ছে ? হাত বাড়িয়ে ফড়িং ধর্‌চ নাকি ?'

জুসি হাসিয়া বলিল—'দূরে ব'সে আন্দাজেই ঢিল ছুঁড়্‌চ ! চোক চেয়ে ছ্যাখো না—কি জোগাড় কর্‌চি !'

রাব্ দেখিল জুসির বুকের উপর বকুল-ফুলের রাশ ! ফুলগুলি মাটীতে পড়ার আগেই জুসি ডান হাত উপরে তুলিয়া তাহা কুড়াইয়া লইয়াছে ; আর তাহারই স্তূপ করিয়াছে নিজের বুকের উপর।

'বাঃ ! ভারী সুন্দর তো ! এ ফুলগুলোর গন্ধও বড় মিষ্টি !'—বলিতে বলিতে রাব্ আন্‌মনা-ভাবে কয়েকটা ফুল জুসির বুক হইতে তুলিয়া লইয়া নিজের নাকের কাছে ধরিল।

জুসি রাবের হাত চাপিয়া ধরিয়া ভ্রূকুটি করিয়া বলিল—'ভারী দুষ্টু তো ! আমার বুকের ফুল তুলে নিলে ! না, ও ফুল আমি দেবো না। পার তো, নিজেও কুড়িয়ে নাও।'

রাব্ জুসির মুখের দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিল। বলিল—'আচ্ছা. হাত ছাড়, হাত ছাড়,—নিচ্ছি নয় নিজেই ফুল কুড়িয়ে।'

রাব্ জুসির পাশে বসিয়া তাহারই মত হাত উঁচু করিয়া ঝরা ফুল কুড়াইতে লাগিল।

কুড়াইতে গিয়া একটা ফুল দুইজনের হাতের কাড়াকাড়িতে পড়িয়া গেল জুসির বুকের উপর। রাব্ বলিল—'ও ফুল আমার। আমার হাত হ'তে প'ড়ে গ্যাছে।'

জুসি ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল—'ঈস্! পড়েচে তো আমার বুকের ওপরে। নাও দেখি তুলে আবার!'

'বেশ। এবার নয় আমি হারই মেনে নিলেম। কিন্তু আবার ও-রকম হ'লে কেড়ে নেবো।'

জুসি চোক ঘুরাইয়া বলিল—'ঈস্! দিলে তো!'

'আচ্ছা, আমিও নয় শুয়ে নিচ্ছি। আমার বুকেও ফুল পড়্বে তো! তাতে কে হাত দেয় দেখে নেবো!'—

বলিয়া সত্যই রাব্ জুসির পাশে শুইয়া পড়িল এবং গাছের দিকে হাত পাতিয়া রহিল।

অনেকক্ষণ ফুল পড়ে না। রাব্ ও জুসি দুইজনেই হাত তুলিয়া আকাশের দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া আছে। হঠাৎ একটু জোরে হাওয়া বহিল। অম্‌নি ঝুর্ ঝুর্ করিয়া কয়েকটী ফুল একসঙ্গে ঝরিয়া পড়িল। জুসি ও রাব্ দুইজনেই সব-কয়েকটী ফুল ধরিতে গিয়া হাতে হাতে কাড়াকাড়ি লাগাইয়া দিল। ইতিমধ্যে ফুলগুলি দুইজনের মাঝে পড়িয়া গিয়াছে। জুসি হাত বাড়াইয়া দিল রাবের দিকে, রাব্ হাত বাড়াইল জুসির দিকে; আর সেই ফুল ধরিতে গিয়া একের হাত অন্যের হাতে জড়াইয়া পড়িল।...তারপর?...সন্ধ্যার ঘোলাটে ছায়ায় কখন জুসির বুকের ফুলগুলি রাবের বুকের চাপে দলিত হইয়া গেল, দুইজনের কাহারই খেয়াল রহিল না।

... .

বিষের হাওয়া

রাস্তায় সাইকেলের ক্রিং ক্রিং শব্দ শুনিয়া জুসি ও রাব্ দুইজনেই সচকিত হইয়া উঠিয়া পড়িল।

জুসি মাথার বাব্রি-কাটা চুল হাতের চাপে ঠিক করিতে না-করিতে বিল্ কাছে আসিয়া পড়িল।

— ২০ —

পরদিন সকালেই রাবের আসার কথা ছিল। কিন্তু বেলা বারটা বাজিয়া গেল, তবু তাহার দেখা নাই। বিলের সঙ্গে জুসি ইহারই আলোচনা করিতেছিল, এমন সময় পোঁ পোঁ করিয়া রাবের মোটর আসিয়া পড়িল। রাব্ একলাফে মোটর হইতে নামিয়াই বলিয়া উঠিল—'জুসি, জুসি, সব ভেস্তে গেল!'

তাড়াতাড়ি চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া জুসি আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল—'কি হয়েচে?'

রাব্ বলিল—ম্যাজিষ্ট্রেট্-সাহেব তাহাকে খবর দিয়াছেন, লাট-সাহেবের দপ্তর হইতে তার আসিয়াছে—লিলুয়ায় ট্যাঙ্গো আর চলিতে পারিবে না।

বিল্ মাথা খাড়া করিয়া বলিল—'এর কারণ ?'

রাব্ টেবিলে ঘুসি মারিয়া বলিল—'কারণ আর বুঝ্‌চেন না, মিষ্টার বিল্ ?—জ্ঞাতি-শত্তুরের কাণ্ড আর কি !—নইলে, এদেশের লোকের চ্যাঁচানীতে তো লাট-বেলাটের ঘুম হয় না ! আমাদেরই জাত-ভাই কোন্ হতচ্ছাড়া যেন লাগিয়েচে ! তা হোক্, আমিও সহজে ছাড়্‌চিনে। ময়দা-এসোশিয়েশনের মেম্বাররা এককাট্টা হ'য়ে সই ক'রে বিলেতে চিঠি পাঠাব—পার্লামেণ্টে হুলস্থূল লাগিয়ে দেবো না !'

সখের জল্পনা-কল্পনা সমস্তই চুরমার হইয়া গেল। জুসি হতাশ হইয়া পড়িল—এখন তবে করা যায় কি !

রাব্ বলিল—'সংপ্রতি তো আর উপায় নেই। এই এটা-সেটা ক'রেই দু'-পাঁচদিন কাটিয়ে দেওয়া যাক্। এর মধ্যে ভেবে দেখি নতুন-কিছু মাথায় আসে কি না !...আহা, মিষ্টার বিল্, মিছেই আপনাকে আট্‌কে রেখে কষ্ট দেওয়া গেল !'

বিল্ বলিল—'না, না,—সে কি কথা! আমি তো দিব্যি আরামেই আছি।...তবে, হ্যাঁ,—বেচারা রিং এখন আর মেলা-মেশার তেমন সময় পায় না, তাই অনেক সময় তাকে ছেড়ে থাকা, এই যা দুঃখ।'

জুসি রাবের কথা মনে করিয়া এতক্ষণে তাহার উত্তর দিল—'হ্যাঁ, যা বলেচ, ঐ এটা-সেটা এই সব ফাল্‌তো আমোদেই এখন দিন-কয়েক কাটাতে হবে, রাব্।...তা একটা কাজ তো করা যায় আজও। অনেক দিন আমার বইটার কাজ কিছু হয়নি—আজ নয় যাওয়া যাক্ সেই কেরাণী-মহল্লায়—তাতেও তো একটু-আধটু চুটকি আমোদ আছেই। তুমি তো বলেছিলে, রাব্, তোমার আপিসের বাবুকে সঙ্গে দেবে,—হবে সুবিধে আজ? আর, বিল্, তোমারও সময় হবে বেড়িয়ে আস্‌বার?'

রাব্ ও বিল্ দুইজনেই প্রশ্নের জবাব দিল—'হ্যাঁ।'

আধ ঘণ্টার মধ্যেই কাপড়-চোপড় বদ্‌লাইয়া জুসি ও বিল্ রাবের সঙ্গে হাবড়ায় চলিল।

... ...

যে আপিস-বাবুটীর কথা রাব্ বলিয়াছিল তাঁহার নাম সিদ্ধেশ্বর মজুমদার। একাদিক্রমে চল্লিশ বৎসর ময়দার কলের সাহেবদের মন জোগাইয়া তাহাদেরই সুপারিশে সম্প্রতি ইনি 'রায় সাহেব' খেতাব পাইয়াছেন। রাবের আপিসে এই রায় সাহেব সিদ্ধেশ্বরই কেরাণী ও কুলি-কুলের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা, অর্থাৎ বড়-বাবু। সাহেবের অগাধ বিশ্বাস তাঁহার উপর, আর তাঁহারও ততোধিক বিশ্বাস সাহেব-জাতিটার উপর। তাই রাব্ জোর-গলায়ই জুসিকে ভরসা দিয়াছিল—ইহার সাহায্যে তাহার বইয়ের মাল-মসলা জুটিবে প্রচুর।

ব্যাপারী সাহেবদিগকে অনেক সময় বাজারের দর দেখিতে বাহিরে বাহিরেই ঘোরাঘুরি করিতে হয়।

বিষের হাওয়া

বয়সের কালে সিদ্ধেশ্বর জাহাজের গাধা-বোটের মত সাহেবদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিত। তাহাতে শ্রমের তক্‌লিফ্‌ মনে হইত না দস্তুরী ও পার্ব্বণী পকেটে পূরিতে পাইয়া। এখন বৃদ্ধ হইয়া, বিশেষতঃ রায় সাহেবের মান পাইয়া, সিদ্ধেশ্বর ঘোরাঘুরি যতটা এড়াইয়াছেন, আপিসের কাজ তাঁহার ঘাড়ে পড়িয়াছে ততটা। ইহাতে লাভ হইয়াছে ডবল—একটা লাভ কুলি-মজুর ও কেরাণীদের উপর অবাধ কর্ত্তৃত্ব; আর-একটা লাভ—এই কর্ত্তৃত্বের ফলে রায় সাহেবের উপর একটী ফাউ-খেতাব, যথা—'বড়-মামা সিধু!' সিদ্ধেশ্বরের শৈশবের বিদ্যা চল্লিশ বৎসর পাক খাইয়াও পান-করা বাঁশেরই মত টিকিয়া আছে। সেই বংশদণ্ডের মধ্যে দাঁত বসাইবার শক্তি কোন ঘুণেরই নাই। তাই আপিসের আমলা-ফয়লারা তাঁহার বিদ্যার গুরুত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহাকে অভিভাবকের পদ দিয়া রাখিয়াছে—একপুরুষ উর্দ্ধে সম্পর্ক পাতাইয়া।

ট্যাব্লোর পরামর্শ হওয়া অবধি রাব্‌ হাবড়ায় বড় থাকে না। ইহাতে রায় সাহেব সিদ্ধেশ্বর একদিকে নিশ্চিন্ত। ভরা-পেটে আপিসে আসিয়া এই বৃদ্ধ বয়সেও অনেক দিন চক্ষু-দুইটাকে টানিয়া টান রাখিতে হইত। এখন কিছুদিন সে বালাই তো নাই-ই, বেলা দুইটায় কালাচাঁদের মৌতাতটুকুর যে অভ্যাস পাকিয়া গিয়াছে তাহারও কসরত অবাধেই চলে। তবু আপিসে আসিয়া ঐ ঘণ্টা-আধেকের ঝিমের যে বরাদ্দ হইয়াছে তাহার ঘাঁটি আগ্‌লায় সিধু-মামার আসল ভাগিনেয় জীবন। জীবনও মামার আপিসেই কাজ করে; এবং সময়মত মামাকে টিপ দিয়া জাগাইয়া দেয়। ভাগিনেয়ের হাতের গা-টিপুনীটী পাইলেই মামা চকিত হইয়া উঠেন; এবং তৎসঙ্গে সাহেবের আলাপ পাইলে হাঁক-ডাকের ও ফাইল্‌-তলপের কাজ বিষম জোরে চলিতে থাকে।

রায় সাহেব সিদ্ধেশ্বর বেলা দুইটার মৌতাতটুকু মুখে তুলিয়া দিয়াছেন, চক্ষু-দুইটীতেও একটু ঝিম আসিয়াছে,

এমন সময় রাবের খাস-আর্দ্দালী আসিয়া সাহেবের সেলাম জানাইল।

আর্দ্দালীকে আসিতে দেখিয়া জীবন সময়মতই মামার গায়ে মামুলী টিপটী দিয়াছিল। সিদ্ধেশ্বর লাফাইয়া উঠিয়া বলিল—'ঈয়েস্, স্যার্,—ভেরী গুড্, স্যার্,—(Yes, Sir,—very good, Sir,)—কই, যোগীন বাবু,—কই? সাহেব ফাইলের জন্যে দাঁড়িয়ে রয়েচেন,—দেখ্‌চ না? এতক্ষণ দেরী কেন? রোজই দেখ্‌চি, কিছু চাইলে তোমার সাত বচ্ছর যায় তা আনতে! এরকম আবার হ'লে,...অ্যাঁ, দেখিয়ে দেবো না!'

আর্দ্দালী মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল—'ফাইল্ নেহি, হুজুর,—সাব্ আপ্‌কো মাংতে।'

জীবন মামার কানের কাছে মুখ দিয়া বলিল—'ছ্যাঃ ছ্যাঃ, মামা! টিপ দিলুম, তবু আর্দ্দালীটার সাম্‌নেই ঈদ্ ফাঁক ক'রে দিলেন!'

সিদ্ধেশ্বর চোক কচ্‌লাইয়া বলিলেন—'কেন, কেন, কি হয়েচে ?' সঙ্গে সঙ্গে সম্মুখে চাহিয়া আর্দ্দালীকে দেখিয়া একটু অপ্রস্তুত হইলেন। তবু হাসিয়া বলিলেন—'আরে ও সুন্দর সিং, ক্যা হুয়া ? আজ সাব্‌ এৎনা জল্‌দি জল্‌দি আয়া কাঁহে ? গোস্‌সা-টোস্‌সা হয়নি তো ?'

সুন্দর সিং বলিল—'মালুম তো নেহি, হুজুর। লেকেন একঠো জেনানা-আদমীকা সাথ আবি আয়া।'

সিদ্ধেশ্বর রুমাল দিয়া চোক মুখ মুছিয়া বলিলেন—'চল।'

জুসি ও বিল্‌কে লইয়া রাব্‌ সরাসর নিজের কামরায় আসিয়া বসিয়াছিল ; এবং বসিয়াই হুকুম দিয়াছিল—'ছিটা বাবুকো ছেলাম ডাও।'

সিদ্ধেশ্বর সাহেরের ঘরে ঢুকিয়া প্রত্যেকের দিকে মাথা নোয়াইয়া সেলাম করিল।

য়াব্ জুসিকে বলিল—'এই আমার বাবু।' তারপর সিদ্ধেশ্বরকে বলিল—'বাবু, আমার এই মহিলা-বন্ধুটীর জন্যে তোমাকে কিছু কাজ ক'রে দিতে হবে। কি কাজ, এর মুখেই শুন্‌তে পাবে। তোমার আজ ছুটী। এখন আপিসে যাও। আধ ঘণ্টার মধ্যেই আবার ডাক্‌ব।'

সিদ্ধেশ্বর আবার তিনটা কুর্ণিশ করিয়া বাহিরে আসিলেন। সাহেব আর্দ্দালীকে ডাকিবার ঘণ্টা বাজাইল।

বাহিরে আসিয়া সিদ্ধেশ্বর দাঁড়াইয়া রহিলেন। আর্দ্দালী ফিরিয়া আসিলে তাহার কাছে তিনি আগাইয়া গেলেন এবং তাহার মুখের কাছে মুখ আনিয়া চাপা-গলায় জিজ্ঞাসা করিলেন—'মেমটী কে হে, সুন্দর সিং? আত্মীয়-টাত্মীয় কেউ?'

সুন্দর সিং যাহা বলিল তাহার মর্ম্ম এই—মেম সাহেবের আত্মীয়ও হইতে পারে, কিংবা না হইতেও পারে,—তাহার তো কিছুই মালুম হয় নাই। তবে

উহার যে একটা-কিছু, তাহা নিশ্চয়ই, কারণ তাহার প্রতি তিনজনেরই চা-ফরমাসের হুকুম হইয়াছে।

আপিসে আসিয়া সিদ্ধেশ্বর উচ্চৈঃকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন—'এক্ষুণি আমাকে সাহেবের নিজের লোক এক বিবিকে নিয়ে কাজে বেরুতে হবে। কারু কাজকর্ম্ম যেন বাকী না পড়ে। পড়্‌লে,...অ্যাঁ, দেখিয়ে দেবো না!'

ফের ডাক হওয়ার পূর্ব্বে সিদ্ধেশ্বর মনে মনে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—'মা-কালী, এই মেম যেন সাহেবের কেউ হন, আর সাহেবও যেন মেমের কথা রাখেন, আমি যেন মেমের কাজ ক'রে তাঁকে খুশী কর্‌তে পারি, আর মেম যেন সাহেবকে ব'লে আমার ষষ্ঠীদাসের একটা উপায় ক'রে দেন।'

ষষ্ঠীদাস সিদ্ধেশ্বরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তাহারই একটী চাকুরীর জন্য মা-কালীর নিকট সিদ্ধেশ্বরের এই প্রার্থনা। কারণ ষষ্ঠীদাস রায় সাহেব সিদ্ধেশ্বরের পরিবারে

যুব-রায়-সাহেব হইলেও খোদ রায়-সাহেবের চেষ্টায়ও এ পর্য্যন্ত তাহার কাজকর্ম্মের কোনো সুবিধা হয় নাই, যেহেতু তাহার বিদ্যার বহর রয়েল্ রীডার্ নম্বর ফোর্ পর্য্যন্ত !

— ২১ —

সিদ্ধেশ্বরকে যখন আবার ডাকা হইল তখন রাব্ বলিতেছিল—'মিষ্টার বিল্, আপনি হয় তো ঘোরাঘুরি ক'রে আবার এদিকে আস্‌বেন না। আর রিংকে একেবারেই একলা ফেলে সবাইরই দূরে থাকাটা দেখায়ও না ভালো। আপনি লিলুয়ায় গিয়ে জুসির বাসায় খবরটা দেবেন, জুসি রাতে এখানেই খাবে। খাওয়া-দাওয়ার পর তাকে আমিই দশটার মধ্যে পৌঁছিয়ে দিয়ে আস্‌ব।...কেমন, জুসি, তোমার এতে আপত্তি নেই তো?'

জুসি হাসিয়া বলিল—'নেমন্তন্নে আবার আপত্তি কার!'

সিদ্ধেশ্বর সাহেবের ঘরে ঢুকিয়া রাবের শেষ কথাগুলি শুনিতে পাইলেন। তখন তাঁহার মন আশায় নাচিয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন—'নাম শুনে এখন বুঝা গেল বিবিটী কে! জুসির নাম আজকাল না শুনেচে কে! একে নিয়েই তো রাব্ সাহেবের ঢলাঢলি চল্‌চে লিলুয়ায়! যাক্, জালে ফেল্‌তে পারি তো, পড়্‌বে একেবারে কাৎলা! সাহেবের সাধ্যি কি এর কথা ঠেলেন!' সিদ্ধেশ্বর আর-এক দফা মা-কালীর কাছে মনে মনে প্রার্থনা জানাইলেন—'মা-কালী, আমি যেন মেমের কাজটা ক'রে তাঁকে খুশী করতে পারি, আর মেম যেন সাহেবকে ব'লে আমার ষষ্ঠীদাসের একটা উপায় ক'রে দেন!' এবারকার প্রার্থনা সংক্ষেপেই শেষ হইল; কারণ মেম সাহেবের-কেহ-হওয়ার-বিষয়ে এবং মেমের কথা সাহেবের-রাখা-সম্বন্ধে তাঁহার আর সন্দেহ রহিল না।

...   .

মোটরে যাইতে যাইতে জুসি সিদ্ধেশ্বরকে বুঝাইয়া দিল তাহার কি-সব খবর চাই।

সিদ্ধেশ্বর বলিলেন—'সে আর বেশি কি? লাল-দীঘির কাছে দাঁড়ালেই পাঁচটা সোয়া-পাঁচটায় কেরাণী-মিছিল দেখা যাবে। সে সময়ের তো এখনও ঢের দেরী। এর আগে পুলিশ-কোর্ট্‌টাও একবার দেখুন, ম্যাডাম্‌। সেখানে দু-চারটে মাম্‌লা-মোকদ্দমা দেখ্‌লেও আপনার বইয়ের কিছু রসদ জুট্‌বে।'

জুসি উৎফুল্ল হইয়া সিদ্ধেশ্বরের পিঠ চাপ্‌ড়াইয়া দিল; বলিল—'বেশ বলেচ, বাবু। হ্যাঁ, এটা বুদ্ধির কথাই বটে। একটা হাসপাতাল আর দু-চারটে মামলা-মোকদ্দমা দেখ্‌লেই যত সহজে দেশের নাড়ী-নক্ষত্র জানা যায়, সতেরোটা জায়গা ঘুরেও তা হয় না।'

সিদ্ধেশ্বর জুসিকে লইয়া যখন কোর্টে পৌঁছিলেন তখন একটা পুলিশ-চালানী মোকদ্দমা চলিতেছিল।

মোকদ্দমায় আসামী চারিজন হিন্দু ও চারিজন মুসলমান ; এবং তাহাদের সঙ্গে অতিরিক্ত আসামী দশ-বার বৎসরের দুইটী বালক।

আসামীদের উকিল হাকিমকে বুঝাইতেছিলেন—'এটা একেবারেই একটা ঘরোয়া কাণ্ড। হিন্দু আসামী চারজন গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান, আর মুসলমান চারজন ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ান। এরা সকলেই পাশাপাশি বস্তির বাসিন্দা, এক জায়গায় আছেও তিন-চার পুরুষ ধ'রে। কি-একটা বচসা নিয়ে এদের দু'জনের মধ্যে সামান্য মারামারি হয়—সেরকম মারামারি অনেক সময়ে ভাইয়ে ভাইয়েও আকসাই হ'য়ে থাকে। বস্তির আর-আর বাসিন্দারা মাঝে প'ড়ে গোলমাল থামিয়ে দেয়। ঝগড়ার মিটমাট হ'লে যখন সবাই হাসি-গল্প করতে করতে বিড়ি ফুঁকছিল, তখন পুলিশ বস্তি ঘেরাও ক'রে এদের গ্রেপ্তার করেচে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, মারামারির সময় বিট্-কনেষ্টবল

কাছেই ছিল, অথচ তার মুখে তখন রা ছিল না ; যত হুম্‌কি চল্‌ল ঝগড়া থেমে যাওয়ার পরে! আর, যে-দুটি ছেলেকে পথ থেকে ধ'রে আনা হয়েচে তারা পথেরই ছেলে-ছোক্‌রা—এদের সঙ্গে তাদের কোনোই সম্পর্ক নেই। ছোক্‌রা-দুটী পথে পট্‌কা-বাজি খেল্‌ছিল। বস্তির আসামীদের নিয়ে আসার সময় একটা পট্‌কা নাকি পুলিশের কার গায়ে লেগেছিল। তাতেই এদের ধ'রে আনা হয়েচে। পুলিশ বল্‌চে—ছেলেদের হাতে বোমা ছিল। হুজুর, ঐ রকম খেলার জিনিসকে বোমা বল্‌তে হ'লে যে সব গেরস্ত বাঁশ দিয়ে রাঁধে তাদের আকায় রোজ দু'বেলাই বোমা ফোটে তা-ও বল্‌তে হয়। এ সব হাসিরই ব্যাপার। এদের সবাইকে এখনই খালাস দেওয়া উচিত—বড় জোর মুচলকা নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হোক্।'

পুলিশের পক্ষ হইতে আপত্তি উঠিল—'না, তা হ'তে পারে না। আসামীর উকীল যাকে ঘরোয়া বিবাদ

বল্‌ছেন, আসলে তা হিন্দু-মুসলমানের মারামারি। এই রকম মারামারির প্রশ্রয় দেওয়া হ'লে দেশে ঘোরতর অরাজকতা হবার সম্ভাবনা, আর তাতে শান্তিরক্ষক পুলিশেরও দুর্নাম। ছোক্‌রা আসামী দু'জনের কথা আলাদা হ'লেও তাদের কাণ্ড বড়ই ভীষণ। তারা পুলিশের গায়ে যা ছুঁড়েছিল তা পট্‌কা মোটেই নয়—খাঁটি বোমারই ছানা। রাসায়নিক পরীক্ষার জন্যে তা পাঠানো গ্যাছে; পরীক্ষার ফলাফল জানা গেলেই হুজুর বুঝ্‌তে পারবেন সেটা কি সাংঘাতিক জিনিস! ছেলে-দুটো ছোট ব'লেই এবার নয় বোমার ছানা ছুঁড়েছিল, বড় হ'লে এরাই হবে খাঁটি অ্যানার্কিষ্ট্‌। তখন ধাড়ি-বোমা নিয়েই এদের খেলা চল্‌বে। আর এদের পেছনে নিশ্চয়ই মাথাও'লা লোক আছে—এরা তাদেরই দলের। এদের আট্‌কে কবুল জবাব করাবার দরকার।'

হাকিম রায় দেওয়ার আগেই চারিটা বাজিয়া গেল।

সিদ্ধেশ্বর কোর্ট্ ছাড়িয়া জুসি ও বিল্‌কে লইয়া লাল-দীঘির দিকে চলিলেন।

পথে যাইতে যাইতে বিল্ বলিল—'বাবাঃ! ছেলে-ছুটোর সাহসও তো কম নয়! পুলিশ,—যাদের হাতে থাকে বন্দুক,—তাদের গায়ে বোমা ছোঁড়া!'

জুসি হাসিয়া বলিল—'ওগো, এ বন্দুকও'লা পুলিশ নয়,—বন্দুক থাকে যাদের হাতে তাদের বলে গুর্খা বা পল্টনের সেপাই—সেটা আমি জেনেচি। এই যে পুলিশের কথা হ'লো, এরা শুধু লাল-পাগ্‌ড়ী—লোকের মাথায় লাঠি চালায়।'

জুসির কথা শুনিয়া সিদ্ধেশ্বর বলিয়া উঠিলেন—'যা বলেচেন, ম্যাডাম্। আমাদের বাংলা-ভাষায় এদের বলে নিধিরাম সর্দ্দার—যাকে আপনাদের ইংরেজীতে বলে কমেণ্ডার্-ইন্-চীফ্ নিধি—ঢাল নেই তরোয়াল নেই ইত্যাদি রকমের সেপাই! তবু সাহস বটে ছুটো পটুকে ছোঁড়ার! শুন্‌লেন তো, ইংরেজের রাজত্ব এরা

বোমা মেরে ওড়াতে চায়! এই বোমার দলই তো দেশের সর্ব্বনাশ করল। এ কোর্টের হাকিম শুনেচি একটু ঢিলে স্বভাবের; নইলে, পড়্‌ত সেই রকম হাকিমের হাতে—দিত ঠুসে বিশ বচ্ছর শ্রীঘর!...অ্যাঁ, দেখিয়ে দিত না!'—বলিয়া সিদ্ধেশ্বর জুসি ও বিলের মুখের দিকে পর্য্যায়ক্রমে চাহিতে লাগিলেন।

লালদীঘির পশ্চিম কোণে যাইয়া মোটর থামিল। সিদ্ধেশ্বর বিল্‌ ও জুসিকে লইয়া নামিয়া পড়িল অন্ধকূপ-হত্যার মনুমেণ্ট্‌টার গোড়ায়।

সিদ্ধেশ্বর বলিলেন—'দেখুন, ম্যাডাম্‌, এটা। এখানে নবাব সেরাজদৌলা দেড়শো ইংরেজকে জ্যান্ত গোর দিয়ে মেরেছিল। সেই পাপেই তো তার রাজ্য গেল। আর তখন ক্লাইভ্‌ সাহেব ছিলেন ব'লেই তো আমরা রাম-রাজত্বে আছি। তার ওপর লাটের মত লাট ছিলেন কর্জ্জন্‌ সাহেব!—সেরাজদৌলার সেই পাপ-কাজটার বনেদ একেবারে পাকা ক'রে দিয়েচেন—

এদেশের একদল লোক এখন ধূয়ো ধরেচে কিনা—কাণ্ডটা মিথ্যে ! জল-জ্যান্ত এত বড় চিহ্নটা চোকের 'পরে দেখে সে-টী আর এখন বলার জো নেই ! তবু যারা তাই বলে, তারা মরুক্ ক'রে সেরাজদ্দৌলার পেরাচিত্তি—আমি মারি এমন পাপকর্ম্মের জায়গায় সাত লাথি !'—বলিয়া সিদ্ধেশ্বর সত্যই পা উঁচাইয়া সেই মনুমেণ্টের গোড়ায় একটা লাথি দিলেন।

... ...

পাঁচটার পরই পোঁ পোঁ করিয়া কেরাণীর দল ছুটিয়াছে—লালদীঘির পূব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ কোন দিকেই বাদ নাই,—ট্রাম-বোঝাই, বাস-বোঝাই কেরাণী, আর রাস্তার ফুটপাথ্ও ভরিয়া গিয়াছে কেরাণীর সারে।

সিদ্ধেশ্বর বলিলেন—'ঐ দেখুন, ম্যাডাম্, আর আপনিও দেখুন, স্যার্, এদেশের কেরাণীর পাল ! আপনাদের রাজা-রাজ্ড়ার দেশের কথা আলাদা,—এদেশে ভেড়ার পাল যখন রাস্তা দিয়ে চলে তখন

একটার গা আর-একটা ঘেঁসে চলে—ঠিক ঐ রকমই।'

সিদ্ধেশ্বরের কথা শুনিয়া জুসি হাসিয়া বলিল—'বেশ বলেচ, বাবু,—ভেড়ার পাল! কিন্তু এ পালটী তো বড় কম নয়! ...হ্যাঁ, বাবু, তোমাদের দেশে এই রকম কেরাণীই কি সব?'

'আজ্ঞে, প্রায় বারো আনাই। ও ব্যবসাটা আমাদের লাগে ভালো, আর ধাতেও সয় বেশ। পুঁজি-পাটারও হাঙ্গাম নেই—নাক-মুখ বুজে আপিস করলেই হ'লো—দশটা-পাঁচটা! তার ওপর কপালে লাগে তো উপরি-আসটাও আছে বিলক্ষণ।'

'তবে যে শুনি এদেশের লোক বড় গরীব, আর সেই জন্যে লেখাপড়ারও তেমন কদর নেই! চাকুরেই যদি প্রায় সবাই, তবে আর দুঃখ কিসের, আর লেখা-পড়া না জানলেই বা লোকে চাকরী করে কেমন ক'রে?'

'এ কথা বলে কে, ম্যাডাম্? ও সব চালাকী উকীলদের, যারা কথা বেচেই খায়;—সে কথার কদর কি, বোঝেনই তো! টাকা না থাক্‌লে এতগুলো কেরাণী খায় কি, আর না খেলেই বা এরা কেরাণীগিরি কর্‌বে কেন?'

'আমিও তো তাই বুঝি, বাবু।'

'ঠিকই বুঝেচেন আপনি। আর লেখাপড়ার কথা বল্‌চেন? আশু মুখুয্যে ঘরে ঘরে বি. এ., এম্. এ.-র যে বনেদ গ'ড়ে গ্যাছেন তাতে তা ঠেকায় কে? কি বল্‌ব, ম্যাডাম্, ঐ বি. এ., এম্. এ.-রই জ্বালায় তো আমার ষষ্ঠীদাসের...'

সিদ্ধেশ্বর এই সুযোগে ষষ্ঠীদাসের কথাটা বলিতে যাইতেছিলেন এবং আশা করিতেছিলেন মা-কালীর কৃপায় কথাটা একবার তুলিতে পারেন তো মেমের হাত-পা ধরিয়া পড়িবেন। কিন্তু এই সময়ে মোটর ষ্টেশনের কাছে আসিয়া পড়িল এবং জুসি উপস্থিত প্রসঙ্গ থামাইয়া বিলের দিকে ফিরিয়া বলিল—'বিল্,

আমার তো রাবের ওখানে নেমন্তন্নো, শুনেচই। তুমি কি এখন লিলুয়ায় যাবে ?'

'কাজেই। আর, ট্রেনেই নয় যাচ্ছি আমি।'

বিল্ মুখ চূণ করিয়া ষ্টেশনে নামিয়া গেল। সিদ্ধেশ্বরকে সঙ্গে লইয়া জুসি রাবের বাড়ী চলিল।

বিষের হাওয়া

— ২২ —

খাওয়া-দাওয়ার পর রাব্ বলিল—'জুসি, চল ওদিকের বাগানে একটু বেড়ানো যাক্।'

জুসি বলিল—'চল।'

দুইজনে হাত-ধরাধরি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে রাব্ হঠাৎ জুসির হাত ছাড়িয়া দিয়া থামিয়া পড়িল এবং তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—'জুসি, কিছু মনে না কর তো, তোমাকে একটা কথা বলি।'

জুসি হাসিয়া বলিল—'অত ভূমিকায় কাজ কি! কি বল্‌বে ব'লেই ফেল না।'

রাব্ এক-নিঃশ্বাসে বলিতে লাগিল—'জুসি, তোমাকে আমি চাই,—হৃদয়-রাণী ক'রে রাখ্তে। তুমি তো জানই, এ পর্য্যন্ত বে-থা আমি করিনি; টাকা-পয়সাও যা আছে তাতে সংসার একরকম চ'লে যাবে। বল, জুসি, বল, তোমাকে স্ত্রী বল্বার অধিকার আমাকে দেবে ?'

রাবের ভাব-চরিত্র দেখিয়া জুসিরও মনে সন্দেহ হইতেছিল—এই রকমই কোনো-একটা কথা উঠিবে। রাবের মুখে এখন সত্যই বিবাহের প্রস্তাব শুনিয়া মনে মনে সে হাসিতে লাগিল। কিন্তু মনের ভাব গোপন করিয়া বলিল—'চল,—ঐ গাছতলায় বসি।'

দুইজনে গাছের তলায় গিয়া একখানা বেঞ্চির উপর পাশাপাশি বসিল।

বাগান ভরিয়া ফুল ফুটিয়া উঠিতেছিল। ঝাউ-গাছের পাতার ফাঁকে এক-ঝলক চাঁদের আলো উভয়ের মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল। সেই আলোকে জুসির মুখখানা দেখিয়া রাবের মনে হইতেছিল—সে যেন ঈভ্‌কে

লইয়াই নিরালাটীতে বসিয়া আছে—অ্যাডামেরই মত স্বামীর পূর্ণ অধিকার লাভ করিয়া। সে অধিকারের সুখ ট্যাব্লোতে সয়তান সাজিয়া সে ভোগও করিয়াছে বটে ; কিন্তু তাহাতে যেন চোরের মত সিঁদ্-কাটার প্রয়াসই বেশি—অবাধ-অধিকারের নিঃসঙ্কোচ আরাম তাহাতে কই ? তাই সে বেঞ্চির উপর বসিয়া ক্ষণপরেই আবার বলিল—'বল, জুসি, আমার মনের সাধ পূর্ণ কর্বে তো ?'

জুসি বলিল—'আচ্ছা, রাব্, আগে আমাকে বল দেখি, হঠাৎ তোমার বিয়ের ওপর এত অনুরাগ হ'লো কেন ?'

রাব্ উত্তর করিল—'এ অনুরাগ বিয়ের ওপর নয়,—তোমারই ওপর। ওগো আমার অন্তর-পুরীর দেবী, বহুদিন ধ'রেই তোমাকে আমি ভালবাস্‌চি। সে ভালবাসার প্রতিদান কি পাব না ? জুসি—জুসি,—প্রাণের বন্ধু, এস দুটীতে একসঙ্গে সংসার-তরণী চালাই।'—বলিতে গিয়া রাবের স্বর কাঁপিয়া উঠিল।

জুসি রাবের হাত ধরিয়া বলিল—'বন্ধু,—দু'জনে বন্ধুর মতই আছি—বেশ তো! যেচে স্বামী-স্ত্রীর বালাই নিয়ে লাভ কি হবে, রাব্?'

'লাভের কথা বল্‌চ তুমি? অন্যদিকের লাভ কি আমি জানি না, কারণ ধর্ম্মাধর্ম্মের লাভ-লোকসান আমি মানি না। একটা লাভ এতে বুঝি এই—তুমি আমারই থাক্‌বে—শুধু আমারই, আর কারুরই নয়।'

রাবের শেষ কথাটী শুনিয়া জুসির মনের সমস্ত সংশয় ঘুচিয়া গেল। সে বুঝিল—রিং-এরই মত রাবেরও মনে হিংসার আগুনই জ্বলিয়া উঠিয়াছে। এই আগুনের আলোকে রিং-এর অন্তরখানি জুসির কাছে যেমন ধরা পড়িয়াছিল, রাবের অন্তরও সেইরকমই আজ ধরা পড়িয়া গেল। জুসির পক্ষে মনের ভাব গোপনের আর প্রয়োজন রহিল না। সে গম্ভীরভাবেই উত্তর করিল—'শোন তবে, রাব্, তোমাকে মনের কথাই খুলে বল্‌চি। তোমারই মত আর-একজনও আমার কাছে এই

প্রস্তাবই করেছিল। তাকে যা বলেছিলেম তোমাকেও তাই বল্‌চি।'

জুসি আর-একজন বলিয়া যাহার নাম গোপন করিল সে রিং।

জুসি রিংকে যে জবাব দিয়াছিল, রাব্‌কেও তাহাই বলিতে লাগিল—'বে-থার ওপর আমার কোনদিনই শ্রদ্ধা নেই। ওতে কি স্বামী কি স্ত্রী দুইয়েরই পায়ে সেধে বেড়ি দেওয়া। তার চেয়ে প্রজাপতির মত ডানা মেলে উড়ে বেড়ানো কি আরাম!—যেখানে খুশী যাও যা প্রাণ চায় কর—কোথাও কোনো বাধা নেই—মুক্তি, শুধু মুক্তি!'—বলিতে বলিতে জুসি রাবের মুখের দিকে চাহিয়া অর্থপূর্ণ কটাক্ষ করিল।

রাব্‌ তাহা দেখিয়াও দেখিল না। তাহার মনে যথার্থই হিংসার আগুন জ্বলিতেছিল। রিং-এর ন্যায় বিলের সঙ্গেও জুসির ঘনিষ্ঠতা কয়েকদিন হইতেই সে লক্ষ্য করিতেছিল। উহাদের কাহারও লুব্ধ-দৃষ্টি ছোঁ

মারিবার সুযোগ পাইয়া তাহাকে ঠকাইয়া না দেয়, সেইজন্যই সে জুসিকে অষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া একেবারে নিজের করিতে চাহে। তাহারই ন্যায় আর-একজন জুসির নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছিল, ইহা শুনিযা তাহার মনে এই চিন্তাই জাগিতে লাগিল—কে সে, যে তাহার উপরও চতুরালীর স্পর্দ্ধা রাখে? জুসি যে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে ইহাতে সে নিশ্চিন্ত হইল বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে বেদনার আঘাতও পাইতে লাগিল—এই প্রত্যাখ্যান না ঘটিলে আজ যে তাহার নিজের মুখের প্রস্তাবেরও সুযোগ ছিল না! জুসি নাম গোপন করিলেও রাবের সন্দেহ হইল—এই লোকটী রিং ও বিল্ এই দুইজনেরই একজন।

রাব্‌কে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া জুসি তাহার ডান হাতখানি নিজের কোলের উপর টানিয়া লইল এবং তাহাব হাতের পাতায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিতে লাগিল—'দুঃখ ক'রো না, রাব্। আমি আইবুড়ো

থাক্‌ব ব'লেই তোমাকে নিরাশ কর্‌চি। তবে এ কথাও ব'লে রাখ্‌চি তোমাকে—আইবুড়ো থাক্‌ব ব'লেই যে তপস্বিনী হব তার কারণ নেই। হয় তো একদিন আস্‌বে, যেদিন ইচ্ছে হবে—সংসারী হই, একটী খোকা বা খুকুকে কোলে নিয়ে। কিন্তু খোকা বা খুকীর মা হ'তে হ'লেই যে সমাজের সব্বাইকে ডেকে এনে তার বাপের খোঁজ দিতে হবে এটা আমি মানি না।'

— ২৩ —

বিল্‌কে বিদায় দিয়া জুসি হাবড়ায় থাকিয়া গেল, ইহাতে বিলের মনেও সংশয়ের উদ্রেক করিয়াছিল। প্রথমেই যখন রাব্‌ ইঙ্গিতে তাহাকে বিদায় দেওয়ারই প্রস্তাব করিয়াছিল তখনও জুসি কোনো আপত্তি করে নাই; তারপর ষ্টেশনে আসিয়া সে নিজেই তাহাকে সাধিয়া বলিল লিলুয়ায় ফিরিয়া যাওয়ার কথা। বিল্‌ এই জন্যই বিনাবাক্যে লিলুয়ায় চলিয়া গেল বটে, কিন্তু মন তাহার হিংসার বিষে পুড়িতে লাগিল। লিলুয়ায় পৌঁছিয়াই বিল্‌ কথায় কথায় রিং-এর কানে সে বিষ ছিটাইয়া দিতে ভুলিল না।

জুসির এই কয়েক দিনের ভাব-গতিক দেখিয়া রিং হিংসার আগুনেই পুড়িতেছিল। এখন বিষের ছিটায় সেই আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সাইকেল্-রেসের খেলায় সে বাদ পড়িয়াছে; এটুকু সেটুকু যে-সব আমোদ-প্রমোদ আজকাল চলে তাহাতেও তাহার মেলা-মেশার সুযোগ নাই এবং সেইজন্য তাহাকে ডাকাও হয় না। আজও যে জুসি রাব্‌কে লইয়াই এত রাত্রি কাটাইতেছে ইহাতে তাহার অন্তরে ঈর্ষ্যার কাঁটা বিঁধিতে লাগিল। রিং ভাবিল—সে নিজে জুসির কাছে বিবাহের যে প্রস্তাব করিয়া প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে, আজ যদি রাব্ সেই প্রস্তাবটী করিয়া বসে, আর জুসি তাহাতে সম্মতি দেয়! অন্যের সহিত জুসির বিবাহের সম্ভাবনা কল্পনা করিতেও রিং-এর মাথা ঘুরিতে লাগিল। সে ব্যস্তভাবে বিল্‌কে জিজ্ঞাসা করিল—'কখন জুসি ফির্‌বে বলেচে?'

বিল্ বলিল—'তা তো নিজে সে কিছু বলেনি। তবে রাব্ বলেছিল—দশটার সময় নিয়ে আস্‌বে।'

'হুঁ!'—বলিয়া রিং চুপ করিয়া গেল, কিন্তু ওৎ পাতিয়া রহিল কখন জুসি ফেরে।

... ...

দশটার সময় রাবের সঙ্গে জুসি লিলুয়ায় ফিরিয়া আসিল। রাব্ তাহাকে দরজার সম্মুখে নামাইয়া দিতেই সে বলিল—'রাব্, লক্ষ্মীটী আমার, রাগ ক'রো না। আমি তো তোমাদেরই আছি'—বলিয়াই সে রাবের বিদায়-চুম্বন প্রার্থনা করিল। রাব্ জুসিকে একবার বুকে চাপিয়া ধরিল, তারপর হঠাৎ তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া একলাফে মোটরে গিয়া উঠিল এবং ব্রেক্ কষিয়া জোরে মোটর চালাইয়া দিল। রাব্ যতক্ষণ দৃষ্টির অতীত না হইল, জুসি বাড়ীর দরজায় দাঁড়াইয়া গাড়ীর দিকে চাহিয়া রহিল।

রিং আড়ালে অপেক্ষা করিতেছিল। রাব্ ও জুসির কার্য্যকলাপের খুঁটী-নাটীও তাহার দৃষ্টি এড়াইল না। রাবের মোটর অদৃশ্য হইতে না-হইতে সে হিংস্র

পশুর মত একলাফে ছুটিয়া আসিয়া জুসির হাত চাপিয়া ধরিল এবং আপন-মনেই বলিয়া উঠিল—'এই জন্যেই বিয়ে করতে চাওনি! আর ঘুরে বেড়াচ্ছ এদিক-সেদিক! আমার চোকে ধুলো দিতে চাও?—এই তো সব ধরা প'ড়ে গেল!'

জুসি হঠাৎ রিংকে দেখিয়া চমকাইয়া উঠিয়াছিল। তার উপর রিং-এর কথা শুনিয়া তাহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। সে রিং-এর হাত হইতে নিজের হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিল—'ছেড়ে দাও হাত, রিং,—তুমি কি করচ এ সব পাগলামো!'

রিং জোরে চেঁচাইয়া উঠিল—'ছাড়্ব হাত?—আর ছাড়্ব তোমাকে?—কিছুতেই না। আমার চোকের সাম্‌নে তুমি এই সব কর্‌বে, এ আমি সইতে পার্‌ব না—এ আমি দেখ্‌তেও চাইনে। বল, আমাকে বিয়ে কর্‌বে?—বল, কথা দাও'—বলিতে বলিতে রিং জুসিকে জোর করিয়া বুকে চাপিয়া ধরিল।

জুসি ধৈর্য্যহারা হইয়া উঠিয়াছিল। সে রিং-এরই মত জোরে চীৎকার করিয়া উঠিল—'ছেড়ে দাও, রিং, আমাকে—ছাড়ো বল্‌চি...'

জুসির মুখের কথা শেষ না হইতেই হরিবিলাসের কুঠীর সদর দরজা খট্‌ করিয়া খুলিয়া গেল; সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল হরিবিলাস।

হরিবিলাস এতক্ষণ জুসিরই অপেক্ষায় ঘরের বারান্দায় জাগিয়া বসিয়াছিল। রাবের মোটরের শব্দ শুনিয়াও জুসির ডাকেরই প্রতীক্ষায় ভব্যতার যে-রীতি সে লঙ্ঘন করে নাই, দরজার বাহিরে গোলযোগ শুনিয়া তাহা রক্ষা করার উপায় রহিল না। হরিবিলাস নিজেই দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিল।

অকস্মাৎ হরিবিলাসকে সম্মুখে দেখিয়া রিং-এর চৈতন্য হইল। সে জুসিকে ছাড়িয়া দিয়া ছুটিয়া পলাইল।

হরিবিলাস উচ্চবাচ্য না করিয়া জুসিকে বলিল—'এস, জুসি, ঘরে এস!'

— ২৪ —

জুসির আচার-ব্যবহার হরিবিলাস বরাবরই লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিল। তাহা আপত্তিজনক মনে হইলেও, জুসির উদ্দাম গতিকে বাধা দিতে সে সাহস করে নাই। কারণ গোড়ায় দুই-একবার বাধা দিতে গিয়া সে প্রতিঘাতই পাইয়াছে। জুসির প্রতি তাহার কর্ত্তব্য-পালন-সম্বন্ধে কখনই তাহার মনে দ্বিধাবোধ হয় নাই। কিন্তু জুসি অর্থ-সম্বন্ধে অভিভাবকত্ব ব্যতীত হরিবিলাসের অন্য কোন-প্রকার কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিত না। এইজন্যই শুধুমাত্র 'এস' বলিয়া ঘরে ডাকিয়া লওয়া ব্যতীত জুসিকে হাতে ধরিয়া ঘরে তোলাও হরিবিলাসের

সাধ্যাতীত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তবু হরিবিলাসই যখন পিতার ন্যায় জুসিকে অভয় দিতে আসিল, তখন রিং-এর পক্ষে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিবার সাহস হইল না। কিন্তু হতাশায় ক্ষিপ্ত হইয়াই সে নিজের ঘরে ফিরিয়া গেল। বিছানায় শুইয়াও সমস্ত রাত্রি একরূপ সজাগ থাকিয়াই সে ভাবিতে লাগিল—জুসির সম্বন্ধে তাহার নিজের আশা-ভরসা যখন রহিলই না, তখন যে উপায়েই হউক্, রাব্‌কেও নিরাশ করিতে হইবে। কিন্তু উপায় কই ?...সারা রাত্রি ভাবিয়া-চিন্তিয়া রিং একটা মতলব স্থির করিল। তখন সে মনে মনে হাসিতে লাগিল—সফল হইলে, এক ঢিলে দুই পাখীই মারা চলিবে।

ধর্ম্মঘটের প্রসার চারিদিকে ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে। লিলুয়ায় ইহা ব্যাপ্ত হইবার আশঙ্কা পূর্ব্ব হইতেই ছিল ; এখন আতঙ্ক আরও বাড়িয়া উঠিল---কখন কি হয় !

হরিবিলাস সকল কর্ম্মচারীরই প্রিয় ছিল। দেশের লোকের অভাব-অভিযোগ সত্য বলিয়া সে নিজেও

বুঝিতে পারিয়াছিল। সুতরাং কল-কারখানায় মজুর-কুলি-মিস্ত্রীর পক্ষ হইতে বেতন-বৃদ্ধির ও অন্যান্য অসুবিধা দূরের প্রস্তাব যখন তাহার কর্ণগোচর হইল, তখন সে নীরব থাকিতে পারিল না,—উহা অনুমোদন করিয়াই উপরে লিখিয়া পাঠাইল। রিং এই সুযোগেরই প্রতীক্ষায় ছিল। সে-ও উপরিওয়ালাকে গোপনে লিখিয়া পাঠাইল —হ্যারী ব্লিস্ মনিবের স্বার্থের প্রতি উদাসীন; তাই কর্ম্ম-চারীদের অন্যায় আব্দার সমর্থন করিতেছে। তাহার নিজের মতে, এরকম আব্দারের প্রশ্রয় দিলে কাজকর্ম্ম নির্ব্বিবাদে চালানো কঠিনই হইবে। বরং সে নিজে যদি কয়েকজন বন্দুকধারী গুর্খার সাহায্য পায়, তাহা হইলে একাকীই সকল বিষয়ে শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে পারে। উহাতে মনিবের আর্থিক লাভেরও কথা। কিন্তু হ্যারী ব্লিস্ তাহার উপরের কর্ম্মচারী; তাহার বর্ত্তমানে সে কিছু করিতে অসমর্থ।

রিং-এর মন্তব্য কর্ত্তৃপক্ষের মনঃপুত হইল। অবিলম্বে

তাঁহাদের আদেশ আসিল—হরিবিলাস বদলী হইল এবং তাহার কার্য্যভার দেওয়া হইল রিং-সাহেবকে।

আদেশ পাইয়া রিং হাসিতে লাগিল—এক ঢিলে দুই পাখীই মারা গেল! হরিবিলাসের অধীনে কাজ করা কখনই সে পছন্দ করিত না; এবার সে কণ্টক দূর হইল—এই এক পাখী মারা; আর হরিবিলাসের সঙ্গে জুসিকেও এখন যাইতে হইবে, রাব্‌কে নিরাশায় নিজের ঠোঁট কাম্‌ড়াইতে হইবে—এই আর-এক পাখী মারা। রিং ভাবিল—জুসি যখন তাহারই হাতছাড়া হইল, তখন রাবের হাতে তাহার পড়ার সুযোগই বা থাকে কেন!

রিং-এর আশা কিন্তু একদিকে কল্পনায়ই রহিয়া গেল। চক্রান্ত সফল করিবার নিমিত্ত এ কয়েকদিন সে জুসির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে পারে নাই। বিল্ ছিল এই সময়ে জুসির প্রধান সঙ্গী। একদিন আপিস হইতে বাসায় আসিয়া রিং খবর পাইল—জুসি ও বিল্ দুইজনেই কোথায় উধাও হইয়া গিয়াছে!

বিষের হাওয়া

সাত দিন পরে হরিবিলাস ডাকে জুসির এক চিঠি পাইল ; তাহাতে লেখা—শুধু শুধু বসিয়া থাকিয়া তাহার মন হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল ; তাই সে স্বেচ্ছায় বিলের সঙ্গ লইয়াছে। বোম্বাইয়ে তাহাদের সঙ্গী জুটিয়াছে আর-এক সাহেব। তাহারা তিনজনে এখন দেশে দেশে অ্যাডাম্ ও ঈভের ট্যাভ্লো করিয়া ফিরিবে। বাংলা-মুল্লুকে তাহার আর ফিরিবার ইচ্ছা নাই।

বদলীর হুকুম পাইয়া হরিবিলাস নূতন স্থানে যাইবার আয়োজন করিতেছিল, এই সময়ে এই ঘটনা ঘটিল। হরিবিলাস শোবার ঘরে অন্ধকারে চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল—এ কি হইল! তাহার অন্তর হইতে বারংবার উত্তর আসিতে লাগিল—মুক্তি! এ তো মুক্তি! এতদিন কর্ত্তব্যের শৃঙ্খল পরিয়া জুসির জন্যই সে কয়েদী সাজিয়াছিল ; কয়েদের মেয়াদ ফুরাইল তো আর শৃঙ্খল রাখিবার প্রয়োজন কি! হরিবিলাস দুই হাতে টানিয়া পায়ের বেড়ি ভাঙ্গিয়া ফেলিল—উপরে দরখাস্ত

পাঠাইল—আর তাহার দাসত্বের প্রয়োজন নাই,—এই তাহার ইস্তফা-পত্র।

... ...

চাকুরীর বেড়ি ভাঙ্গিয়া হরিবিলাস বেলুড়ে আসিল। সেখানে মঠের কর্ত্তা শিবানন্দ স্বামী। হরিবিলাস স্বামীজীর নিকটে গিয়া প্রার্থনা জানাইল—'প্রভু, আমি খৃষ্টান। এখানে আমার দীক্ষা নেওয়ার উপায় হ'তে পারে?'

স্বামীজী বলিলেন—'বাবা, হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান—এ তো শুধু নামের তফাৎ। সকলের মধ্যেই মূর্ত্ত নারায়ণের প্রকাশ। তোমার দীক্ষা নেওয়ার বাধা কিসের বল, কিসের দীক্ষা চাও?'

'আমি সাধন-ভজনের দীক্ষা চাই না। অপ্রত্যক্ষ দেবতার কথাও জান্‌তে চাই না। প্রত্যক্ষ ধর্ম্মের লীলা কিছু থাকে তো তার উপদেশ দিন।'

'নরের সেবাই ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ লীলা। নর আর

নারায়ণ একই। নরের সেবা কর—ক্ষুধার্ত্তকে আহার দাও, পীড়িতকে শুশ্রূষা কর, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দাও, অন্ধকে হাত ধ'রে পথ দেখাও—এই সবই তো নারায়ণী ধর্ম্ম। এজন্যে আর পৃথক দীক্ষা কি নেবে? এই ধর্ম্ম পালন করতে চাও তো, নাও এই গৈরিক-বস্ত্রখানি। এ যেমন ত্যাগীর নিদর্শন, তেমনি সর্ব্বস্ব ত্যাগ ক'রে অন্যের উপকার করার শক্তিরও বর্ম্ম। এই গৈরিক পরা থাকলে কখনো মনে হবে না—জগতের লোকের সুখ-দুঃখ থেকে আলগা হ'য়ে তুমি কেউ আলাদা।'

হরিবিলাস শিবানন্দ স্বামীর হাত হইতে গৈরিক বস্ত্রখানি লইয়া মাথায় ঠেকাইল।

— ২০ —

গোঁসাই বাড়ীর ঠাকুর-ঘরে প্রদীপ দিয়া যোগমায়া বাড়ীর ভিতরে ফিরিতেছিলেন; সন্ধ্যার অন্ধকারে হঠাৎ গৈরিক-পরা এক সাধুকে দেখিয়া চমকাইয়া উঠিলেন। যোগমায়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'কে ওখানে?'

হরিবিলাস অগ্রসর হইয়া পিসিমাকে প্রণাম করিল; বলিল—'আমি হ'রে। আগে খবর দিয়ে আসার সুযোগ হয়নি, পিসিমা।'

হঠাৎ হরিবিলাসের কথা শুনিয়া যোগমায়ার আত্ম-সংবরণ করা কঠিন হইয়া উঠিল। তিনি রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন—'এসেচিস্? চল্ ভেতরে।'

হরিবিলাস বলিল—'এই ঠাকুর-ঘরের নীচেই বসি, পিসিমা। এখানে আমার বাপ্-দাদারা ব'সে ঠাকুর প্রণাম করতেন; আর তোমাকেও তো এইমাত্র দেখ্‌ছিলুম এখান থেকেই প্রণাম করছিলে।'– বলিয়াই হরিবিলাস ঠাকুর-ঘরের নীচে মাটীতে বসিয়া পড়িল।

যোগমায়া সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন; বলিলেন—'আহা, আহা, এই খালি মাটীটায়ই ব'সে পড়্‌লি! দাঁড়া, নয়, আসনখানাই পেতে দি।'

'আসন-টাসনের দরকার নেই,—বেশ বসেচি। বরং তুমি সুভাকে ডাকো, এখান থেকেই তাকেও দেখে যাই।'

যোগমায়া সেইস্থান হইতেই সুভদ্রাকে ডাকিয়া বলিলেন—'ভদ্রা, শীগ্‌গীর আয়, তোর হরি-দা এয়েচে।'

সুভদ্রা আলুথালু বেশে দরজায় ছুটিয়া আসিল।

হরিবিলাস বলিল—'আমি এসেচি তোমাদের

দু'জনকেই একবার দেখ্‌তে, আর তোমাদের ব'লেও যেতে আমি দেশের ডাকে চলেচি।'

যোগমায়া বলিলেন—'তোর কথা শুনে ভয় হয় যে হ'রে! দেশের ডাকে চলেচিস্‌ কি রে?...আর, তোর এ বেশই বা কি?'

হরিবিলাস হাসিয়া বলিল—'পিসিমা, ভয় নেই কিছুই,—আমার মায়ের দেশ ছেড়ে এবার আর কোথাও যাব না—এই দেশেরই গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুর্‌ব, আর এখন যাচ্ছি দিনাজপুরে। যাচ্ছি কেন, আর এ বেশই বা কি?—জিজ্ঞেস করূচ? শেষের জবাবটাই শোনো তবে আগে। বিজয়ের সঙ্গে দেখা নেই ক' দিন, আজ তার সঙ্গে দেখা হ'লে সে খুশীই হ'তো শুনে—আমার পায়ের সোনার শেকল খ'সে পড়েচে—আমি আজ মুক্ত। ...কিন্তু, সুভা-বোনটী, সে শেকলে তোমার কথামত নূপুরের বাজ্‌না আর বাজ্‌ল না—যার শেকল সে-ই তা নিয়ে স'রে পড়েচে।'

হরিবিলাসের কথা শুনিয়া সুভদ্রার মনে কিসের আশঙ্কা জাগিয়া উঠিল। সে ইতস্ততঃ করিয়া বলিল— 'কি বল্‌চ, হরি-দা, ঠিক বুঝ্‌চি না। তোমার যে একটী মেয়ে ছিল শুনেছিলুম তার তো কোনো...?'

সুভদ্রার কথা শেষ না হইতেই হরিবিলাস বলিল— 'না, আপাতত কোনো অমঙ্গলের কথা নেই, অন্তত তার নিজের হিসেবে। আর সে আমারও কোনো অমঙ্গল করেনি। স্পষ্ট ক'রেই বলি তবে, শোনো,—মেয়েটী পালিয়েচে, আর আমি চাকুরী ছেড়ে দিয়েচি।'

সংবাদ দুইটাই গুরুতর।

সুভদ্রা বলিল—'আহা, সে যে ছেলেমানুষ শুনেচি। তার খোঁজ করচ না, হরি-দা?'

যোগমায়া বলিলেন—'তাই তো, মেয়েটীর খোঁজ কর্ রে, হ'রে, খোঁজ কর্। আর ও কি কথা বল্‌লি? চাকরী ছেড়েচিস্ কি রে?'

হরিবিলাস বলিল—'তোমাদের দু'জনকেই একসঙ্গে

জবাব দিচ্ছি,--শোনো। যার খোঁজ নিতে বলচ, তার খোঁজ মিললে চাকরী ছাড়া হ'তো না ; আর চাকরীতে ছাড় না পেলে আমাকেও তোমরা এত শীগ্গীর দেখতে পেতে না—অন্তত এই ঠাকুর-ঘরের সাম্‌নে না। আর সেই খোঁজ মিলচে না ব'লেই চাকরী ছাড়া সোজা হ'লো —একেবারে বৈরাগী হ'য়ে যেতে পারচি দিনাজপুরে।'

সুভদ্রা জিজ্ঞাসা করিল -দিনাজপুরে যাবে ?... কবে ?...কেন, হরি-দা ?'

'হ্যাঁ, বলতে বলতে ভুলেই যাচ্ছিলুম। দিনাজপুরে যাচ্ছি,—কেন ?—মানুষ মরা দেখতে। মরা মানুষ তো রোজই দেখি এদেশে, মানুষ মরে, তা-ও শুনি ; কিন্তু মরে কি রকমে, বিশেষ না খেয়ে,—তাই দেখতে যাচ্ছি।'—বলিয়া হরিবিলাস শুষ্ককণ্ঠে হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

যোগমায়া ও সুভদ্রা উভয়েই আতঙ্কিত হইয়া হরিবিলাসের পাশ ঘেঁসিয়া বসিয়া পড়িলেন।

হরিবিলাস বলিল—'ভয় নেই, আমি পাগল হইনি, পিসিমা। অনেক হাসিতে যেমন কান্না পায়, তেম্‌নি অনেক দুঃখেও হাসি আসে—মানুষের ও একটা রোগ!...হ্যাঁ, কি বল্‌ছিলুম?—বল্‌ছিলুম—দিনাজপুরে যাচ্ছি, না খেয়ে মানুষ মরে কি ক'রে এদেশে—তাই দেখ্‌তে। পিসিমা, তোমরা খবরের কাগজ পড় না, মানুষের দুঃখের খবর না পেয়ে একদিকে মনের শান্তিতেই আছ। নইলে, মনে কর, আমি আর সুভদ্রা তোমার কোলে; তোমার ঘরে চাল নেই, চেয়ে চিন্তে ভিক্ষে ক'রেও একমুঠো মিল্‌চে না;—আর মিল্‌বেই বা কোত্থেকে?—সব ঘরেই হাহাকার! হ্যাঁ, তোমার বুকেও মাই নেই, তোমার নিজের পেটে ভাত না প'ড়ে। এই সময় তুমি যদি আমাকে কারু কাছে দশ টাকায় বেচ, আর সুভাকে রেখে এস রাস্তার পাশে ফেলে, তা হ'লে কেমন হয়?'

যোগমায়া বলিলেন—'ষাট্‌! ষাট্‌! এ কি অলুক্ষুণে

কথা বলিস্! আমি কি প্রাণ থাক্‌তে তা কর্‌তে পারি ?'

'তুমি পার না বটে, বুঝি। কিন্তু ছেলেমেয়ে যখন খিদেয়—"ভাত দে", "ভাত দে"—ব'লে চ্যাচায়, আর মা ভাত দিতে না পেরে শুধু চেয়ে থাকে তাদের শুক্‌নো মুখের দিকে, তখন মায়ের প্রাণই বা কি করে, আর খিদেয় সে ছেলেমেয়ের প্রাণই বা কি করে: তখন কি মনে হয় না—দূর ছাই মায়া-মমতা! তার চেয়ে বেচে দেই ওদের—তবু দুটো ভাত তো পাবে! এই রকমই হচ্ছে সেই দিনাজপুরে। আর শুধু দিনাজপুরেই বা বলি কেন?—এ দেশের ঘরে ঘরে! আমি দেশের সেবার কাজেই চলেচি। সে জন্যে বেলুড়ে দীক্ষাও নিয়ে এসেচি। তোমারও আশীর্ব্বাদ চাই, পিসিমা; আর আমার বাপ-দাদারা যে-ঘরের দরজায় মাথা কুটেচেন, সেখানেই ব'সে সেই আশীর্ব্বাদ চাই। সুভা-:বান, বয়সে ছোট হ'লেও, তোরও এতে আশীর্ব্বাদ করা চলে।

লোক-সেবা তো শুধুমাত্র লোকের সেবা নয়, লোককে নিয়েও নারায়ণের সেবা।'

যোগমায়া ও সুভদ্রা উভয়েরই চক্ষু ছলছল করিতেছিল। সুভদ্রা বলিল—'তুমি যা বল্‌চ, হরি-দা, এতে যে আমারও ইচ্ছে হচ্ছে—ছুটে যাই সে-দেশে; যেয়ে যে-সব ছেলে খিদেয় মাটীতে গড়াগড়ি খাচ্ছে তাদের কোলে টেনে নেই।'

যোগমায়া বলিলেন—'তুই এমন কাজে যাবি, হ'রে, এতে কি কারু আশীর্ব্বাদ মাগ্‌তে হয়?—আশীর্ব্বাদ তো অন্তর থেকে আপনি ঝ'রে মাথায় পড়ে! আমার আশীর্ব্বাদের বাড়া আশীর্ব্বাদই তোকে করচি—তুই অমন কাজে জীবন-ভোর লেগে থাক্! জানিস তো তুই, এ আশীর্ব্বাদ মানেই তোকে দেখ্‌তে না পাওয়া। কিন্তু সেই আশীর্ব্বাদই তোকে করচি। তুই দূরে থাক্‌বি, আর আমি ভগবানকে ডাক্‌ব দিনরাত তোর মঙ্গলের জন্যে। কিন্তু সে রকম তোকে দূরে রাখাও সার্থক মনে

হবে, আর তোকে দূরে রেখে তা হ'লে আমি থাক্‌তেও পার্‌ব যতদিন বলিস্‌ ততদিন, যদি তুই অমন কাজ ক'রে লোকের উপকার কর্‌তে পারিস্‌।'

হরিবিলাস মাথা নোয়াইয়া আর-একবার পিসিমাকে প্রণাম করিল।

সুভদ্রা বলিল—'দাদা, একবার বাড়ীর ভেতরে আস্‌বে না ?'

হরিবিলাস বলিল—'আজ নয়। বিষের হাওয়ায় এতদিন থেকে থেকে সমস্ত শরীর বিষিয়ে রয়েচে। দেশের খোলা হাওয়ায় তা শোধন ক'রে নিয়ে তবে যাব, —শুধু যাব না, ছেলের মত থেকেই যাব। আজ তো ট্রেনের সময় হ'লো, বোন।...তবে এখন আসি...।'

'আসি' বলিতে গিয়া হরিবিলাসের কণ্ঠ রুদ্ধপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার চক্ষু ভরিয়া জল আসিল। সুভদ্রা ও যোগমায়ার চক্ষু দিয়া টস্‌ টস্‌ করিয়া জল পড়িতেছিল।

দুই পা অগ্রসর হইয়া হরিবিলাস আবার ফিরিয়া দাঁড়াইল। যোগমায়ার সঙ্গে সুভদ্রা স্থিরভাবেই একই স্থানে দাঁড়াইয়াছিল। তাঁহাদিগের দিকে চাহিয়া হরিবিলাসের মুখে আবার বিদায়ের বাণী ফুটিয়া উঠিল--

'পিসিমা !...সুভা !...আসি !'...

যোগমায়া ও সুভদ্রার চক্ষে তখন জগৎ অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকারে ছাইয়া গিয়াছে।

———

পরিশিষ্ট

বিশ্বের হাওয়ার কোনো কোনো স্থান বুঝিবার পক্ষে নিম্নোক্ত বিবরণগুলি সহায়তা করিবে।

I

বিশ্বের হাওয়া—
৪৭ পৃষ্ঠা

Miss Mary Pickford, the famous film actress, has bobbed her hair...

...She replied: .."I have had it done because I am not going to be a little girl any more.

I have always been a girl's girl. In future I am going after the boys." (*Amrita Bazar Patrika*, dated 22nd July, 1928.)

* * *

A warning to "beware of cranks and extremists" was delivered by Dean Inge to members of the Sunlight League at their fourth annual meeting at Green Street, London, W...

"There is a certain sect on the Continent, and particularly in Germany," he said, "which believes in walking

to see bands of young enthusiasts of both sexes going about without clothes"...

"...Since the War," he added, "the ladies have, I believe, raised the standard of revolt. They are not too much covered up now (laughter). In fact, to quote a limerick, which was attributed to a clergyman :—

'Half an inch, half an inch shorter,
Same skirts for mother and for daughter,
When the wind blows
Everything shows,
Both what should and what didn't orter'!"

(*Amrita Bazar Patrika*, dated 20th July, 1929.)

* * *

Paris, Aug. 2

Followers of the cult of complete nudity were interrupted in their pursuit of health by the arrival of the police at their camp near Toulon... (***Amrita Bazar Patrika***, dated 31st August, 1930.)

II

বিষের হাওয়া— ৬৭, ৮১, ১৫২, ও

Six women students had opened a kissing bureau in Glasgow. Until

kisses at 6d. each. The money goes to the Students' Charity Day Fund.... (*Liberty*, dated 15th February, 1930.)

III

বিষের হাওয়া— ৭২, ১১৬-১১৭, ও ১৫৫-১৫৬ পৃষ্ঠা

An actress, formerly of the Folies Bergeres in Paris, recently created a sensation in London by dancing at a luxurious West End Night Club in nothing except a loin cloth.

......The actress was Mlle. Tera Gunioh, and she appeared...in the Lido Club, 14, Newman Street W.1.

Mlle. Gunioh is an attractive French girl, and her slim figure, as she danced, was further enhanced by a complete coating of gold paint on legs, arms, breasts, hands, and faces. The 'naked' turn lasted for ten minutes.

When asked by a Press representative as to his opinion on the dance, the Manager of the Lido Club said : "It is extremely artistic, and the gold paint prevents any appearance of immodesty......."

...In a statement Mlle. Gunioh said: "I am all painted in gold, the whole body ..

...To cover the breast would spoil the effect. An artist, when she does an artisitic thing, must remain artist-like a work of art. And anything round the bust breaks the line and artistic intention is interrupted.

...At first I was nervous, but afterwards I am told two Police came and they say, 'That's all ?' and woke out. Nobody has raised objection." (***Amrita Bazar Patrika,*** dated 1st July, 1928.)

* * *

Paris (By Mail.)

Even Paris can be shocked : and there is a piquant flavour in the latest move of the authorities here in issuing special instructions regarding stricter supervision of the night resorts in which the latest dances of the American origin are introduced.

The authorities have received many complaints that many of these importations from America are too daring for the average French man and woman......

...A number of troupes of dancers usually appearing in night resorts have

been warned by the authorities that they must be more discreet in regard to the clothing worn......(***Amrita Bazar Patrika,*** dated 1st June, 1928.)

IV

New York, Aug. 13.

বিষের হাওয়া— ১৫৩, ও ১৫৫-১৫৬ পৃষ্ঠা

The Grand Jury here has refused to indict Earl Carrol, the producer, and seven members of the revue cast in connexion with the appearance of an entirely unclothed chorus girl on the stage of the New Amsterdam Theatre.

The girl appeared in a scene in which actresses posing as wax models in a shop window were dressed by the comedian, Jimmie Savo.......

—Reuter. (***Amrita Bazar Patrika,*** dated 16th August, 1930.)

V

বিষের হাওয়া— ১৯৭ ও ১৯৯ পৃষ্ঠা

Miss Sylvia Pankhurst.., on her own confession gave birth......to a child out of wedlock—"a Eugenic" baby, she prefers to call it......Miss Pankhurst refuses to say anything that would indicate the identity of the child's other parent. In the astounding confession... which comes via New York, Miss

Pankhurst defends her motherhood, seeks to justify her motives, and frankly advocates "marriage" without a legal bond...Nor did she attempt to hide the fact that she was not legally married to the father. "I wanted a baby without the ties of marriage," Miss Pankhurst began, in disclosing to the world her amazing romance, and then went on to tell the full story......"My 'husband' is an old and dear friend, whom I have loved for more than ten years......Since I have retained my name and personality and he is of a retiring disposition and hates publicity, I will not bring his publicity by naming him....I wanted a baby, as every complete human being desires parenthood, to love him and cherish him....That was my purpose in bearing him." Miss Pankhurst gave utterance to some remarkable views on marriage.........."My union with my 'husband' is entirely free. I do not intend to change its basis. I believe the tendency of the future is in the same direction............I do not consider marriage ought to be subject of a legal contract. It is far too intimate and

personal a matter for that.......I believe love and freedom are vital to the creation and upbringing of a child...." (*Amrita Bazar Patrika*, dated 3rd May, 1928.)

Philadelphia, Jan. 8.

"A baby or divorce," is the answer of Mr. and Mrs. William Moyer to companionate marriage, birth control and other new-fangled ideas of the married state.

The young couple were married before a Magistrate after both had signed an agreement stating they were marrying for the deliberate purpose of creating a child. This extraordinary nuptial contract, which has been filed as a public document, declared "if at the end of two years we failed in our purpose it will be the privilege of either of us to apply for absolute divorce without consulting the other."

The bridegroom after the ceremony said the marriage was an experimental union.—Reuter. *(Amrita Bazar Patrika,* dated 10th January, 1930.)

মার্কিণ রমণী ইসাবেলা ফিগুলে বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—

"আমি আধুনিক যুগের নারী! আমি যদি মনে করি, আমার একটি সন্তান হওয়া উচিত, তাহা হইলে পুত্রের পিতার সহিত আমি বিবাহিত হই বা না হই, তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না।" (শ্রী বলাই দেবশর্ম্মার 'আধুনিকা'—দৈনিক বসুমতী, ১০ই ভাদ্র, ১৩৩৭ সাল।)

VI

বিষের হাওয়া—
২০৮ পৃষ্ঠা

"After a companionate marriage, companionate divorce and the Eugenic baby," devotional elopement comes as a fitting sequel to America's social experiment.........(From the New York Correspondent of the ***News of the World***, as reproduced in the ***Amrita Bazar Patrika***, dated 3oth March 1928.)

শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্তের লেখা

বড়দের জন্য

মালঞ্চের ফুল

তরুণ-তরুণীর যৌবন-মালঞ্চে ফোটা রসালো গল্পের বই

এক টাকা

'অপূর্ব্ব-সুন্দর...তাজা ও তেজী গল্প...উপাদেয় গ্রন্থ'—**প্রবাসী**

'নিপুণ হস্তের কারুকার্য্য'—**ভারতবর্ষ**

'Vivid and sparkling ..a nosegay of roses'—**Bengalee**

'সুরভিময়...বিচিত্র-বর্ণ...জীবন্ত, উজ্জ্বল ও সরস-মধুর'—**আত্মশক্তি**

* * *

—উপন্যাসের চন্দনা—

বিষের হাওয়া

পাঁচ সিকা

* * *

ছোটদের জন্য

পুরাণ-কথার আদি রূপসী রাণী

সাবিত্রী

আট আনা

'উপযোগী'—**রবীন্দ্রনাথ**

'মনোরম'—**অবনীন্দ্রনাথ**...'চমৎকার'—**দীনেশচন্দ্র**

* * *

ছবি ও ছড়ার রং-বাহার

তাইতাই

দশ আনা

'মনোরঞ্জন ও নয়নরঞ্জন'—**প্রবাসী**

'সোনায় সোহাগা'—ভারতবর্ষ ...'অমৃতের ফোয়ারা'—**নব্যভারত**

* * *

'তাইতাই'-র জুড়ি রামধনু-রঙা

ফুলঝুড়ি

আট আনা

'সৌন্দর্য্যে ঘর আলো করিবে'...কণ্ঠে কণ্ঠে মাণিক-মোতি ছড়াইয়া পরিবে'—**কাশীপুর-নিবাসী**

* * *

রসালো ও মজাদার টুলটুলে গল্প

টুলটুল

ছয় আনা

'Humorous, instructive and interesting'—**A. B. Patrika**

'সুপক্ক আঙ্গুরের মত সুরসাল'—**বীরভূম-বার্ত্তা**...'বড়ই বাহার'—**নায়ক**

* * *

রঙীন গল্পের ঝিলিমিলি

চরকা-বুড়ী

আট আনা

'পরম তৃপ্তিকর......খুব সুন্দর'—**প্রবাসী**

'Excellent'—**Bengalee**

'Humorous...Instructive...Fine'—**Forward**

* * *

অচিন্-পুরীর আজব-কথা

তেপান্তরের মাঠ

আট আনা

'পড়িতে পড়িতে হাসিয়া খুন হইতে হয়।.. খুব সরস ...ঝংকার'—**বাঙ্গলার কথা**

'শিশু-সাহিত্যে জলজলে হীরামণি'—**বরিশাল**

* * *

সাত-সাত রাজার মুকুট-মণি

সাতরাজ্যের গল্প

আট আনা

'ছেলেরা আট আনার মিঠাই অপেক্ষা সেই দামে এই পুস্তকখানি কিনিয়া পড়িলে বেশী সুখী হইবে।'—**শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।**

'গল্পগুলি যে দিগ্বিজয় করবে তাতে সন্দেহ নেই।'—**শ্রীচারু বন্দ্যোপাধ্যায়।**

* * * *

ক্ষীর-সায়রের বেসাত বোঝাই

ময়ূর-পঙ্খী

আট আনা

*　*　*

বাদল-বাজা নাচন-সুরের

তে-রাত্তিরের তাইরে-নাইরে-না

আট আনা

*　*　*

শর্দ্দা আইন

বা

বাল্য-বিবাহ নিরোধ আইন

শ্রীদিগেন্দ্রলাল সরকার, এম্-এ. বি-এল্

প্রণীত

বাপ, মা, পুরোহিত, বরযাত্রী, কন্যাযাত্রী, বন্ধু বান্ধব—আইনের ফাঁক পড়িলে কাহারও নিস্তার নাই। জুজু বুড়ী সাবধান।

আইনের আগাগোড়া ইতিহাস ও দেশের নেতৃবৃন্দের মতাবলী সহ।

প্রথম সংস্করণের বহু সহস্র বই নিঃশেষ হইয়াছে।

দ্বিতীয় সংস্করণেও অল্প সংখ্যক পুস্তক অবশিষ্ট রহিয়াছে

বাঙ্গালা ও হিন্দি—চারি আনা, ইংরেজী— আট আনা